তাফহীমুস্সুন্না সিরিজ
১৪
জান্নাতের বর্ণনা
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
(৩১:১৬)
মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী
ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্সালাম
রিয়াদ

14
تفهيم السنة
كتاب الجنه
(باللغه البنغاليه)
لهم فيها ما يشاءون
(31:16)
تاليف:
محمد اقبال كيلا نى
ترجمه:
عبدالله الهادى محمد يوسف
مكتبة بيت السلام الرياض

তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজ - ১৪

জান্নাতের বর্ণনা

মূলঃ
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

ভাষান্তরঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ

প্রকাশনায়ঃ
মাকতাবা বাইতুস্‌সালাম
রিয়াদ

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহ্‌র জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জীবের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সে মহামানবের প্রতি যিনি তার ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষকে বর্বরতার অন্ধকার থেকে বের করে তাদেরকে দিয়ে সভ্যতার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন ।

যুগের উন্নতী ও অগ্রগতির এ চরম মূহর্তে মানুষ যুগ তথা সর্ব স্রষ্টা আল্লাহ্ ও তাঁর অসীম ক্ষমতার কথা ভুলতে বসেছে প্রায়। মূলত যা কিছু হয়েছে তা কোন আবিষ্কারকেরই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয় , বরং তা হল তাদেরই মহান স্রষ্টার কিঞ্চৎ অনুদান মাত্র। আর এ জ্ঞানের সিংহভাগই তাদের ঐ স্রষ্টার আয়াত্বে রয়েছে , এ কিঞ্চিৎ জ্ঞান পেয়েই যদি এত কিছু করা সম্ভব হয় , তা হলে যার হাতে এ জ্ঞানের সিংহভাগই বাকী রয়েছে তিনি কি করতে সক্ষম ?!

মহান স্রষ্টার কিছু কিছু সৃষ্টি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু মনব দৃষ্টির বাহিরেও তাঁর আরো অগণিত অসংখ্য সৃষ্টি রয়েছে । ঐ সমস্ত সৃষ্টির প্রতিও মুমেনদের ঈমান রাখতে হয়। আর র্বতমানে অদৃশ্য সৃষ্টি সমূহের অন্যতম একটি সৃষ্টি হল জান্নাত , যা পরকালে মহান আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় মুমেন বান্দাদেরকে দান করবেন। সে জান্নাত কি তার বাস্তবতা সম্পর্কে জানাতো দূরের কথা বরং পৃথিবীতে তার কল্পনাও অসম্ভব। তদপরি কোর'আন ও হাদীসে এ কল্পনাতীত সৃষ্টি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু সারমর্ম উর্দূভাষী সুলেখক জনাব ইকবাল কীলানী সাহেব তার লিখিত "জান্নাত কা বায়ান" নামক গ্রন্থে সু বিন্নস্ত করেছেন । বর্ণনাতীত শান্তির ও কল্পনাতীত আরামের আবাসালয় জান্নাত সম্পর্কে ঈমান আনার সাথে সাথে কোর'আন ও হাদীসে এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা জেনে তা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ও প্রয়োজন।

লেখক বইটির বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব এ গোনাগারের ওপর অর্পণ করলে, আমি আমার কাঁচা হাত হওয়া সত্তেও তা সাদারে গ্রহণ করি এ আশায় যে, এ গ্রন্থ

পাঠে বাংলাভাষী মুসলমান জান্নাত সম্পর্কে অবগত হয়ে , তা লাভের জন্য সচেষ্ট হবে। আর এ উসীলায় মাহান আল্লাহ্ দয়া করে এ গোনাহগারকে পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতীদের অর্ন্তভুক্ত করবেন।

পরিশেষে সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট এ আবেদন থাকল যে, এ গ্রন্থ পাঠান্তে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি তাদের দৃষ্টি গোচর হলে, তারা তা আমাকে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের জন্য আমি চেষ্ট করব ইনশাআল্লাহ।

ফকীর ইলা আফবি রাব্বিহিঃ
আবদুল্লাহিল হাদী মু. ইউসুফ
রিয়াদ, সউদী আরব ।
পি.ও. বক্স-৭৮৯৭(৮২০)
রিয়াদ-১১১৫৯ কে. এস. এ.
মোবাইলঃ ০৫০ ৪১ ৭৮ ৬৪৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، والعاقبة للمتقين،

اما بعد:

মৃত্যুর পর পরকালে প্রত্যেক মানুষের শেষ ঠিকানা হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম। জান্নাত ও জাহান্নাম কি ? মোটা মুটি প্রত্যেক মুসলমানের স্মরণে এতটা ধারনা তো আছে যে , আল্লাহ্ ঈমানদ্বার ও সৎ আমল কারীদেরকে পরকালে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবেন। আর তারা সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করবে। সুখ শান্তিতে বসবাসের ঐ স্থানটির নাম জান্নাত। পক্ষান্তরে যে ঈমান আনে নাই এবং পাপের কাজ করেছে , তাদেরকে পরকালে আল্লাহ্ বিভিন্ন প্রকার আযাব দিবেন। আর তারা খুবই বেদনাদায়ক জীবন যাপন করবে। শাস্থির ঐ স্থানটির নাম জাহান্নাম। কোরআ'ন মাজীদ ও হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। জান্নাত সম্পর্কে কিছু আয়াত ও হাদীস পেশ করা যাক।

১। জান্নাতের প্রশস্ততা আকাশ ও যমিন সম। (সূরা আল ইমরান-১৩৩)

২। জান্নাতের ফল সমূহ চিরস্থায়ী।(সূরা রা'দ-৩৫)

৩। জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাশা লাগবে না।(সূরা ত্ব-হা-১১৮)

৪। জান্নাতীদেরকে জান্নাতে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্মও স্থুল রেশমের সবুজ বস্ত্র, ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। (সূরা কাহ্ফ- ৩১)

৫। জান্নাতীদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরা পূর্ণ পাত্র। শুভ্র উজ্জল যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা সাফ্ফাত ৪৫-৪৬)

৬। জান্নাতে থাকবে আয়তনয়না রমণীগণ, কোন জ্বিন ও ইনসান ইতি পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি। (সূরা আর রহমান- ৫৬)

কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি

১ - জান্নাতে রোগ, বার্ধক্য, মৃত্যু হবে না।(মুসলিম)

২ - যদি কোন জান্নাতী তার অলন্কার সহ একবার পৃথিবীর দিকে উকিঁ দেয় তাহলে সূর্যের আলোকে এমন ভাবে আড়াল করে দিবে যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে আড়াল করে দেয়। (তিরমিযী)

৩ - যদি জান্নাতের হুরেরা পৃথিবীর দিকে একবার উঁকি দেয় তা হলে পূর্ব- পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে তা আলোকিত হয়ে যাবে। আর সমস্ত পৃথিবীকে সুগন্ধিময় করে দিবে। (বুখারী)

৪ - জান্নাতের বালাখানা সমূহ সোনা ও চাঁদির ইট দিয়ে নির্মিত। সিমেন্ট, বালি মেশক আম্বারের সুগন্ধি যুক্ত। তার পাথর সমূহ হবে মতি ও ইয়াকুতের , আর তার মাটি হবে জাফরানের। (তিরমিযী)

৫ - জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে আকাশ ও যমিন সম দূরত্ব। (তিরমিযী)

৬ - জান্নাতের ফল সমূহের একটি গুচ্ছ আকাশ ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টিজীব খেলেও শেষ হবে না (আহমদ)

৭ - জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে ,তার ছায়ায় এক অশ্বারোহী শত বছর পর্যন্ত চলেও তার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। (বুখারী)

৮ - জান্নাতে ধনুক সম স্থান সমস্ত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত নে'মত থেকে ও মূল্যবান। (বুখারী)

৯ - হাওযে কাওসারে সোনা - চাঁদির পেয়ালা থাকবে যার সংখ্যা আকাশের তারকা সম হবে। (মুসলিম)

জাহান্নাম সম্পর্কে কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি

১ - জাহান্নামীদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে , তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (সূরা হজ্ব- ১৯)

২ - জাহান্নামীদের জন্য রয়েছে আগুনের বিছানা এবং আগুনের চাদর। (সূরা আ'রাফ ৪১)

৩ - জাহান্নামীদের গলায় বেড়ি , হাতে জিঞ্জির , পায়ে শিকল পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা হাক্বাক্বাহ্ ৩৪-৩৪,সূরা মুমিন ৭১-৭২)

৪ - জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে 'সউদ' নামক আগুনের পাহাড়ে চড়ানো হবে। (সূরা মুদ্দাস্সির- ১৭)

৫ - জাহান্নামীদেরকে সেখানে পুঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। (সূরা ইবরাহীম ১৬-১৭)

পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে , যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে।(সূরা কাহ্ফ-২৯)

৬ - (অস্বাদ,দূর্গন্ধময়,তিক্ত, কাটা ওয়ালা) জাক্কুম বৃক্ষ জাহান্নামীদেরকে খানা হিসেবে দেয়া হবে। (সূরা সাফ্ফাত ৬৬-৬৭)

৭ - জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে মারার জন্য লোহার হাতুড়ী থাকবে। (সূরা হজ্ব ২১-২২)

৮-(জাহান্নামীদেরকে)এক শিকলে বাধাঁ অবস্থায় , জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে (কিন্তু মৃত্যু আসবে না)। (সূরা ফোরকান-১৩-১৪)

নোটঃ উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহে কোরআ'নের আয়াত সমূহ হুবহু পেশ করা হয়নি , বরং আয়াতের সারর্মম পেশ করা হয়েছে , যাতে করে আগ্রহী পাঠক নিজে তা দেখে নিতে পারে।

জাহান্নাম সম্পর্কে কতিপয় হাদীসের উদ্ধৃতি

১ -জাহান্নামে একএকটি সাপ উটের সমান হবে , যা একবার দংশন করলে জাহান্নামী চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার ব্যথা অনুভব করবে। (মোসনাদ আহমদ)

২ - জাহান্নামীর একটি দাত উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। (মুসলিম)

৩ - জাহান্নামী জাহান্নামে এত চোখের পানি ঝড়াবে যে এতে নৌকা চালানো যাবে। (হাকেম)

৪ - জাহান্নামে কাফেরের দু'কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিন চলার পথের সমান। (মুসলিম)

৫ - জাহান্নামীর চামড়া ৪২ হাত মোটা হবে (প্রায় ৬৩ ফিট) (তিরমিযী)

৬ - জাহান্নামীর বসার স্থানের দূরত্ব হবে মক্কা ও মদীনরা দূরত্বের সমান। (তিরমিযী)

৭ -কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে টেনে আনার জন্য ৯৪ কোটি ফেরেশ্‌তা র্নিধারণ করা হবে। (মুসলিম)

৮ - জাহান্নামের গভীরত্ব এত হবে , যে কোন ব্যক্তি তার তলদেশে পৌঁছতে সত্তর বছর সময় লাগবে। (মুসলিম)

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে কোরআ'ন ও হাদীসের উদ্ধৃতি সমূহ থেকে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত এক পরিচয় তুলে ধরা হল , এ পরিচয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পরবর্তী জান্নাত অধ্যায় ও জাহান্নাম অধ্যায়ে পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

জান্নাত জাহান্নাম এবং যুক্তির পূজাঁ

দ্বীনের মূল ভিত্তি ওহীর জ্ঞানের ওপর। তাই ওহীর জ্ঞানের অনুসরণ সর্বদাই মানুষের জন্য মুক্তি ও পরিত্রানের মাধ্যম। ওহীর জ্ঞানের মোকাবেলায় যুক্তির পূজাঁ করা সর্বদাই পথভ্রষ্টতা ও ক্ষতিগ্রস্ততার মাধ্যম। আম্বীয়া কেরামের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা ওহীর নির্দেশাবলী মোতাবেক গায়েবের প্রতি ঈমান এনেছে এবং মৃত্যুর পর পরকাল অর্থাৎ ঃ হাশর , হিসাব , কিতাব , জান্নাত , জাহান্নাম , ইত্যাদির প্রতি ঈমান এনেছে , সে সফল কাম হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা এ র্নিদেশাবলীকে যুক্তির আলোকে যাচাই করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোরআ'ন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ কাফেরদের যুক্তির কথা পেশ করেছেন যে তারা বলে মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া অসম্ভব। তাই কাফেররা নবীগণকে শুধু মিথ্যায় প্রতি পন্নই করেনি বরং তাদেরকে ঠাট্রা বিদ্রোপ ও করেছে। এসম্পর্কে কোরআ'ন মাজীদের কিছু উদ্ধৃতিঃ

১ -

﴿أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾

অর্থ ঃ "আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি হয়ে গেলে (আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব) সে প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত"। (সূরা কা'ফ-৩)

২ -

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ- أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ.﴾

অর্থঃ কাফেররা বলেঃ আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে , তোমাদেরকে বলে ঃ তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নুতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে। সে কি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে , অথবা সে কি উন্মাদ ? বস্তুত যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা তারা আযাবে ও ঘোর ভ্রান্তিতে রয়েছে"। (সূরা সাবা- ৭-৮)

৩-

﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ-أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ- قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ.﴾

অর্থঃ "এবং তারা বলে এটাতো সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব তখনো কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে ? এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও? বল ঃ হাঁ ঃ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত" ।(সূরা সাফ্ফাত-১৫-১৮)

৪ -

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ، لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾

অর্থঃ "কাফেররা বলে আমরা ও আমাদের পিত্র পুরুষরা মৃত্তিকায় পরিণত হয়েগেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্তিত করা হবে ? এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটা তো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়"। (সূরা নামল -৬৭,৬৮)

৫ -

﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾

অর্থঃ "সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে , তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে ? অসম্ভব , তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব"। (সূরা মু'মিনুন - ৩৫-৩৬)

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীকৃত শিক্ষা কে, যুক্তির আলোকে যাচাই কারী পন্ডিত বর্গ সর্বকালেই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল , কিন্ত অতীত কালে যারা ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যায় পতিপন্ন করত তারা মুসলমান হত না। কিন্তু বর্তমান কলে যারা অহীর শিক্ষাকে যুক্তির আলোকে যাচাই করে ওহীর শিক্ষাকে মিথ্যায় পতিপন্ন কওে , তারা ঐ সমস্ত লোক যারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং মুসলমান বলে দাবী করে। হিযরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে জাহাম বিন সাফওয়ান গ্রীস দর্শনে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে , আল্লাহ্‌র সত্বা , তাঁর গুণাবলী এবং ভাগ্য সম্পর্কে ওহীর শিক্ষা কে পরিবর্তন করে আরো অনেক লোককে সে তার সাথে পথ ভ্রষ্ট করেছে , যা পরবর্তীতে জাহমিয়া সম্প্রদায় নামে আক্ষায়িত হয়েছে , এমনি ভাবে মো'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসেল বিন

আতা ও অহীর জ্ঞান বাদ দিয়ে যুক্তিকে মানদন্ড করে , পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে , যাদেরকে মো'তাযিলা ফেরকা বলা হয় ।[১]

হিযরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝা মাঝি ওহীর শিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তির পুজাঁরী সূফীরা বাগদাদে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল যার নামকরণ করা হয়েছিল , 'ইখওয়ানুস্‌সফা' যাদের নিকট সমস্ত ধর্মীয় পরিভাষা সমূহ নবুয়ত , রিসালাত ,মালাইকা , সালাত , যাকাত , সিয়াম , হজ্জ ,আখেরা , জান্নাত , জাহান্নাম , ইত্যাদির দু'টি করে অর্থ। একটি জাহেরী অপরটি বাতেনী। জাহেরী অর্থ ঐটি যা ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল কৃত ওহী মোতাবেক। আর বাতেনী ঐটি যা সূফীদের নিজস্ব যুক্তি প্রসূত। সূফীদের নিকট জাহেরী অর্থের ওপর আমলকারী মুসলমানরা জাহেলদের অর্ন্তভুক্ত , আর বাতেনী অর্থের ওপর আমলকারী মুসলমান জ্ঞানীদের অর্ন্তভুক্ত। ওহীর শিক্ষাকে পরিবর্তন কারী বাতেনী সংগঠনের এ ফিতনা আজও পৃথিবীর সকল দেশে কোননা কোন সূরতে আছেই। নিকট অতীতের স্যার সায়্যেদ আহমদ খানের উদহারণ আমাদের সামনে আছে যে, ১৮৬৮-১৮৭০ইং পর্যন্ত ইংলিস্থানে থেকে ফিরে এসে প্রাচ্যের সাইন্স , উন্নতি , টেকনোলজী , দেখে এতটা প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছিল যে , আলীগড়ে এম,এ,ও, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল , আর এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে এ কথা লিখাছিল যে , দর্শন আমাদের ডান হাত , নেচারাল সাইন্স আমাদের বাম হাত , আর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ তাজ , যা আমাদের মাথায় থাকবে। কলেজের উদ্বোধন করিয়েছিল লরড লিটনের মাধ্যমে। আর কলেজের সংভিধানে একথা লিখা ছিল যে , এ কলেজের প্রিন্সিপাল সর্বদা কোন ইউরুপীয়ান হবে। প্রাচ্যের সাইন্স ও টেকনোলজীতে প্রতিক্রিয়াশীল সায়্যেদ সাহেব যখন কোরআ'ন মাজীদের তাফসীর লিখা শুরু করলেন , তখন তিনি নবীগণের মো'জেজাসমূহকে যুক্তির আলোকে যাচাই করতে লাগলেন এবং সমস্ত মো'জেজা সমূহকে এক এক করে অস্বীকার করতে লাগলেন। স্ব-শরীরে উপস্থিত নাথাকা ফেরেশ্‌তাদেরকে অস্বীকার করতে লাগল। জান্নাত ,কবরের আযাব , কিয়ামতের আলামত , যেমন ঃ দাব্বাতুল আরয(মাটি ফেটে প্রাণীর আগমন) ঈসা (আঃ) এর আগমন , সূর্য পূর্বদিক থেকে উঠা , ইত্যাদি অস্বীকার করতে লাগল। জান্নাত, জাহান্নামের অস্তীত্ব অস্বীকার করল। আর ওহীর শিক্ষা থেকে দূরে সরে শুধু সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয় নাই বরং তার পিছনে যুক্তির পুজারীদের এমন একদল রেখে গেছে , যারা সর্বদাই উম্মতকে নাস্তিকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের একথা স্বীকার করতে কোন দিধা নেই

---

১ - উল্লেখ্য,জাহমিয়া এবং মো'তাযিলা উভয়ে আল্লাহ্‌র গুণাবলী যার বর্ণনা কোরআ'নে স্পষ্ট ভাবে এসেছে,যেমন, আল্লাহ্‌র হাত, পা, চেহারা, পায়ের গোছা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেছে,এমনিভাবে সমস্ত আয়াত ও হাদীসের অপাব্যখ্যা করেছে,আর তাকদীরের ব্যাপারে জাহমিয়াদের আকীদা হল মানুষ বাধ্য। আর সমস্ত হাদীস ও আয়াত যেখানে মানুষকে আমল করার কথা বলা হয়েছে, তারা তার বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করেছে, মো'তাযেলারা তাকদীরের ব্যাপারে মানুষ স্বইচ্ছাধীন বলে বিশ্বাস করে।

যে ,পৃথিবীতে জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারিত বুঝা আসলেই অসম্ভব। যুক্তির আলোকে তা পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা যাবে না। কিন্ত প্রশ্ন হল যে , কোন জিনিষ যুক্তিতে না ধরাই কি তা অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ঠ ? আসুন বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজা যাক।

সর্বশেষ বিজ্ঞানের আবিস্কার অনুযায়ী ঃ

১ - আমাদের পৃথিবী সর্বদা ঘুরছে , একভাবে নয় বরং দু'ভাবে। প্রথমত নিজের চর্তুপার্শ্বে , দ্বিতীয়ত , সূর্যের চর্তুপার্শ্বে।

২ - সূর্য স্থীর যা শুধু তার চর্তু পার্শ্বে ঘুরছে।

৩ -পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল।

৪ - সূর্যের দেহ পৃথিবীর মোকাবেলায় ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার গুণ বেশি।

৫ - আমাদের সৌর জগৎ থেকে ৪শ কোটি কিঃমিঃ দূরত্বে আরো একটি সূর্য আছে , যা আমাদের নিকট ছোট একটি আলোকরশ্মি বলে মনে হয়। তার নাম আলফাকেনতুরস। (ALFAGENTAURISA)

৬ - আমাদের সৌর জগৎ এর বাহিরে অন্য একটি তারকার নাম কালব আকরাব (ATNTARES) তার ব্যাস ২৮ কোটি ৩০লক্ষ্য মাইল প্রায়।

চিন্তা করুন বাস্তবেই কি আমাদের অনুভুতি হচ্ছে যে ,পৃথিবী আমাদের চর্তুপার্শ্বে ঘুরছে ? বাহ্যত পৃথিবী পরিপূর্ণভাবে স্থির আছে , আর তার সামান্য কম্পন পৃথিবী বাসীকে তছনছ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ বলা হচ্ছে যে পৃথিবী দু'ভাবে ঘুরে বলে বিশ্বাস কর ?

বাস্তবেই কি সূর্য আমাদের নিকট স্থির বলে মনে হয় ? প্রত্যেক মানুষ স্ব চোখে প্রত্যেক্ষ করছে যে , সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে আস্তে আস্তে চলতে চলতে পশ্চিমে গিয়ে অস্ত যাচ্ছে।

বাস্তবেই কি সূর্য পৃথিবীর তুলনায় ৩ লক্ষ্য ৩৭ হাজার গুণ বড় বলে মনে হয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখতে পায় যে , সূর্য নয় বা দশ মিটারের একটি আলোকরস্মি। মানবিক জ্ঞান কি একথা বিশ্বাস করে যে , আমাদের এ সৌর জগৎ এর বাহিরে , কোটি কিঃমিঃ দূরে আরো একটি সূর্য আছে , যা আমাদের এ পৃথিবী ও সূর্যের তুলনায় লক্ষ্য গুণ বড় ? এ সমস্ত কথা শুধু বাস্তব দেখা বিরোধিই নয় বরং বিবেক সম্মতও নয়। কিন্ত এতদ সত্যেও আমরা তা শুধু এ জন্যই বিশ্বাস করি যে , বিজ্ঞানীগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে এসমস্ত তথ্য দিয়ে থাকে। এর পরিষ্কার ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা হল এই যে , কোন জিনিষ বিবেক সম্মত না হওয়ায় তা অস্বীকার করা সম্পূর্ণ

ভুল। এমনি ভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব এবং তার বিস্তারিত অবস্থা মানবিক জ্ঞান সম্মত না হওয়ায় তা অস্বীকার করা সম্পূর্ণই ভ্রান্তি , ভুল দর্শন , যা শুধু শয়তানী চক্রান্ত মাত্র। নিউটন ও আইনষ্টাই এর সূত্র সমূহ যদি বুঝে না আসে তা হলে আমরা তখন শুধু আমাদের সল্প জ্ঞান এবং কমবুদ্ধির কথাই স্বীকার করিনা বরং উল্টা তাদের জ্ঞন বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ও হই। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে আসা বিষয় সমূহ যুক্তি সম্মত না হলে তখন শুধু তা অস্বীকারই করি না বরং উল্টা ঠাট্টা বিদ্রোপ ও করি। এর অর্থ এছাড়া আর কি হতে পারে যে , আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথার উপর আমাদের এতটুকু ঈমান ও নেই যতটা ঈমান আইনষ্টাইন ও নিউটনের গবেষণার ওপর আছে। বাস্তবতা হল এই যে , জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত গুণাবলি পরিপূর্ণ রূপে মানার একমাত্র দলীল হল এই যে , "গায়েবের প্রতি বিশ্বাস" যাকে আল্লাহ্ কোরআ'ন মাজীদে মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রথম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্র বাণীঃ

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

অর্থঃ" এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুত্তকীদের জন্য এটা হিদায়াত। যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করে , নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা থেকে তারা দান করে থাকে। (সূরা বা ক্বারা ২-৩)

এর স্পষ্ট অর্থ হল এই যে , গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত মজবুত হবে , জান্নাত ও জাহান্নমের প্রতি তার বিশ্বাসও তত মজবুত হবে। আর গায়েবের প্রতি যার ঈমান যত দূর্বল হবে , জান্নাত ও জাহান্না মের প্রতি তার বিশ্বাসও তত দূর্বল হবে।

অতএব যার বিবেক জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত নয় তার উচিত বিবেকের চিন্তা না করে ঈমানের চিন্তা কর। ঈমানদারগণের আমল অত্যান্ত স্পষ্ট। যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেনঃ

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾

অর্থঃ" হে আমাদের প্রভূ! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমার স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর , তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। (সূরা আল ইমরান-১৯৩)

জান্নাত সম্পর্কে কোরআ'নের ভাষ্যঃ

আল্লাহ্ তা'লা কোরআ'ন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে জান্নাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে পানি , দুধ , মদের ঝর্ণার কথা বর্ণনা করেছেন , এমনিভাবে বিভিন্ন ফল-মূল , বাগান , গণ ছায়া , ঠান্ডা ,পাখীর গোশত , মূল্যবান আসন ,হুরেইন , বালাখানার কথা বর্ণনা করেছেন। পার্থিব দিক থেকে এ সমস্ত বিষয় সমূহ , জীবন যাপনের উপাদান বলে মনে করা হয় , তাই কোন কোন নাস্তিক ও বে-দ্বীন সাহিত্যিক , কবি , ইত্যাদি জান্নাতকে অত্যন্ত সাধারণ কিছু হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে , যেন জান্নাত এমন এক আবাস স্থল যে ,যেখানে প্রবেশ করা মাত্রই পৃথিবীর একমাত্র আল্লাহ্ ভীরু ও সংযমের সাথে জীবন যাপন কারী মুত্তাকী ব্যক্তি তার তাকওয়ার পোশাক খুলেফেলে দিয়ে আনন্দময় অনুষ্ঠানে নিমগ্ন থাকবে। বিবাহ ও বাদ্য যন্ত্রের প্রতিধ্বনি বুলন্দ হবে। আর হুরদের ভিড়ে জান্নাত বাসীদের অন্তর শান্ত থাকবে। নৃত্যশালা তার আশেকদের ভীড়ে ভরপূর থাকবে। আর সুরাবাহীদের পদধ্বনিতে তা থাকবে আবাদময়।

মূলত জান্নাত কি এধরণেরই এক আবাস স্থল ? আসুন জান্নাত নির্মাণকারী এবং জান্নাত সম্পর্কে ওয়াকিফহালের কাছ থেকে তা জানা যাক। যে জান্নাত কেমন ? আল্লাহ্ কোরআ'ন মাজীদে এরশাদ করেন যে "জান্নাতীরা যখন জন্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে অভ্যার্থনা জ্ঞাপনকারী ফেরেশ্তা "আস্সালামু আলাইকুম" বলে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। "আপনারা অত্যন্ত ভাল থাকুন" বলে তাদেরকে স্বাগতম জানাবে। যা শ্রবণে জান্নাতীরা "আলহামদু লিল্লাহ" বলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে"। (সূরা যুমার ৭৩-৭৩)

"জান্নাত বাসীগণ প্রতি নিঃশ্বাসে আল্লাহ্র তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) এবং প্রশংসা (আলহামদুলিল্লাহ) বলবে। যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে তখন আস্সালামুআলাইকুম বলবে। পরস্পরের কথাবার্তা শেষে (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন বলবে)" (সূরা ইউনুস-২৫)

জান্নাতের হুরেরা নিঃসন্দেহে জন্নাতীদের জন্য তৃপ্তীদায়ক বিষয় হবে কিন্তু তারা লম্পট স্বভাব , বে- পরদা , বে-হায়া হবে না। না অন্য পুরুষের চোখে চোখ রাখবে , বরং যথেষ্ট লজ্জাবোধের অধিকারিনী , চরিত্রবান , পর্দাশীল হবে। যাদেরকে ইতি পূর্বে কোন পুরুষ দেখেও নাই আর স্পর্শও করে নাই। শুধু স্বীয় স্বামী ভক্ত হবে। (সূরা রহমান- ২২-২৩,৩৫-৩৭, সূরা বাক্বারা- ২৫)

কোরআন মাজীদের উল্লেখিত নিদের্শ সমূহের আলোকে একথা বুঝতে কষ্টকর নয় যে , নিঃসন্দেহে জান্নাত জীবন যাপনের আবাসস্থল , কিন্তু ঐ জীবন যাপনের কল্পনা তাকওয়া , সৎ আমল , পবিত্রতার মাপকাঠির সাথে সম্পৃক্ত যার দাবী আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিকট দুনিয়াতে

করেছেন। যা তারা তাদের সর্বাত্তক সাধনার পরও যথাপোযুক্ত ভাবে হাসিল করতে পারে নাই। আর আল্লাহ্‌র এ বান্দারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদেরকে তাকওয়া , সৎ আমল , পবিত্রতার ঐ মাপকাঠি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবেন , যার দাবী তিনি তাদের নিকট দুনিয়াতে করেছিলেন। জান্নাতের এ অবস্থার কথা স্মরণে রাখুন আর চিন্তা করুন যে , কোন এমন মুসলমান আছে , যে জান্নাতে প্রবেশ করার পর হুর , বালাখানা , খানা-পিনা ইত্যাদির পূর্বে তার ওপর বেশী অনুগ্রহ পরায়ন , পৃথিবীবাসীর নিকট পথপ্রদর্শক রূপে আগত ,গোনাগারদের জন্য সুপারিশ কারী , রহমাতুল লীল আলামীন , ইমামুল আম্বীয়া , মুত্তাকীনদের সরদারের চেহারা মোবারক একবার দেখার জন্য উদগ্রীব থাকবে না ? শত কোটি নয় , অসংখ্য পবিত্র আত্মা যার মধ্যে থাকবে নবীগণ , সৎ লোক ,শহীদ গণ ,নেক্কার , উলামা , মুফতী ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারতের অপেক্ষায় থাকবে। কোন এমন জান্নাতী হবে , যে তার অন্তর ইসলামের বৃক্ষ কে সতেজ রাখতে স্বীয় শরীরের তাজা রক্ত ঢেল দিয়েছে এমন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবী , বদর ও উহুদের শহীদগণ , রাসূলের হাতে বৃক্ষের নীচে বাইয়াত গ্রহণ কারীগণ সহ অন্যান্য সাহাবাগণকে এক নযর দেখার জন্য আগ্রহী হবে না। তাবেয়ী , তাবে তাবেয়ী ,তাদের পরে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের স্বর্থে জান , মাল , ইজ্জত , আবরু ,ঘর-বাড়ী , কোরবান কারী কত অসংখ্য সোনার মানুষ ছিল , যাদের সাথে সাক্ষাৎ বা যাদের মজলিশে অংশ গ্রহণের আগ্রহ প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরেই থাকবে। সর্বোপরি এ সমস্ত নে'মতর চেয়ে বড় নে'মত হবে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ , যার জন্য সমস্ত মোমেন অপেক্ষমান থাকবে। নিঃসন্দহে হুর , বালাখানা , খানা- পিনা , জান্নাতের নে'মত সমূহের মধ্যে এক প্রকার নে'মত বটে, কিন্ত তাহবে জান্নাতের জীবনের একটি অংশ মাত্র , এটাই পরিপূর্ণ জান্নাতী জীবন নয়। জান্নাতের পরিষ্কার পরিছন্ন পরিবেশে জান্নাত বাসীদের জন্য হুর , বালাখানা ব্যতীত তাদের মনপুত আরো অনেক ব্যবস্থাপনা থাকবে। যার মাধ্যমে প্রত্যেকে তার ইচ্ছামত নিজেকে ব্যস্থ রাখবে। দ্বীন ও মিল্লাত থেকে বিমুখ , কোরআ'ন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ "পন্ডিতবর্গ" কি করে জানবে যে জান্নাতে আল্লাহ্‌ জান্নাত বাসীদের জন্য তাদের নয়নাভিরাম মনের আত্মতৃপ্তীদায়ক হুর ও বালাখানা ব্যতীত আরো কত কি নে'মতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন ?

জান্নাতের পরিসীমা ও জীবন যাপন ঃ

আরবী ভাষায় জান্নাত বলা হয় বাগানকে। এর বহু বচন আসে جنات এবং جنان (বাগান সমূহ) এ জান্নাতের পরিসীমা কতটুকু ? তার যথযত পরিসীমা সুনিদৃষ্ট করে বলা শুধু কষ্টকরই নয় বরং অসম্ভবও বটে। কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্‌ তা'লা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থঃ "কেউই জানেনা তার জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে , তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার সরূপ ।"(সূরা সাজ্‌দা- ১৭)

কোরআ'ন ও হাদীস র্চচা করার পর যা কিছু বুঝা যায় তার সারর্মম হল এই যে , জান্নাত আল্লাহ্ প্রদত্ব এমন এক রাজ্য হবে যা আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় কোন অতিরঞ্জন ব্যতীতই বলা যেতে পারে যে, আমাদের এ পৃথিবীর তুলনায় বহুগণ বেশি প্রশস্ত হবে। জান্নাতের বিশাল আয়তনের কোন ছোট একটি অংশই আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশকারী সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে, যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে , তখন সে আরয করবে হে আল্লাহ্! এখন তো সব জায়গা পরপূর্ণ হয়ে গেছে , আমর জন্য আর কি বাকী আছে ? আল্লাহ্ বলবেন ঃ যদি তোমাকে পৃথিবীর কোন সর্ব বৃহৎ বাদশার রাজত্বের সমান স্থান দেয়া হয় তাতে কি তুমি খুশী হবে ? তখন বন্দা বলবে হাঁ হে আল্লাহ। কেন হবনা ? আল্লাহ্ তখন বলবেন যাও জান্নাতে তোমার জন্য পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ রাজ্যের সমান এবং এর চেয়ে অধীক আরো দশ গুণ স্থান দেয়া হল। (মুসলিম)

জান্নাতে সর্বশেষ প্রবেশ কারীকে এতটুকু স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে এতস্থান বাকী থেকে যাবে যে , তা পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ অন্য এক মাখলুক সৃষ্টি করবেন। (মুসলিম)

জান্নাতের স্তর সমূহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেন ঃ তার শত স্তর আছে। আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবী সম দূরত্ব রয়েছে। (তিরমিযী)

জান্নাতের ছায়াবান বৃক্ষসমূহের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে , একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে , কোন অশ্বারোহী শত বছর পর্যন্ত তার ছায়ায় চলার পরও সে ছায়া শেষ হবে না।(বোখারী)

সূরা দাহারের ২০ নং আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেনঃ জান্নাতের যেদিকেই তোমরা তাকাও না কেন নে'মত আর নে'মতই তোমাদের চোখে পড়বে। আর এক বিশাল রাজ্যের আসবাবপত্র তোমাদের চোখে পড়বে। দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যত ফকীরই হোকনা কেন যখন সে তার সৎ আমল নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে , তখন সে সেখানে এমন অবস্থায় থাকবে , যেন সে বৃহৎ কোন রাজ্যের বাদশা। (তাফহীমুল কোরআন খঃ৬ পৃঃ ২০০)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে এ অনুমান করা কষ্ট কর নয় যে , জান্নাতের সীমা রেখা নির্ধারণ করা তো দূরের কথাই এমনকি ঐ সম্পর্কে চিন্তা করাও মানুষের জন্য সম্ভব নয়।

জান্নাতে মানুষ কি ধরণের জীবন যাপন করবে ? জান্নাতীদের ব্যক্তিগত গুণগুণ কি হবে ? তাদের পারিবারিক জীবন কেমন হবে ? তাদের খানা- পিনা , থাকা কেমন হবে , যদিও এ ব্যাপারেও সুনিদৃষ্ট করে বলা সম্ভব নয় , এরপরও কোরআ'ন ও হাদীস থেকে যা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত তার আলোকে জান্নাতী জিন্দগীর কোন কোন অংশের বিস্থারিত বর্ণনা নিম্ন রূপ ঃ

১ - শারিরীক গুণাগুণ ঃ জান্নাতীদের চেহারা আলোকময় হবে। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। মাথার চুল ব্যতীত শরীরের আর কোথাও কোন চুল থাকবে না। এমন কি দাড়ী- গোফ ও থাকবে না। বয়স ৩০-৩৩ সালের মাঝা মাঝি হবে। উচ্চতা মোটা মুটি ৯ ফিটের মত হবে। জান্নাত বাসী সর্ব প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র থাকবে , এমন কি থুথু এবং নাকের পানিও আসবে না। ঘাম হবে কিন্ত তা মেশক আম্বরের ন্যায় সুঘ্রাণ যুক্ত থাকবে। জান্নাত বাসীগণ সর্বদা আরাম আয়েশ ও হাশি খুশি থাকবে। কারো কোন চিন্তা , ব্যাথা , বিরক্ত ও ক্লান্ত বোধ থাকবে না। জান্নাত বাসীগণ সর্বদা শুস্থ থাকবে। তারা কখনো অশুস্থ ,বৃদ্ধ , মৃত্যু হবে না। জান্নাতী মহীলাদের যে গুণাবলীর কথা কোরআ'নে বার বার এসেছে তা হল এই যে , জান্নাতী রমণী অত্যন্ত লজ্জাশীল হবে , দৃষ্টি নিন্মমূখী থাকবে। সুন্দর্যে তারা মুক্তা ও প্রবালকেও হার মানাবে। নবী(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেন ঃ জান্নাতী রমণীগণ যদি ক্ষণিকের জন্যও পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করে তাহলে পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুকে আলোকময় করে তুলবে এবং পূর্ব পশ্চিমের মাঝে যত খালী জায়গা আছে তা সুগন্ধিময় করে তুলবে। (বোখারী)

২ - পারিবারিক জীবন ঃ জান্নাতে কোন ব্যক্তি একাকী থাকবেনা। প্রত্যেকেরই দু'জন করে স্ত্রী থাকবে , আর এ দু'স্ত্রী আদম সন্তানদের মধ্য থেকে হবে।(ইবনে কাসীর)

পৃথিবীর এ মহিলাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বে আল্লাহ্ তাদেরকে আরেকবার নুতন করে সৃষ্টি করবেন। আর তখন তাদেরকে ঐ সুন্দর্য প্রদান করবেন যা জান্নাতে বিদ্ধমান হুরদেরকে দেয়া হয়েছে। এ নারীদেরকে নুতন করে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে কোন জ্বিন ও ইনসান স্পর্শও করে নাই । তারা তাদের স্বামীদের সম বয়সী ও লাজুক , পর্দাশীল ,অত্যন্ত স্বামী ভক্ত হবে। জান্নাতীরা তাদের সুযোগ মত স্বীয় স্ত্রীগণের সাথে ঘন শীতল ছায়ায় প্রবাহমান নদীর তীরে সোনা-চান্দী ও মুক্তার র্নিমিত আসন সমূহে বসে আনন্দময় গল্পে মেতে উঠবে। খানা-পিনার জন্য মহিলাদের কষ্ট করতে হবে না। বরং তারা যা কিছু চাইবে মুক্তার ন্যায় সুন্দর ও বুদ্ধিমান খাদেম তা তাদের সামনে সাথে সাথে পেশ করবে। একই খান্দানের নিকট আত্মীয়গণ যেমন ঃ পিত-মাতা , দদা-দাদী , নানা-নানী , ছেলে-মেয়ে , নাতী-নাতনী , ইত্যাদি যদি জান্নাতে

স্তরের দিক থেকে একে অপর থেকে দূরবর্তীতে থাকে তবে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে পরস্পরের নিকটবর্তী করে দিবেন। (সুবহানাল্লাহী বিহামদিহি ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযীম।)

৩ - খানা-পিনা ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার পর জান্নাত বাসীগণ কে সর্ব প্রথম মাছের কলিজা দিয়ে আপ্যায়ন করানো হবে। এর পর গরুর গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করানো হবে। আর পানীয় হিসেবে প্রথমে দেয়া হবে , 'সাল সাবীল' নামক ঝর্ণার পানি। যা আদার স্বাদ মিশ্রিত হবে। সর্ব প্রকার সু স্বাদু ফল যেমন আঙ্গুর , আনার , খেজুর, কলা ,ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে কোরআ'নে উল্লেখ হয়েছে , এরপরও আরো থাকবে সর্বপ্রকার সু স্বাদু ও সুগন্ধিময় পানীয় যেমন ঃ দুধ , মধু, কাউসারের পানি, আদা বা কাফুরের স্বাদ মিশ্রিত পানি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল জান্নাতীদের সম্মানার্থে সোনা , চান্দী , ও কাঁচের তৈরী পাত্রসমূহ সরবরাহ করা হবে। খানা-পিনার স্বাদ কখনো নষ্ট হবে না। বরং সর্বক্ষনই তরু তাজা নুতন নুতন খানা- পিনা থেকে কোন প্রকার গন্ধ , ঝাল , অলসতা , ঠান্ডা বা খারাব নেশাদার হবে না। জান্নাতী নিজে যদি কোন গাছের ফল খেতে চায় তাহলে স্বয়ং ঐ ফল তার হাতের নাগালে চলে আসবে। কোন পাখীর গোশত খেতে চাইলে তখনই প্রস্তুত করে তার সামনে পেশ করা হবে। জান্নাতের এ সমস্ত নে'মত চিরস্থায়ী হবে। তাতে কখনো কোন কমতি দেখা দিবে না। আর কখনো শেষও হবে না। না তা কোন বিশেষ মৌসুমের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আরো বড় বিষয় হল এইযে , এ নে'মত সমূহ পাওয়ার জন্য জান্নাতীকে কারো কাছ থেকে কোন অনুমতি নিতে হবে না। যে জান্নাতী যখন চাইবে যে পরিমাণে চাইবে স্বাধীন ভাবে সে তা হাসিল করতে পারবে। আর আল্লাহ্র এ বাণীর ও এ অর্থই ঃ

﴿لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾

অর্থঃ "জান্নাতের নে'মতের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হবেনা আর না তা নিষিদ্ধ হবে"। (সূরা ওয়াকেয়া -৩৩)

৪ - বসবাস ঃ জান্নাতে প্রত্যেক দম্পতির জন্য পৃথক ও প্রশস্ত রাজ্য থাকবে যার ঘর সমূহ নির্মিত সোনা চাঁন্দীর ইটঁ এবং উন্নতমানের সুগন্ধি দিয়ে। ঘরের পাথর সমূহ হবে মুক্তা ও ইয়াকুতের , আর তার মাটি হবে জাফরানের। (তিরমিযী) প্রত্যেক জান্নাতীকে তার স্তর অনুযায়ী দু'টি করে প্রশস্ত বাগান দান করা হবে। উভয় বাগান স্বর্ণ নির্মিত হবে , যার প্রতিটি জিনিস স্বর্ণের হবে। সমস্ত আসবাবপত্র স্বর্ণের হবে , গাছ-পালা স্বর্ণের হবে। আসন সমূহ স্বর্ণের হবে। প্লেট সমূহ স্বর্ণের হবে। এমনকি চিরুনীসমূহও স্বর্ণের হবে। সাধারণ নেক্কারগণকেও দু'টি প্রশস্ত বাগান প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের বাগান হবে চাঁন্দি নির্মিত। অর্থাৎ তার সব কিছু চাঁন্দির হবে। ঐ বাগান সমূহে সুউচ্চ বালাখানা সমূহ থাকেবে। সেখানে সবুজ রেশমের কাঁপেটে

মূল্যবান আসন সমূহ থাকবে। প্রতিটি ঘর এত প্রশস্ত হবে যে , তার একএকটি খীমার প্রশস্ত হবে ৬০ মাইল। জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে প্রত্যেক নদীর একটি ছোট শাখা নদী প্রত্যেক ঘরে প্রবাহমান থাকবে। ঘরের বিভিন্ন স্থানে আঙ্গার ধানিকা থাকবে যার মধ্য থেকে চন্দনের যাদুময় সুঘ্রাণ এসে সমস্ত বাড়ীর ফাকা জায়গা সমূহকে সুগন্ধিময় করে দিবে। এধরণের ঘর , খীমা , নদী , ঘনছায়া , সম্পন্ন পরিবেশে জান্নাতীরা জীবন যাপন করবে।

৫ - পোশাক ঃ জান্নাতীদেরকে বর্তমান রেশমের চেয়ে কয়েকগুণ মূল্যবান রেশম দেয়া হবে। যার ব্যবহার থেকে পৃথিবীতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। রেশম ব্যতীত আরো বিভিন্ন ধরণের মূল্যবান চাক- চিক্যমান পোশাক , যার মধ্যে সুন্দুস , ইস্তেবরাক ,ইতলাস ,(বিভিন্ন প্রকার রেশমের নাম)উল্লেখ হয়েছে। এ সুযোগও থাকবে যে , জান্নাতে মহিলারা ব্যতীত পুরুষরাও সোনা চাঁন্দির অলন্কার ব্যবহার করবে। উল্লেখ্য যে , জান্নাতে ব্যবহৃত স্বর্ণ পৃথিবীর স্বর্ণের চেয়ে বহুগণ উন্নত হবে। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেন ঃ যদি একজন জান্নাতী পুরুষ তার অলন্কার সমূহ সহ পৃথিবীতে উঁকি দেয় তাহলে তার অলন্কারের চমক সূর্যের আলোকে এমনভাবে ঢেকে দিবে যেমন সূর্যের আলো তারকার আলোকে ঢেকে দেয়। (তিরমিযী)

সোনা-চাঁন্দী ব্যতীত আরো অন্যান্য প্রকার মুক্তা ও প্রবালের অলন্কারও জান্নাতীদেরকে পরানো হবে। জান্নাতী মহিলাদেরকে এত সুন্দর ও হালকা পোশাক পরানো হবে যে , কোন কোন সময় সতর আবরিত করে পোশাক পরিধান করা সত্বেও তার পায়ের গোছর মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। (বোখারী)

মহিলাদের সাধারণ পোশাকও এত মূল্যবান হবে যে মাথার উড়নাও পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়েও মূল্যবান হবে। (বোখারী) জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরান হবে না। কিন্ত তারা তাদের ইচ্ছামত যখন খুশী তখন তা পরিবর্তন করতে পারবে।

﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ﴾

অর্থ" এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল , প্রত্যেক আল্লাহভীরু ও হেফাযত কারীর জন্য"। (সূরা ক্বাফ-৩২)

*** আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ঃ** জান্নাতে উল্লেখিত সমস্ত নে'মতের চেয়ে সবচেয়ে বড় নে'মত হবে , স্বীয় স্রষ্টা ,মালিক , রিযিক দাতার সন্তুষ্টি। যার উল্লেখ কোরআ'ন মাজীদের বহু জায়গায় করা হয়েছে ,

﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾

অর্থঃ" যারা আল্লাহ্‌ভীরু তাদের জন্য তাদের প্রতি পালকের নিকট জান্নাত রয়েছে , যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত , তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং সেখানে পবিত্র সহধর্মিণীগণ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রয়েছে।" (সূরা আলইমরান -১৫)

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾

অর্থঃ"আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে এমন উদ্যান সমূহের ওয়াদা দিয়েছেন যার নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহর সমূহ। যে (উদ্যান) গুলোর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে , আরো (ওয়াদা দিয়েছেন) ঐ উত্তম বাসস্থান সমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যান সমূহে অবস্থিত হবে। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নে'মত। আর এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা" । (সূরা তাওবা- ৭২)

সূরা তাওবার আয়াতে আল্লাহ্ নিজেই স্পষ্ট করেছেন যে , জান্নাতের সমস্ত নে'মত সমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় নে'মত। উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেন ঃ আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে লক্ষ করে বলবেন ঃ হে জান্নাতীরা! জান্নাতীরা বলবে হে আমদের রব ! আপনার নিকট আমরা উপস্থিত আছি। আর আপনার অনুসরণের মধ্যে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। আল্লাহ্ আবার বলবেন ঃ এখন কি তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ ? জান্নাতী বলবে হে আমাদের প্রভূ! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবনা। তুমি আমাদেরকে এমন এমন নে'মত দান করেছ যা তোমার সৃষ্টি জীবের মধ্যে কাউকে দেওনি। আল্লাহ্ বলবেন আমি কি তোমাদেরকে ঐ নে'মত দিব না , যা এ সমস্ত নে'মত থেকে উত্তম ? জান্নাতীরা বলবে হে আমাদের প্রভূ সেটা কোন নে'মত যা এসমস্ত নে'মত থেকেও উত্তম ? আল্লাহ্ বলবে ঃ আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করব। আজ থেকে আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। (বুখারী , মুসলিম)

তাদের কতইনা সুভাগ্য যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করবে এবং তাঁর রাগ থেকে মুক্তি পাবে। আর ঐ সমস্ত লোকদের কতইনা দূর্ভাগ্য যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি থেকে মাহরুম হবে আর তাঁর গজবের হকদার হবে।

(আল্লাহ্ সমস্ত মুসলমানদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর অনুগ্রহের মধ্যমে স্বীয় সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্মানিত করুন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি দিন আমীন)।

আল্লাহ্র সাক্ষাৎ ঃ অন্নান্য মাসলা মাসায়েলের ন্যায় আল্লাহ্র সাক্ষাৎ এ বিষয়ে ও মুসলমানরা অতিরিক্ত ও কমতির দিক থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। একদল তো মোরাকাবা ও মোকাশাফার মাধ্যমে দুনিয়াতেই আল্লাহ্র সাক্ষাতের দাবী করেছে। আবার কোন কোন দল কোরআ'নের আয়াত ঃ

﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ﴾

অর্থঃ" তাঁকে কোন দৃষ্টি পরিবেষ্টন করত পারে না আর তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টন কারী। (সূরা আন'আম- ১০৩)

অনেকে এ আয়াতের আলোকে পরকালে আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে। কিতাব ও সুন্নাত থেকে প্রমাণিত আকীদা এই যে , যে কোন মানুষের জন্য , চাই সে নবীই হোক না কেন , এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। কোরআ'ন মাজীদে মূসা (আঃ) এর ঘটনা অত্যন্ত পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে , যখন তিনি ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বানী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে সীনা নামক দ্বীপে পৌঁছলেন তখন আল্লাহ্ তাকে তূর পাহাড়ে ডাকলেন। আর সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করার পর, তাকে তাওরাত দান করলেন। তখন মূসা (আঃ) আল্লাহ্র দিদারের আগ্রহ করল , তাই তিনি আরয করলেনঃ

﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾

অর্থঃ"হে আমার প্রভূ! আমাকে অনুমতি দাও যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই।"

আল্লাহ্ উত্তরে বললেনঃ হে মূসা! তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না। তবে তুমি সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও যদি তা স্বস্থানে স্থীর থাকতে পারে , তা হলে তখন তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ের ওপর আলোক সম্পাৎ করলেন , তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ- বিচুর্ণ করে দিল। আর মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল, যখন তার চেতনা ফিরে আসল , তখন সে বলল আপনি মহিমা ময় , আপনি পবিত্র সত্ত্বা , আমি তওবা করছি। আমিই সর্ব প্রথম (গায়েবের প্রতি) ঈমান আনলাম। (বিস্তারিত দেখুন সূরা আ'রাফ ১৪৩)

এঘটনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে , দুনিয়াতে আল্লাহ্র দীদার সম্ভবই না। মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

এর বর্ণনাও এ আকীদার কথাই প্রমাণ কওে , তিনি বলেন যে , ব্যক্তি বলে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাৎ করেছে সে মিথ্যুক। (বোখারী ও মুসলিম)

এ দুনিয়ায় যখন নবীগণ আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে নাই , তাহলে উম্মতের কোন ব্যক্তির এ দাবী করা যে , সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করেছে তা মিথ্যা ব্যতীত আর কি হতে পাওে ? পরকালে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ কোরআ'ন ও সহী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾

অর্থঃ" নেক কারদের জন্য উত্তম প্রতিদান ব্যতীতও আরো প্রতিদান থাকবে। " (সূরা ইউনুস-২৬)

এ আয়াতের তাফসীরে সুহাইব রূমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে , তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)এ আয়াত পাঠ করেছেন এবং বলেছেন ঃ যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবে তখন এক আহ্বান কারী আহ্বান করবে হে জান্নাতীরা , আল্লাহ্ তোমাদের সাথে এক ওয়াদা করেছিলেন , তিনি আজ তা পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে সে কোন ওয়াদা । আল্লাহ্ তাঁর স্বীয় দয়ায় আমাদের আমল সমূহকে মিযানে ভারী করে দেন নাই? আল্লাহ্ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান নাই ? তখন পর্দা উঠে যাবে এবং জান্নাতবাসী আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে। সুহাইব বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! আল্লাহ্‌কে দেখার চেয়ে জান্নাত বাসীদের জন্য আনন্দ দায়ক এবং চোখের শান্তি দায়ক আর কিছুই থাকবে না। (মুসলিম)

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

অর্থঃ" সে দিন কোন কোন মুখ মন্ডল উজ্জল হবে , তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" (সূরা কিয়ামাহ্- ২২-২৩)

এ আয়াতে জান্নাতীগণ আল্লাহ্‌র দিকে তাকানোর কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে , জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমরা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তিনি ১৪ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ জান্নাতে তোমরা তোমাদের রবকে এমনভাবে দেখবে যেমনভাবে এ চাঁদকে দেখছ। সে দিন আল্লাহ্ কে দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। (বোখারী)

অতএব ঐ লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে যারা দাবী করে যে , তারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে দেখেছে এবং তারাও ধোকায় পড়েছে যারা মনে করে যে , কিয়ামতের দিনও আল্লাহ্‌কে দেখা যাবে না। সঠিক আকীদা হল এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দীদার অসম্ভব , তবে অবশ্যই পরকালে জান্নাতীরা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে। যা হবে অত্যন্ত বড় নে'মত যার মাধ্যমে বকী সমস্ত নে'মত পূর্ণতা লাভ করবে।

জান্নাতে প্রবেশ কারী মানুষ ঃ উল্লেখিত সিরুনামে এ গ্রন্থে একটি অধ্যায় সামিল করা হল। যেখানে কতিপয় গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশের সু সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দু'টি জিনিস স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমত ঃ এ অধ্যায়ে আলোচিত গুণাবলীর উদ্যেশ্য মোটেও এ নয় যে , এগুলো ব্যতীত আর এমন কোন গুণাবলীনেই যে , যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এ অধ্যায়ে আমরা শুধু ঐ সমস্ত হাদীস সমূহ বাছাই করেছি যেখানে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট ভাবে "সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে" এবং " তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন , যাতে করে কোন সন্দেহ বা অপব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে।

দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত গুণাবলীর কারণে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন তা থেকে এ অর্থ বুঝা মোটেও ঠিক হবে না যে , যে ব্যক্তি উল্লেখিত গুণাবলীর কোন একটিতে গুনান্বিত হবে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে , ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ একটি অপরটির সাথে এমনভাবে সর্ম্পকিত যে একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যে কোন ব্যক্তির ইসলামের রুকনসমূহের যতই আমল থাকুকনা কেন, সে যদি পি-মাতার অবাধ্য হয় , তাহলে তাকে এ কবীরা গোনার শাস্তি ভোগ করার জন্য জাহান্নামে যেতে হবে। তবে যদি সে তাওবা করে , আর আল্লাহ্ তাঁর বিশেষ রহমতে তাকে ক্ষমা করে দেয় , তা হবে আলাদা বিষয়। অতএ এ অধ্যায়ের উল্লেখিত হাদীস সমূহের সঠিক অর্থ হবে এই যে , যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপর বিশ্বাসী হয়ে , ইসলামের রুকনসমূহ পালন করার জন্য পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করে , মানুষের হক আদায় করার ব্যাপারে কোন প্রকার অলসতা দেখায় না , কবীরা গোনা থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্বক চেষ্টা করে , এমন ব্যক্তির মধ্যে যদি উল্লেখিত গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি বা তার অধিক গুণ থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে নাজানা পাপসমূহ ক্ষমাকরে প্রথমেই তাকে জান্নাতে দিবেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে , যাদের মধ্যে উল্লেখিত গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি থাকবে , যদিও সে কোন কবীরা গোনার কারণে জাহান্নামে যায়ও শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে তার ঐ গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে জাহান্নাম থেকে বের করে অবশ্যই জান্নাতে দিবেন। যেমন এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন , কোন এক সময় ঐ ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি

দেয়া হবে যে একনিষ্ঠভবে লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে , আর তার অন্তরে শুধু শরিষা পরিমাণ ভাল আছে। (মুসলিম)

(এব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।)

প্রাথমিক ভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত মানুষ

এ গ্রন্থে "জান্নাত থেকে প্রাথমিক ভাবে বঞ্চিত থাকা মানুষ" নামক অধ্যায়টি শামিল করা হল , এখানে যে ঐসমস্ত কবীরা গোনার কথা আলোচনা করা হবে , যার কারণে মুসলমান স্বীয় পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রথমে জহান্নামে যাবে। এর পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ অধ্যায়েও সমস্ত কাবীরা গোনার কথা আলোচনা করা হয় নাই , যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে , বরং শুধু ঐ সমস্ত হাদীস সমূহ বাছাই করা হয়েছে যেখানে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)স্পষ্টভাবে "ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না" বা "আল্লাহ্ তার ওপর জান্নাত হারাম করেছেন।" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যাতে করে কোন কথাবলার বা অপব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে।

একথা স্মরণ থাকা দরকার যে , সগীরা গোনা কোন সৎকাজের মাধ্যমে(তাওবা ব্যতীতই) আল্লাহ্ স্বীয় দয়ায় ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কবীরা গোনা তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয়না। আর কবীরা গোনার শাস্তি হল জাহান্নাম। প্রত্যেক কবীরা গোনার শাস্তিও গোনা হিসেবে পৃথক পৃথক। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে কোন কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন টাখনা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। আবার কোন কোন ব্যক্তির কোমর পর্যন্ত স্পর্শ করবে এবং কোন কোন ব্যক্তির গর্দান পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , কোন কোন লোকের সমস্ত শরীরেই আগুন স্পর্শ করবে, তবে সেজদার স্থান টুকু আগুনের স্পর্শ থেকে মুক্ত থাকবে। (ইবনে মাযাহ)

কবীরা গোনার শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ্ সমস্ত কালিমা পড়া মুসলমানকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ঈমানদারগণের একথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে , জান্নামে কিছুক্ষণ থাকাতো দূরের কথা বরং তার মাঝে এক পলক থাকাই মানুষকে দুনিয়ার সমস্ত নে'মত , আরাম আয়েসের কথা ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের অনুভুতিগত ভাবে এ চেষ্টা চালাতে হবে যে , জাহান্নাম থেকে সে বেচেঁ থাকে এবং প্রথম বারে জান্নাতে প্রবেশ কারীদের অন্তরভুক্ত থাকে। এ জন্য দুটি বিষয় গুরত্বের সাথে দেখা দরকার।

প্রথমতঃ কবীরা গোনা থেকে বেচেঁ থাকার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করা , আর যদি কখনো অনিচ্ছা সত্বে কবীরা গোনা হয়ে যায় , তা হলে দ্রুত আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বেচেঁ থাকার জন্য দৃঢ় মনভাব রাখা।

দ্বিতীয়তঃ এমন আমল অধিক হারে করা যার ফলে আল্লাহ্ স্বয়ং কবীরা গোনা সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী ঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ , ৩৩ আল্লাহু আকবার বলার পর , একবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু , ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু , লহুল মুলকু , ওলাহুল হামদু , ওয়াহুয়া আলা কুল্লি সাই ইন কাদীর , বলে আল্লাহ্ তার সমস্ত সগীরা গোনা সমূহ ক্ষমা করে দেন যদিও তার গোনা সমুদ্রের ফেনা তুল্য হয়"। (মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করার পূর্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু , ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু , লহুল মুলকু , ওলাহুল হামদু , ওয়া ইয়ুহয়ী ওয়ুমিত , ওয়াহুয়া হাইয়ুন লাইয়ামুতু , বিয়াদিহিল খাইর , ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই ইন কাদীর। অর্থঃ আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ নেই , তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই ,তাঁর জন্যই সমস্ত বাদশাহী , তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা , তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন , তিনি চিরন্জীব , মৃত্যুবরণ করবেন না , তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ , তিনি সর্ব বিষয়ের উপর শক্তিমান। এ দূয়া পাঠ করবে তার আমল নামায় আল্লাহ্ দশ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন এবং দশ লক্ষ গোনা ক্ষমা করে দিবেন এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (তিরমিযী)

দরূদের ফযীলত সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তার দশটি গোনা ক্ষমা করেন। তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাই বেশি বেশি করে সিজদা কর। (অর্থাৎ বেশি বেশি করে নফল নামায আদায় কর) (ইবনে মাযাহ)

কবীরা গোনা থেকে পরি পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা এবং নিয়মিত তাওবা করা এবং সগীরা গোনাসমূহকে ক্ষমা কারী আমল সমূহ ধারাবাহিক ভাবে বেশি বেশি করে করার পরও আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের আশা রাখা যে , তিনি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং প্রথম সুযোগেই আমাকে জান্নাতে প্রবেশ কারীদের অর্ন্তভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুল কারী এবং অত্যন্ত দয়াময়।

একটি বাতিল আক্বীদার অপনোদন

কোন কোন লোক এ বিশ্বাস রাখে যে , বুযুরগানে দ্বীন এবং ওলীগণ যেহেতু আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় , তাই তাদের মাধ্যম বা ওসীলা করা বা তাদের হাতে হাত রাখলে আমরাও তাদের সাথে সরাসরি জান্নাতে চলে যাব। তাদের এ আকীদার পক্ষে তারা বড় বড় অফিসারদের উদহারণও পেশ করে থাকে , যেমন কেউ কোন মন্ত্রী মা গর্ভণরের নিকট যেতে হলে তাকে ঐ মন্ত্রী বা গর্ভণরের কোন ঘনিষ্ঠ লোকের সুপারিশ লাগবে। এভাবে আল্লাহ্‌র নিকট তার ক্ষমা পেতে হলেও কোন না কোন ওসীলা বা মাধ্যম লাগবেই। কোন কোন বুযুর্গ নিজেরা এ দাবী করে থাকে যে , আমাদের সাথে মিশে সে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। আর এজন্য ঐ ধরণের দুনিয়াবী উদহারণ সমূহ পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন ইনজিনের পিছনের গাড়ির সাথে সংযোজিত ডাব্বাও ঐ স্থানেই পৌঁছবে যেখানে ইনজিন পৌঁছে ইত্যাদি। কোন নবী বা কোন ওলীর বা কোন সৎ লোকের সাথে সু সম্পর্ক থাকই কি জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ? আসুন এ প্রশ্নের উত্তর কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে খুঁজে দেখি।

কোরআ'ন মাজীদে একথার প্রতি বারবার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে , কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একাএকি আল্লাহ্‌র নিকট হিসাব দেয়ার জন্য উপস্থিত হবে। কারো সাথে কোন ধন সম্পদ থাকবে না , না থাকবে কোন সন্তান- সন্ততি , না কোন নবী বা ওলী বা হুযরত । আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا﴾

অর্থঃ" সে এবিষয়ে কথা বলে , তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।"(সূরা মারইয়াম- ৮০)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾

অর্থঃ" এবং কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়"। (সূরা মারইয়াম- ৯৫)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾

অর্থঃ"আর তোমরা আমার নিকট একক ভাবে এসেছ , যেভাবে প্রথম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম , আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ , আর আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সে সুপারিশ কারীদেরকে দেখছি না। যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে , তাদেরকে তোমাদের কাজে কর্মে (আমার সাথে) শরিক করতে। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে , আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে। (সূরা আন'আম- ৯৫)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ অত্যন্ত স্পষ্ট করে তিনটি জিনিস বর্ণনা করেছেনঃ

১ - কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ হিসাব দেয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট একাকী উপস্থিত হবে।

২ - কিয়ামতের দিন বুযুর্গ, ওলী, পীর, ফকীরের ওপর ভরসা কারীদেরকে হেয়ো করা হবে এবলে যে দেখ আজ তারা কোথাও তোমাদের দৃষ্টি গোচরও হচ্ছে না।

৩ -স্বীয় বুযুর্গ , ওলী , পীরের ভক্তরা তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে কিন্তু তাদের আগ্রহ থাকা সত্বেও তারা তাদের বুযুর্গ , ওলী , পীরের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে না।

এ আক্বীদাকে স্পষ্ট করার জন্য কোরআ'নে আল্লাহ্ কিছু উদহারণ পেশ করেছেন ঃ

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾

অর্থঃ"আল্লাহ্ কাফেরদের জন্য নূহ (আঃ) ও লুত (আঃ) এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন , তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘতকতা করেছিল , ফলে নূহ (আঃ) ও লূত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর। " (সূরা তাহরীম- ১০)

এ আয়াতে আল্লাহ্ এ আক্বীদা স্পষ্ট করেছেন যে , কিয়ামতের দিন কোন নবীর সাথে সম্পর্ক থাকা বা তার সাথে চলা ফিরা করাই জান্নাতে জাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছেন যে ,

(يا فاطمة انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا)

অর্থঃ " হে ফাতেমা তুমি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। কেননা আল্লাহ্র নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না। (মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা আযর সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতা আযরকে এমন অবস্থায় দেখতে পাবে যে তার মুখ কাল , আবর্জনাময় হয়ে আছে , ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ আমি কি তোমাকে দুনিয়াতে বলি নাই যে , আমার নাফরমানী করবে না ? তাঁর পিতা বলবে ঃ ঠিক আছে আজ আর আমি তোমার নাফরমানী করব না। ইবরাহীম আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করবে যে , হে আমার প্রভূ ! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলা যে , কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবে না। কিন্ত এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে যে আমার পিতা আজ তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি। অতপর আল্লাহ্ ইবরাহীম (আঃ) কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ ইবরাহীম! দেখ তোমার উভয় পায়ের নিচে কি ? ইবরাহীম (আঃ) তাকিয়ে দেখবেন ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত একটি প্রাণী ফেরেশ্তাগণ তাকে পদাঘাত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে। (বোখারী)

ময়লা আবর্জনায় মিশ্রিত প্রাণী মূলত তা হবে ইবরাহীম (আঃ) এর পিতা আযর। একটি প্রাণীর আকৃতিতে তাকে জাহান্নামে এজন্য নিক্ষেপ করা হবে যাতে তাঁর পিতাকে মানুষের আকৃতিতে দেখে মায়ায় না পড়ে যান। কিন্ত আল্লাহ্র বিধান স্ব স্থানে স্হির থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সঠিক আক্বীদা তাওহীদ এবং সৎ আমলের ওপর না থাকবে ততক্ষণ কোন নবী ,ওলী , বা আল্লাহ্র নেক বান্দার সাথে সু সম্পর্ক থাকা , বা প্রিয় হওয়া , কাউকে না জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে , আর না জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে।

এ সম্পর্কে এখানে দু'টি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি ঃ

প্রথমত ঃ কিয়ামতের দিন নবী , সৎলোক , এবং শহীদগণ সুপারিশ করবে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে প্রমাণিত। কিন্ত সে সুপারিশ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং তাঁর অনুমতি ক্রমে হবে। কোন নবী , ওলী বা কোন শহিদ তার স্ব ইচ্ছায় আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করার

সাহস দেখাতে পারবে না। আর এ সুপারিশও হবে একমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য যার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ্ অনুমতি দিবেন।

আল্লাহ্ বাণী ঃ

﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِه ﴾

অর্থঃ"(আল্লাহ্‌র) অনুমতি ব্যতীত কে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে। " (সূরা বাক্বারা -২৫৫)

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহ্‌র ওলী কে ? কিয়ামতের দিন কাকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হবে , আর কাকে তা দেয়া হবে না , তা একমাত্র আল্লাহ্ ই ভাল জানেন। কোন ব্যক্তি এ দাবী করতে পারবে না যে , ওমুক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওলী তাই সে অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি পাবে। না কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে এ দাবী করতে পারবে যে , আমাকে আল্লাহ্ অবশ্যই সুপারিশের অনুমতি দিবেন। আমি ওমুক ওমুকের জন্য সুপারিশ করব। কোন জিবীত বা মৃত ব্যক্তিকে লোকেরা আল্লাহ্‌র ওলী বলা বাস্তবেই সে আল্লাহ্‌র ওলী বা প্রিয় হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অসমভব নয় যে , যে মৃত ব্যক্তকে লোকেরা ওলী মনে করে , তার ওসীলা ধরতে তার কবরে নযর নিয়াজ পেশ করতেছে , সে ব্যক্তি নিজেই কোন গোনার কারণে আল্লাহ্‌র আযাব ভোগ করতেছে। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে কোন এক ব্যক্তিকে শহীদ বলা হল , তখন তিনি বললেন ঃ কখনো না। গনীমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরী করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি।(তিরমিযী)

সার কথা হল এইযে , ওলী ও বুযর্গদের ওসীলা ধরে বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক থাকার কারণে জান্নাতে চলে যাওয়ার আকীদা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্তি এবং শয়তানের চক্রান্ত। যে ব্যক্তি আসলেই জান্নাত কামনা করে তার উচিত খালেস ভাবে তাওহীদ ও সঠিক আক্বীদা অনুযায়ী আমল করা ,

আল্লাহ্‌র বাণীঃ

﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

অর্থঃ" সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"(সূরা কাহ্ফ - ১১০)

আর জান্নাতে যাওয়ার সঠিক রাস্তা এটাই।

মুমিনরা হুশিয়ার

আল্লাহ্ আদম কে সৃষ্টিকরার পর ফেরেশ্তাগণকে হুকুম দিয়েছেন যে , আদমকে সেজদা কর। ইবলীস ব্যতীত সবাই তাকে সেজদা করেছিল। আল্লাহ্ ইবলীসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার নির্দেশ সত্বেও কে তোমাকে সেজদা দিতে বাধা দিল। ইবলীস বলল ঃ আমি আদমের চাইতে উত্তম , তাকে তুমি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করছে , আর আমাকে আগুন দিয়ে। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার অধিকার নেই যে , তুমি এখানে অহংকার কর , তুমি এখান থেকে বের হও। নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত। ইবলিস আবার বলল ঃ আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমাকে সুযোগ দেয়া হল। তখন ইবলীস এ ঘোষণা দিল যে , হে আল্লাহ্ ! যেভাবে তুমি আমাকে(যেভাবে তুমি আমাকে সেজদার নির্দেশ দিয়ে) পথভ্রষ্ট করেছ , এমনিভাবে আমিও মানুষকে সঠিক রাস্তা থেকে পথ ভ্রষ্ট করার জন্য তাদের পিছনে লেগে থাকব। সামনে পিছনে ডানে বামে সকল দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রাখব , আর তাদের অধিকাংশকেই তুমি অকৃতজ্ঞ পাবে। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি এখান থেকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়ে বের হয়ে যাও , আর জেনে রাখ যে , মানুষের মধ্য থেকে যারা তোমার কথা মানবে তুমি সহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। অতপর আল্লাহ্ আদম (আঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি এবং তোমার স্ত্রী এ জান্নাতে বসবাস কর। সেখান থেকে যা খুশি তা খাও , কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না। অন্যথায় তুমি যালিমদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। হিংসা ও প্রতিষোধ প্রত্যাসী ইবলীস আদম (আঃ) এর নিকট এসে বলল ঃ তোমার রব তো তোমাকে ঐ বৃক্ষ থেকে বারণ করেছে এজন্য যে , তুমি যেন ঐ বৃক্ষের নিকট গিয়ে ফেরেশ্তা না বনে যাও বা চিরস্থায়ী ভাবে জান্নাতের অধিবাসী না হয়ে যাও। এবং সাথে সাথে ইবলীস কসম খেয়ে দৃঢ় বিশ্বস করাল যে , আমি তোমার কল্যাণ কামী এবং তোমার হামদরদ। এভাবে ইবলীস আদম ও তাঁর স্ত্রীকে ধোকায় ফেলার ব্যাপারে সফল হয়ে গেল , যার ফলে আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) বড় নে'মত জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীতে থাকার নির্দেশ দিল। তাদেরকে কিছু নির্দেশ ও বিধি-বিধান দিয়ে তাদেরকে সর্তক করে দিলেন , যে হে আদম সন্তান আর যেন এমন না হয় যে ,শয়তান আবার তোমাদেরকে এভাবে ফেতনায় ফেলে , যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে ফেতনায় ফেলে জান্নাত থেকে বের করে ছিল এবং তাদের পোশাক তাদের শরীর থেকে খুলে দিয়েছিল। যেন তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে যায়। (বিস্তারিত দেখুন সূরা আ'রাফ)

আল্লাহ্ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে, আদম সন্তানদেরকে বার বার সর্তক করেছেন, যে , হে আদম সন্তান শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। তার চক্রান্তে পড় না। তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে।

কিছু আয়াতের উদ্ধৃতি

১ - হে লোকেরা শয়তানের অনুসরণ করো না , সে তোমাদের স্পষ্ট দুশমন।(সূরা বাক্বারা-২০৮)

২ - শয়তান মানুষকে ওয়াদা দেয় , তাদেরকে আশার আলো দেখায় , কিন্তু স্মরণ রাখ শয়তানের সমস্ত ওয়াদা চক্রান্ত ব্যতীত আর কছুই নয়।

(সূরা নিসা - ১২০)

৩-(লোকেরা)! সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (সূরা লোকমান-৩৩)

আল্লাহ্র স্পষ্ট সর্তকতা সত্ত্বেও মানুষ কতইনা সহজভাবে শয়তানের চক্রান্তে পড়ে নিজেকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করেছে। এর অনুমান প্রত্যেক মানুষ তার বাস্তব জীবনের প্রতিটি মূর্হতকে নিয়ে চিন্তা করলে নিজেই তা বুঝতে পারবে।

দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনের তুলনায় পরকালের দীর্ঘজীবনকে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এভাবে বুঝিয়েছেন যে , যদি কোন ব্যক্তি তার হাতের আঙ্গুলকে কোন সমুদ্রের মধ্যে রেখে আবার তুলে নেয় তাহলে তার আঙ্গুলের সাথে যে সামান্য পানি লেগেছে এটা দুনিয়ার জীবনের ন্যায়, আর বিশাল সমুদ্র পরকালের জীবনের ন্যায়। (মুসলিম)

যদি এ উদহারণকে আমরা গণিতিক ভাবে বুঝতে চাই , তাহলে এভাবে তা বুঝা যেতে পারে যে , রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)এর বর্ণনা অনুযায়ী , উম্মতে মুহাম্মদীর বয়স ষাট ও সত্তর বছরের মাঝা মাঝি। এ বাণী অনুযায়ী দুনিয়াতে মানুষের জীবন বেশি থেকে বেশি হলে সত্তর বছর ধরা যায়। দুনিয়ার গণনার সর্বশেষ সংখ্যার দশগুণকে , পরকালের জীবনের সাথে অনুমান করে , উভয়ের তুলনা করলে , দুনিয়ার সত্তর বছর জীবন যাপন কারী ব্যক্তি , দুনিয়ার প্রতি মিনিটের বিনিময়ে , পরকালে এক কোটি তের লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বছর জীবন যাপন করবে। চাই সে জান্নাতের অফুরান্ত নে'মতের মধ্যে থাকুক আর জাহান্নামের কঠিন শাস্তিতে থাকুক।

উল্লেখ্য ঃ দুনিয়া ও আখেরাতের এ পরিসংখ্যানও একান্তই আনুমানিক বাস্তবিক নয়। চিন্তা করুন আমরা কি আমাদের সর্বিক প্রচেষ্টা একমিনিটের জীবনকে সুন্দর ও কারুকার্যময় করার জন্য ব্যয় করব, না এক কোটি তের লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বছরের জীবনকে সুন্দর ও কারুকার্যময় করার জন্য ব্যয় করব ? কিন্তু ইবলীস শুধু এক সেকেন্ডের জীবনকে আমাদের জন্য

এত চিত্বকর্ষক করে দিয়েছে যে , এর ফলে আমরা কোটি বছর দীর্ঘ চিরস্থায়ী নে'মতসমূহ থেকে আমরা গাফেল হয়ে আছি , আর এক সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত জীবনের রংতামশায় পিনপতন হীন নিমগ্ন হয়ে আছি , এ শয়তানের ধোকায় ও চক্রান্তে পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী জীবনে নিমগ্ন থাকা , আর পরকালের দীর্ঘজীবনের কথা ভুলে যাওয়ার চিত্র কদমে কদমে আমাদের সামনে ফুটে উঠে। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেন ঃ "ফজর নামাযের দু'রাকাত (সুন্নাত) দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। " (তিরমিযী)

চিন্তা করুন "দুনিয়া ও এর মাঝে যাকিছু আছে" এতে আমরিকা , আফরিকা ,ইফরূপ , এশিয়া এবং বাকী সমস্ত রাষ্ট্রের সম্পদ অর্ন্তভুক্ত আছে। পৃথিবীর অনুদঘাটিত সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্ত এ দুরাকাত সুন্নত আদায়ের জন্য কতজন মুসলমান ফজরের আযানের সাথে সাথে উঠে? অথচ দুনিয়া কামানোর উদ্দেশ্যে কত মুসলমান ফজরের আযানের আগে উঠে যায়। কত ব্যবসায়ী এমন আছে যে , তার ব্যবসার জন্য সারা রাত জাগ্রত থাকে ,কত কৃষক এমন আছে যে , সে তার জমিনে কাজ করার জন্য সারা রাত কষ্ট করে। কত ছাত্র এমন আছে যে , সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় সারা রাত পড়াশুনার মাঝে কাটায়। কিন্ত ফজরের নামাযের দু'রাকাত(সুন্নত) পড়ার ভাগ্য কজনের হয় ? দুনিয়ার লোভ ও আশা আকাংখা আমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী নে'মতে ভরপূর জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতেছে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেনঃ "দানের মাধ্যমে সম্পদ কমে না"। (মুসলিম)

অর্থাৎ ঃ প্রকাশ্যভাবে সম্পদ কমা সত্বেও আল্লাহ্ তাতে এত বরকত দেন যে , সামান্য দান হওয়া সত্বেও এর মাধ্যমে আল্লাহ্ বহু মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। কিন্ত শয়তান বাহ্যিক পরিমাণ গুনে আমাদেরকে দেখায় যে , হাজার টাকা থেকে যদি একশত টাকা দান করা হয় তাহলে নয়শত টাকা থাকবে এতে সম্পদ বাড়বে কি করে বরং কমবে। তোমার ঘরের প্রয়োজনীয়তা , ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া , চিকিৎসা , অন্নান্য নিত্য প্রয়োজনীয়তার এত বিশাল চটি তুমি কিভাবে পূরণ করবে। মানুষ তখন তার ঘনিষ্ট কাল্যাণকামীর সামনে চলে আসে , অথচ এ ইবলীস আদম সন্তানকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করার পাথেয় যোগাচ্ছে।

আল্লাহ্‌র বাণী" আমি শোধের মাধ্যমে সম্পদ কমিয়ে দেই। "(সূরা বাক্বারা - ২৭৬)

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)বলেন ঃ যে কোন ভাবে অর্জিত হারাম সম্পদে লালিত শরীর সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (ত্বাবারানী)

ঐ আগুন যার এক মূহর্ত দুনিয়ার সমস্ত নে'মত ও আরাম আয়েশকে ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আগুনের পোশাক, আগুনের উড়না, আগুনের বিছানা ,আগুনের ছাদ, আগুনের ছাতা ,পান করার জন্য গরম পানি, খাওয়ার জন্য বিষাক্ত কাঁটাদার খাদ্য, আগুনে সৃষ্ট সাপ ও বিচ্ছু, কিন্তু সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি, আরামদায়ক জীবন, সন্তানদের ইংলিস মেডিয়াম স্কুলে শিক্ষা, একে অপরের তুলনায় বড় হওয়া, পার্থিব মর্যাদা ও সম্মান লাভ করা, মিথ্যা আমিত্ব, মিথ্যা সম্মান, মিথ্যা শান্তি প্রতিষ্ঠার ধারণাকে অভিশপ্ত ইবলীস এত চিত্বাকর্ষক করেছে যার ফলে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)এর সর্তকবাণী পরাজিত, আর ইবলীসের চক্রান্ত বিজয়ী হয়েছে।

(লা- হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্ ।)

আল্লাহ্ ও বাণী ঃ

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

অর্থ ঃ "অবশ্যই আল্লাহ্র যিকিরের মাধ্যমে আত্বা তৃপ্তি লাভ করে"। (সূরা রা'দ- ২৮)

আল্লাহ্র এ স্পষ্ট বাণী সত্বেও অভিশপ্ত ইবলীশ মানুষকে বিভিন্ন প্রকার শান্তি লাভের চক্রান্তে ফেলে রেখেছে, কাওকে স্বীয় পীর সাহেবের কবরে মান্নত মানার মধ্যে শান্তি মনে হয়, আবার করো স্বীয় পীরের কদম বুসীতে তৃপ্তী হাসিল হয়। কারো মদ পানে শান্তি ল্যাগে, কারো অন্য মহিলার কণ্ঠ শোনা, গান-বাজনা শোনার মধ্যে তৃপ্তী মনে হয়। কারো সোনা- চাঁদি ও সম্পদের পাহাড় গড়ার মধ্যে শান্তি মনে হয়, কারো সরকারী উচ্চ পদ লাভে শান্তি মনে হয়, কারো সাংসদ ও মন্ত্রী হওয়ায় বা উপদেষ্টা হওয়ায় শান্তি মনে হয়, কারো আমরিকা, কানাডা বা ইউরোপের কোন দেশের প্রসিদ্ধি লাভে শান্তি মনে হয়। চিন্তা করুন আদম সন্তানের কত মানুষ এমন হবে যে, আল্লাহ্র স্মরণে আত্ব তৃপ্তী লাভ করতে আগ্রহী, আর কত লোক এমন যে, অভিশপ্ত ইবলীসের চক্রান্তে পড়ে আছে, আর এই হল ঐ বাস্তব অবস্থা যা থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে আগেই সর্তক করেছেন।

﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾

র্অথঃ"শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎ পথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ"। (সূরা আনকাবুত- ৩৮)

দুনিয়া হাসিলের জন্য সমস্ত মানুষ এ নীতির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ পরিশ্রমী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরে বসে থেকে কেউ আরাম দায়ক জীবন যাপন করতে

পারবে না। কৃষক ফসল লাভের জন্য রাত - দিন মাঠে কাজ করে, ব্যবসায়ী লাভবান হওয়ার জন্য রাত - দিন দোকানে বসে থাকে। চাকুরীজীবী ব্যতন লাভের জন্য মাস ভর ডিউটি করতে থাকে, শ্রমিক পয়শা লাভের জন্য সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করতে থাকে, ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য বছর ব্যাপী লিখা-পড়া করতে থাকে। মানব জীবনে এধরণের পরিশ্রম করা এত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এ ব্যাপারে কেউ কাউকে সবক দেয়ারও প্রয়োজন হয়না। কিন্ত দ্বীনের ব্যাপারে শয়তানের ধোকা ও চক্রান্ত পরিলক্ষিত হয় যে, মুসলমানদের বহু সংখ্যক লোক এমন আছে যারা মনে করে আমাদের জান্নাত ও জাহান্নামে যাওয়া আল্লাহ্ আগেই লিখে রেখেছেন, তাহলে আমল করার আর কি প্রয়োজন। আবার কোন লোক এ চক্রান্তে পড়ে আছে যে, যখন আল্লাহ্ চাইবেন তখন নামায পড়ব। বা আপনি আমাদের জন্য দূ'য়া করুন যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে নামায পড়ার তাওফীক দেন। আবার কোন কোন লোক এ ধোকায় পড়ে আছে যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু তিনি সব কিছু ক্ষমা করে দিবেন। দুনিয়ার ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আর দ্বীনের ব্যাপরে ভাগ্য ও আল্লাহ্র দয়ার দোহাই দিয়ে আমল ত্যাগ করা অভিশপ্ত শয়তানের ঐ ধোকা ও চক্রান্ত যে ব্যাপারে কোরআ'নুল কারীমে স্পষ্ট এর শাদ হয়েছে,

﴿لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾

অর্থঃ"যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দেও তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরদের সমূলে নষ্ট করে ফেলব"। (সূরা বনী ইসরাইল- ৬২)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)এরশাদ করেন যাকে মুসলমানদের দায়িত্বশীল করা হল অথচ সে তা যথাপোযুক্তভাবে আদায় করলনা সে জান্নাতের সুঘ্রাণ ও পাবে না। (বোখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)এর এ বাণীর ফলে সালফে সালেহীনগণ সবসময় সরকারী দায় দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতেন। আর যদি কাউকে এ দায়িত্ব পালন করতে হত তাহলে সে আল্লাহ্ ভীতি, দ্বীনদারী ও আমানতদারীর উজ্জল দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন।

ওমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহ্ আনহুর) যুগে হিমস শহরের গর্ভণর ইয়াজ বিন গনম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)মৃত্যু বরণ করেন, তখন ওমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)সাঈদ বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু কে) হিমস শহরের গর্ভণর নিযুক্ত করেন। তাতে সাঈদ অপারগতা প্রকাশ করলেন, তখন ওমর জোর করেই তাকে দায়িত্ব দিলেন। গর্ভণর থাকাকালে অল্পতুষ্টি ও দুনিয়া বিমুখতায় সাঈদের অবস্থা ছিল এই যে, মসিক বেতন পাওয়ার পর স্বীয় পরিবারের খরচের পয়শা রেখে বাকী পয়শা ফকীর ও মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করত

যে আপনি বাকী পয়শা কোথায় খরচ করেন ? উত্তরে তিনি বলতেন আমি তা ঋণ দিয়ে দেই। একদা ওমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিমসে আসলেন এবং দায়িত্বশীলদেরকে বললেন যে , এখানকার গরীব লোকদের লিষ্ট তৈরী কর , যাতে তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা যায়। তাঁর নির্দেশ ক্রমে লিষ্ট তৈরী করা হল , আর লিষ্টের প্রথমেই সাঈদ বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহুর)নাম ছিল , ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)জিজ্ঞেস করলেন কে এ সাঈদ ? লোকেরা বলল হিমসের গর্ভণর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন , সে যে ব্যতন পায় তা কি করে ? লোকেরা বলল ঃ সে তা গরীব দুঃখীদের মাঝে বন্টন করে দেয়। একথা শুনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশ্চার্য হলেন এবং এক হাজার দীনারের একটি ব্যাগ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুর)নিকট এ নির্দেশ নামা দিয়ে পাঠালেন যে , এ টাকা নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ কর। দূত ব্যাগটি নিয়ে তাঁকে দিল , আর অনিচ্ছাসত্বেই তিনি বলে ফেললেন ঃ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। স্ত্রী শুনে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে ,আমীরুল মুমেনীন ইন্তেকাল করেছেন নাকি ? তিনি বললেন ঃ না এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে ,

স্ত্রী জিজ্ঞেস করল ঃ কি কিয়ামতের কোন আলামত দেখা দিয়েছে ? তিনি বললেন ঃ না এর চেয়েও বড় ঘটনা ঘটেছে , স্ত্রী খুব গভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল ঃ বলুন তো মূল ঘটনাটি কি ?

সাঈদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ দুনিয়া ফেতনা সহ আমার ঘরে প্রবেশ করেছে। স্ত্রী বলল ঃ চিন্তিত হবেন না বরং তার কোন সমাধান দেখুন।

গর্ভণর ব্যাগটি একদিকে রেখে নামাযে দাড়িয়ে গেলেন সারা রাত আল্লাহ্র নিকট কান্যাকাটি করলেন , সকাল বেলা দেখতে পেল ইসলামী সেন্য দল ঘরের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে , তখন তিনি ব্যাগটি হাতে নিয়ে সমস্ত টাকা সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মাদায়েনের গর্ভণর করে পাঠানো হল , মাদায়েন বাসীকে একত্রিত করে আমীরুল মুমেনীন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) দেয়া ফরমান পড়ে শোনালেন হে দেশবাসী ! হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হল। তার নির্দেশ শোন এবং তার অনুসরণ কর। আর সে যা কিছু তোমাদের নিকট চায় তোমরা তা তাকে দাও। ফরমান পাঠ শেষ হলে , লোকেরা জিজ্ঞেস করল আপনার কি কি প্রয়োজন তা আমাদেরকে বলুন আমরা আপনার জন তা ব্যবস্থা করছি। হুযাইফ বলল ঃ আমি যতদিন এখানে থাকব ততদিন দু' বেলা খাবার আর আমার গাধার জন্য তার আহার। এর চেয়ে বেশি কিছু আমি তোমদের নিকট চাই না।

সরকারী উচ্চপদ থেকে পশ্চাদপসরণের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত ইমাম আবুহানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) কায়েম করেছেন , ইসলামের ইতিহাস কিয়ামত পর্যন্ত তা স্মরণ করবে। আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর মানসূর তাকে ডেকে প্রধান বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন। তখন

তিনি বললেন ঃ বিচারক এমন দুঃসাহশী হওয়া দরকার যে , বাদশা ও তার সন্তান এবং সিফাসালারের বিরুদ্ধেও বিচার করতে পারবে। আর আমার মধ্যে এ হিম্মত নেই। একথা শুনে বাদশা তাকে জেলে পাঠিয়ে দিল। যেখানে তাকে বেত্রঘাতও করা হয়েছিল কিন্তু তুবুও তিনি এ পদ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি জেলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ ছিল ঐ বিশাল ব্যক্তিত্ব যারা জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখত , যার ফলে ইবলীসের কোন চক্রান্ত তাদের পা স্পর্শ করতে পারে নাই। বর্তমান সমাজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখুন যে , ইবলীস আদম সন্তানের জন্য সরকারী উচ্চ পদ ও দায়িত্ব লাভের জন্য এত হন্য করে তুলেছে যে , এ ময়দানে অজ্ঞ মূর্খ্যরা তো আছেই , বহু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গও ইবলীসের এ চক্রান্তে পড়ে আছে। ইসলাম ,গণতন্ত্র , রাজতন্ত্র , এবং জনসেবা করা সরকারী উচ্চপদ ব্যতীত কি সম্ভব নয় ? চিন্তা করুন ঐ উজ্জল দৃষ্টান্তের আলোকে যে , ইবলীস আদম সন্তানকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। এ পদ ও দায়িত্ব লাভের জন্য মিথ্যা নির্বচন , ধোকাবাজি , চক্রান্ত , মিথ্য অঙ্গিকার ,ঝগড়-বিবাদ ,গালী-গালাজ , মিথ্যা অপবাদ , অভিসম্পাত , মানুষকে অনুগত বাধ্য রাখা , সাধারণ সমর্থনের বেঁচা-কেনা ,ভ্রান্তি , এমনকি হত্যা ও লুটপাটের মত কবীরা গোনা পর্যন্ত ইবলীস মানুষের জন্য অত্যন্ত সহজ ও আরামদায়ক করে তুলেছে , আর এ মানুষ ইবলীসের চক্রান্তে পড়ে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সুভাগ্যকে অন্ধভাবে মেনে নিচ্ছে।

কোরআ'ন মাজীদে আল্লাহ্‌র এরশাদঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ" যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখেরাতে র্মমন্তদ শাস্তি"। (সূরা নূর- ১৯)

ইবলীস বে-হায়া ও অশ্লীল কাজ কর্মকে আদম সন্তানের জন্য এত মনপুত করে তুলেছে যে , আল্লাহ্‌র এ স্পষ্ট সর্তকতার পরও ইবলীসের চক্রান্তে লিপ্ত আদম সন্তান বিভিন্ন ভাবে বে-হায়া ও অশ্লীলতা বিস্তারে নিমগ্ন আছে।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম সুন্দর সুন্দর নামে অত্যন্ত সু বিন্নস্ত ভাবে , সরকারী বে- সরকারী অফিস আদালত , সীনামা , টিভি , রেডিও , দৈনিক , বিভিন্ন দৈনিকের বিশেষ কোড়পত্র , সাপ্তাহিক ,দৈনিক ,মাসিক , অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের সাথে রাত দিন ভরে ইবলীসের অনুসরণে মহাব্যস্ত আছে ,অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে , কিছু কিছু সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দেয়ার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত সাপ্তাহিক , দৈনিক এবং মাসিকও

প্রতিষ্ঠান চালনোর মিথ্যা অজুহাতে , মনভোলা ভাব নিয়ে বিনা বাক্য বেয়ে , কাঁধে কাধঁ মিলিয়ে ইবলীসের বে-হায়াপনাকে বিস্তারের খেদমতে আন্জাম দিচ্ছে। আর তারা আল্লাহ্‌র আযাবের সর্তক বাণীকে পিছনে ফেলে এবং শয়তানের মনোলোভা সুন্দর দলীল , আশা ,আকান্খায় নিমগ্ন আছে, যা তাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত কারী এবং জাহান্নামের হকদার কারী।

অত এব হে মরদে মুমেন হুশিয়ার ! এ দুনিয়া সরাসরী ধোকা ও চক্রান্তের স্থান। আল্লাহ্‌র বাণীঃ"

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

অর্থঃ "আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

(সূরা আল ইমরান -১৮৫)

এখানের আসল রূপ সেটা নয় যা বাহ্যত দেখা যাচ্ছে। দুনিয়ার জীবন যাপন এ রঙমহলের পর্দার অন্তরাল অত্যন্ত তিক্ততা ও দুর্দশা এবং পরীক্ষা রয়েছে। দুনিয়ার নায নে'মত ও মান সম্মান নামক পর্দার পিছন অত্যন্ত লাঞ্ছনা ময় এবং লজ্জাস্কর। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম)এর এ বাণী "দুনিয়ার মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা , আর দুনিয়ার তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা। " (ত্বাবারানী ও আহমদ)

যাকাতহীন সোনা চাঁদীর স্তুপ সোনা চাঁদী নয় বরং জলন্ত আঙ্গরা। সুদ , ঘোষ , জুয়া , চুরী , ডাকাতী , অন্যান্ন হারাম মাধ্যম সমূহের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ সম্পদ নয় বরং আগুনের সাপ ও বিচ্ছু , মিথ্যা , চাল- চক্রান্তের মাধ্যমে অর্জিত পদমর্যাদা, সম্মান , গৌরব হবে আগুনের জিঞ্জর। বে-হায়াপনার মাধ্যমে বিস্তার কৃত ব্যবসা ব্যবসা নয় বরং কঠিন আযাব।

হে বনী আদম হুশীয়ার! এদুনিয়া একটি ক্ষনস্থায়ী ঠিকানা মাত্র , যেখানে তোমাকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য , তোমার মূল ভূমী জান্নাত। যে দিকে তোমাকে খুব দ্রুত যেতে হবে। তোমার চীরস্থায়ী শত্রু অভিশপ্ত ইবলীস , চায় যেভাবে তোমার পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে ধোঁকা ও চক্রান্তের মাধ্যমে জান্নাত থেকে বের করেছে , এমনি ভাবে তোমাকেও দুনিয়ার চাল চক্রান্তে ফেলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করতে। মানুষের প্রতি তার উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জঃ

﴿رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

অর্থঃ" হে আমার প্রতিপালক আপনি যে আমকে বিপদগামী করলেন , তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করেই ছাড়ব। " (সূরা হিজর- ৩৯)

অত এব হে মরদে মুমেন হুশিয়ার ! খবরদার ! অভিশপ্ত শয়তানের সমস্ত ওয়াদা মিথ্যা এবং বাতীল ,তার ধোঁকায় কখনো পড়বে না। যেই তার ধোঁকায় পড়বে তাকে সে তার সাথে জাহান্নামে নিয়েযাবে ঃ

﴿أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾

অর্থঃ" স্মরণ রেখ এটা স্পষ্ট ক্ষতি"। (সূরা যুমার - ১৫)

কিতাবুল জান্নাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

কোরআ'ন কারীমে আল্লাহ্ মানুষের হেদায়েতের জন্য বেশ কিছু অতীত জাতির পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। কোথাও নবীগণের মো'জেজার কথা বর্ণনা করেছেন , কোথাও মানুষের সৃষ্টি ও তার মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন , কোথাও পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত বিদ্যমান বিষয় সমূহের কথা বর্ণনা করেছেন কোথাও সাধারণ উদহারণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন , কোথাও সৎ আমলের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য জান্নাত ও তার নে'মত সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে , আবার কোথাও খারাব আমলের কু পরিণতি থেকে ভিতি প্রদর্শনের জন্য , জাহান্নামের আগুন ও তার বিভিন্ন প্রকার আযাবের বর্ণনা করা হয়েছে। স্বীয় মানসিকতা ও অভ্যাস অনুযায়ী , প্রত্যেক মানুষ কোরআ'নের এ পবিত্র আয়াত সমূহ থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে থাকে। জান্নাতের নে'মতসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর আর এমন কোন মুসলমান থাকতে পারে যে , তা হাসীলের জন্য উদগ্রীব হবে না। বাস্তবতা তো এই যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তার জন্য জান্নাতের বিনিময়ে দুনিয়ার বড় বড় পরীক্ষা বড় বড় ত্যাগ স্বীকারও কিছু নয়। বেলাল, খাব্বাব বিন আরাত , আবু যার গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ইয়াসের , সুমাইয়্যা , হুবাইব বিন যায়েদ , খুবাইব বিন আদী , সালমান ফারেসী , আবুজান্দাল (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল , ইমামা মালেক (রাহিমাহুল্লা র) মত অসংখ্য সালফে সালেহীন এর ঘটনা আমাদের ইতিহাসে উজ্জল হয়ে আছে।

জান্নাতের আকাঙ্খা যেখানে মানুষকে বড় বড় পরীক্ষা ও ত্যাগ স্বীকার করাকে তুচ্ছ করে দেয় তা সৎ আমলের উৎসাহ আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কিছু উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হল।

সায়িদ বিন মুসায়্যিব সম্পর্কে এক খাদেম বর্ণনা করেছে যে , চল্লিশ বছরের মাঝে এমন কখনো হয়নাই যে , নামাযের আযান হয়ে গেছে অথচ তিনি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন না।

আবু তালহা তার বাগানে নামায পড়তে ছিলেন হটাৎ করে বাগানের সবুজ বৃক্ষ ও ফুল এবং ফলের প্রতি দৃষ্টি পড়ল , আর নামাযের রাকাতে তার ভুল হয়ে গেল , সাথে সাথে তিনি

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন হে আল্লাহ্র রাসূল ! যে জিনিষ আমার নামাযে ভুল করিয়েছে আমি তা আল্লাহ্র রাস্তায় সাদকা করে দিব। আপনি তা যেভাবে খুশী সে ভাবে ব্যবহার করুন।

ওয়াকী বিন জার্রাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন ঃ আ'মাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) সত্তর বছরের মধ্যে কখনো কোন নামাযে তাকবীরে উলা ছুটে নাই।

মাইমুন বিন মেহরান(রাহিমাহুল্লাহ্) একদা মসজিদে এসে দেখলেন জা'মাত শেষ হয়ে গেছে , অনিচ্ছা সত্ত্বেই তার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসল যে , ইন্নালিল্লাহ্ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আর বলতে লাগলেন জামাতের সাথে নামায আদায় করা আমার নিকট ইরাকের রাষ্ট্রনায়ক হওয়া থেকেও উত্তম।

আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামাযে (নফল) দাড়িয়ে এক রাকতে সূরা বাক্বারা , আল ইমরান , নীসা , মায়েদাহ শেষ করেছেন।

আবদুল্লাহ্ বিন ওহাব বর্ণনা করেন যে আমি সুফিয়ান সাওরীকে হারামে মাগরীবের নামাযের পর সেজদা করতে দেখেছি আর এশার আযান হয়ে গেছে তখনো তিনি সেজদায়ই ছিলেন।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এধরণের ঘটনা অগণিত। যা পাঠান্তে সাধারণত মনুষ আশ্চার্যন্বিত হয় । কিন্তু বাস্তবতা হল এইযে , যে ব্যক্তি জান্নাতের নে'মত স্পর্কে অবগত আছে তার জন্য সর্ব প্রকার গোনা থেকে বিরত থাকা এবং সর্ব প্রকার সোয়াবের কাজ করা অত্যন্ত সহজ।

"কিতাবুল জান্নাত" লিখর পিছনেও মূল উদ্দেশ্য মূলত এই যে , মানুষের মধ্যে যেন জান্নাত লাভের জযবা পয়দা হয় এবং জান্নাত লাভের আশায় কবীরা গোনা থেকে বিরত থাকা ও নেক আমল বেশি বেশি করে করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

এ পুস্তক পাঠান্তে এক বা দু'জন মুসলমান ও যদি তার আমলকে পরিবর্তন করতে পারে তাহলে ইনশাআল্লাহ্ এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

প্রিয় পাঠক! "তাফহিমুস্ সুন্না সিরিজ" লিখতে গিয়ে তালাক ও বিবাহ নামক গ্রন্থদ্বয় লিখার পর ফিতান সম্পর্কে লিখব , যেখানে কিয়ামত , দাজ্জাল , ঈসা (আঃ) এর আগমন সম্পর্কে লিখা হবে। এর পর সিঙ্গায় ফুঁ , হাশর-নাশর , শাফা'আত , জান্নাত , জাহান্নাম সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে লিখব। কিন্তু দাওয়াতের ক্ষেত্রে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে কোন কোন শুভাকাঙ্খির এ আগ্রহ ছিল যে , জান্নাত ও জাহান্নাম সর্ম্পকে আগে লিখা। তাই এদু'টি বিষয় আগে লিখা হল। এর পর ইনশাআল্লাহ্ ফিতান সম্পর্কে লিখা হবে।

ওমা তাওফিকী ইল্লাহ্ বিল্লাহ্ ওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি ওনীব।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসের শুদ্ধতা পূর্বের ন্যায় শায়েখ নাসের উদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বিশ্লেষণ অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমি উক্ত লিখকের দেয়া নাম্বার ব্যবহার করেছি। যেমন ঃ (২/১০৫৯) অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ড হাদীস নং ১০৫৯ ।

এ গ্রন্থের সমস্ত সুন্দর দিক সমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্র ও দয়ার ফল। আর ভুল ভ্রান্তি সমূহ আমার নিজের ভুল ক্রমে হয়েছে। হাদীস গ্রন্থে হাদীস সমূহের বিন্নাস , অধ্যায় রচনা , ব্যাখ্যা , অনুবাদে যদি কোন প্রকার ছোট বা বড় ভুল হয়ে থাকে , তাহলে তার জন্য আমি আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করছি , আর তাঁর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহের আশা নিয়ে এ প্রার্থনা করছি যে , তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার গোনার দীর্ঘসূচীকে স্বীয় রহমত দ্বরা ঢেকে দিবেন।

নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত মুক্ত হস্তের অধিকারী , অনুগ্রহ কারী ,বাদশা ,দয়াময় ,করুনাময় , রহম কারী।

সর্ব শেষে আমি ঐ সমস্ত বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ গ্রন্থ প্রস্তুতে , প্রকাশনায় কোন না কোন ভাবে আমাকে সহযোগীতা করেছে , আল্লাহ্‌ তাদের প্রত্যেককে দুনিয়ার ফেতনা থেকে রক্ষা করুন ,তাদেরকে স্বীয় হেফাযতে রাখেন , আর পরকালে আমাদের সকলকে স্বীয় দয়ায় ক্ষমা করে নে'মতে ভরপুর জান্নাতে প্রবেশ করান। আমীন!

হে আল্লাহ্‌ তুমি তা আমাদের পক্ষ থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী (আফাল্লাহু আনহু)
২৪ রবিউল আওউয়াল ১৪২০ হিঃ
৮ জুলাই ১৯৯৯ইং।

হে আমাদের প্রভূ! হে ঐ পবিত্র সত্বা যিনি ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বুদ নেই। যিনি তাঁর সত্বা ও গুণাবলীতে একক ও অভিন্ন। যিনি তাঁর উলুহিয়্যাত ও রুবুবীয়্যাতে এক। যিনি তাঁর বড়ত্ব ও গৌরবে একক। যিনি সর্ব প্রথম এবং সর্ব শেষ। যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্পর্কে একক। যিনি চিরস্থায়ী চিরন্জীব। যিনি পরম দাতা ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। যিনি সর্ব বিষয়ে অবগত এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। যিনি মানুষের গোনা গোপন কারী এবং কঠিন শাস্তি দাতা । যিনি ক্ষমাশীল এবং কঠোর। যিনি জ্ঞানী এবং হিকমত ময়। যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং অত্যন্ত অনুগ্রহ কারী। তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। সর্ব প্রকার প্রশংসা ও গুণাবলীর উপযুক্ত একমাত্র তিনিই। তার জন্য ঐ পরিমাণ প্রশংসা ও গুণবলী যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

"হে আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ তোমার জন্য সমস্ত পবিত্র ও বরকত পূর্ণ প্রশংসা। যেমন আমাদের প্রভূ তাঁর প্রশংসা পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্ট হন। হে বিশ্ব প্রভূ ! তুমিই জগৎসমূহের সৃষ্টি কর্তা। তুমিই আমাদের মালিক , রিযিক দাতা , তুমিই অতিক্রান্ত রাত - দিনের হিসাব রক্ষক। কোন বৃক্ষের পাতা পড়লে তাও তুমি অবগত থাক। তুমিই বালুর কনার হিসাব সম্পর্কে অবগত। তুমিই আকাশ ও যমিনকে আলোকিত কারী , তুমিই স্বীয় বান্দাদের ছোট-বড় সমস্ত আমল সমূহকে স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ কারী। তুমিই হেদায়েতের পথ পদর্শক। তুমিই অন্তরজামি। তুমিই কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থানকারী এবং সকলের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ কারী। তুমি ব্যতীত আর কোন সত্য মা'বুদ নেই , আর সর্ব প্রকার প্রশংসার উপযুক্তও তুমিই। তোমার ঐ প্রশংসা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং পছন্দ কর। " হে আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ তোমার জন্য সমস্ত পবিত্র ও বরকত পূর্ণ প্রশংসা" । হে দয়াময় আমরা তোমার নিকট আমাদের পাপসমূহের কথা স্বীকার করছি , আমরা আমাদেরপ্রতি যুলুম করেছি , আমাদের ভাগ্য তোমার হাতে , তোমার সমস্ত নির্দেশ আমাদের ওপর বাস্তবায়ন যোগ্য। যদি তুমি আমাদের প্রতি রহম না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাব। নিঃসন্দেহে আমাদের গোনার তুলনায় তোমার রহমত অনেক বেশি। আর তোমার নির্দেশ সত্য। তোমার রহমত তোমার রাগের ওপর বিজয়ী। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের সমস্ত গোনা যা আমরা করেছি , বা যা পিছনে রেখে এসেছি , যা গোপনে করেছি , বা প্রকাশ্যে করেছি এবং ঐ সমস্ত গোনা যা আমাদের জানা নেই কিন্তু ঐ সম্পর্কে তুমি অবগত আছ। সমস্ত গোনাকে মাফ করে দাও। তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতা বান। তুমি ব্যতীত আর কেও নেই যে আমাদের গোনা সমূহ ক্ষমা করতে পারে। হে আমাদের প্রভূ ! তোমার কোন অংশীদার নেই। তুমিই সর্ব প্রকার প্রশংসা ও গুণাবলীর উপযুক্ত ,তোমার ঐ প্রশংসা করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও এবং পছন্দ কর। " হে আল্লাহ্ আমাদের প্রভূ তোমার জন্য সমস্ত পবিত্র ও বরকত পূর্ণ প্রশংসা" ।

হে মর্যাদাবান হে কল্যাণময় ! আমরা তোমার গুণাবলীর মাধ্যমে তোমার সন্তুষ্টি কামনা করি। তোমার চেহারার নূরের সুন্দর্যের ওসীলায় , তোমার নে'মতে ভরপূর জান্নাত কামনা করছি, আর তোমার রহমত ও ক্ষমার ওসীলায় তোমার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। ক্ষমা , দয়া , অনুগ্রহের তুমিই একমাত্র মালিক। তুমি ব্যতীত অন্য কেউ এর মালিক নয়। তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতা বান অন্য কেও নয়। হে আল্লাহ্ আমরা তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত কামনা করছি। আর তোমার রহমতের ওসীলায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি।

(وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا)

সংক্ষিপ্ত হাদীসের পরিভাষা সমূহ[২]

জান্নাতের অস্তিত্বের প্রমাণ

মাসআলা - ১ ঃ রামাযান মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة و غلقت ابواب النار و صفدت الشياطين، (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন রামাযানের আগমন ঘটে , তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানকে জিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়।" (মুসলিম)

মাসআলা - ২ ঃ কবরে জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয় ঃ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات أحدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فان كان من أهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار، رواه البخاري

অর্থঃ"ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোন লোক মৃত্যু বরণ করে তখন সকাল-সন্ধা তার ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয় , যদি জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতে (তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়) আর যদি জাহান্নামী হয় (তাহলে জাহান্নামে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়)"। (বোখারী)

মাসআলা - ৩ ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)জান্নাতে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঠিকানা দেখে এসেছেন ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال بينا انا نائم رأيتني في الجنة فاذا امراة تتوضأ الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر ؟

---

২ - এ বিষয়টি মূল গ্রন্থে থাকা সত্বেও বিশেষ কারণে তার অনুবাদ করা হয় নাই (অনুবাদক)

فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال اعليك يارسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ رواه البخاري

অর্থঃ "আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন আমরা একদা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ছিলাম তখন তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম হটাৎ করে আমি আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম ? আমি একটি অট্টালিকার পাশে এক মহিলাকে ওজু করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম যে , এ অট্টালিকাটি কার ? তারা বলল ঃ এটা ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুর) আমি তখন তার আত্মমর্যাদা বোধের কথা চিন্তা করলাম। তাই আমি ফিরে গেলাম। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আপনার ওপর অত্মমর্যাদা বোধ দেখাব"? (বোখারী)

***

জান্নাতের নাম সমূহ

মাসআলা - ৪ ঃ জান্নাতের একটি নাম দারুস্সালাম ঃ (নিরাপত্তার ঘর)

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

অর্থঃ" আর আল্লাহ্ শান্তি ও নিরাপত্তালয়ের প্রতি (জান্নাতের প্রতি)আহ্বান করেন , আর যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা ইউনুস-৩৫)

মাসআলা - ৫ ঃ জান্নাতের অপর নাম দারুল মুত্তাকীন

(পরহেযগার লোকদের গৃহ) ঃ

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللّهُ الْمُتَّقِينَ﴾

অর্থঃ" পরহেযগারদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় , তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন ? তারা বলে মহা কল্যাণ । যারা এ জগতে সৎ কাজ করে , তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরো উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কি চমৎকার ? সর্বদা বসবাসের উদ্যান , তারা যাতে প্রবেশ করবে তার পাদদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য তাতে তাই রয়েছে যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দিবেন আল্লাহ্ পরহেযগারদের কে"। (সূরা নাহাল-৩০,৩১)

মাসআলা - ৬ ঃ জান্নাতের অপর নাম দারুল কারার

(স্থায়ী বসবাসের গৃহ) ঃ

﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾

অর্থঃ" হে আমার কাওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু ,আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ"। (সূরা আল মুমিন - ৩৯)

মাসআলা - ৭ঃ জান্নাতের অপর নাম মাকামুন আমীন (নিরাপদ স্থান) ঃ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾

অর্থঃ" নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থকবে। উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে"। (সূরা দোখান ৫১,৫২)

মাসআলা - ৮ ঃ জান্নাতকে দারুল আখেরা (পরকালের ঘর ও) বলা হয় ঃ

﴿وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾

অর্থঃ" পরহেযগারদের জন্য পরকালের ঘরই উত্তম , তারা কি এখনো বুঝে না"। (সূরা ইউসুফ- ১০৯)

মাসআলা - ৯ ঃ জান্নাতকে জান্নাতুন্ নায়ীম (নে'মত ভরপুর জান্নাত) ও বলা হয় ঃ

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾

অর্থঃ"অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রর্বতীই। তারাই নৈকট্যশীল , অবদানের উদ্যান সমূহে"। (সূরা ওয়াকেয়াহ্ ১০,১২)

মাসআলা - ১০ ঃ জান্নাতকে জান্নাতে আদন ও বলা হয় ঃ

﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

অর্থঃ" তদের জন্য আছে বসবাসের জান্নাত , তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ- কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে , তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়"। (সূরা কাহ্ফ- ৩১)

আলকোরআ'নের আলোকে জান্নাত

মাসআলা - ১১ ঃ ঈমান আনার পর সৎ আমল কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে ঃ

মাসআলা - ১২ঃ জান্নাতের ফল সমূহ নাম ও আকৃতির দিক থেকে দুনিয়ার ফলের অনুরূপ হবে ঃ

মাসআলা - ১৩ঃ জান্নাতী মহিলাগণ বাহ্যিক ত্রুটি যেমন (হায়েয, নেফাস) এবং অভ্যান্তরিন ত্রুটি যেমন ঃ (রাগ, গিবত, হিংসা) ইত্যাদি থেকে পবিত্র থাকবে ঃ

মাসআলা - ১৪ ঃ জান্নাতের জীবন হবে চিরস্থায়ী ঃ

﴿وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থঃ" (আর হে নবী) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ সমূহ করেছে , আপনি তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদ দেশে নহর সমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে , তখনই তারা বলবে , এতো অবিকল ঐ ফল যা ইতি পূর্বে আমরা প্রাপ্ত হয়েছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একেই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাক্বারা ২৫)

মাসআলা - ১৫ ঃ জান্নাতীগণ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে নিরাপদ থাকবে ঃ

মাসআলা - ১৬ ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে ঃ

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থঃ" যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশি। আর তাদের মুখ মন্ডলকে আবরিত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাত বাসী , এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্ত কাল। (সূরা ইউনুস - ২৬)

মাসআলা - ১৭ ঃ ঈমানদারদের মধ্য থেকে যাদের অন্তরে পরস্পরের ব্যাপারে কোন প্রকার হিংসা বা অপছন্দনীয়তা থাকবে জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা মিটিয়ে দেবেন ঃ

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

অর্থ" তাদের অন্তরে যে দুঃখ ছিল , আমি তা বের করে দিব। তাদের তল দেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্র শোকর। যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন , আমরা কখনো পথ পেতাম না। যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ পদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের দূত আমাদের নিকট সত্য কথা নিয়ে এসেছিল , আওয়াজ আসবে ঃ এটি জান্নাত তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। (সূরা আ'রাফ- ৪৩)

মাসআলা - ১৮ ঃ জান্নাতে জান্নাতীরা কখনো ক্ষুধা এবং পিপাসা অনুভব করবে না ঃ

মাসআলা - ১৯ ঃ জান্নাতে না বেশি ঠান্ডা হবে না বেশি গরম বরং নাতিশীতোষ্ণ থাকবে ঃ

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾

অর্থঃ"তোমাকে এই দেয়া হল যে , তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। আর তোমার পিপাসাও হবে না এবং রোদ্রের কষ্ট ও পাবে না। (সূরা ত্বা- হা- ১১৮,১১৯)

মাসআলা - ২০ ঃ একেই বংশের নেককার লোকেরা যেমন ঃ বাপ-দাদা , স্ত্রী- সন্তান , ইত্যাদি জান্নাতে একেই স্থানে থাকবে ঃ

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

অর্থঃ" তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা , স্বামী- সাত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশ্তারা তাদের নিকট আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে , বলবে তোমাদের সবরের কারণে তোমদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম গৃহ কতইনা চমৎকার"। (সূরা রা'দ- ২৩,২৪)

মাসআলা - ২১ ঃ জান্নাতীদের জান্নাতে কোন প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম করতে হবে না ঃ

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾

অর্থঃ"যে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃতও হবে না"।

মাসআলা - ২২ ঃ জান্নাতে জান্নাতীদের সাথে যথেষ্ট সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে ঃ

মাসআলা - ২৩ ঃ জান্নাতের খাদেমরা জান্নাতী লোকদের জন্য সাদা রংয়ের সুমিষ্টি মদের পান পাত্র পেশ করবে ঃ

মাসআলা - ২৪ ঃ জান্নাতী মদ নেসা মুক্ত হবে ঃ

মাসআলা - ২৫ ঃ পাখার নীচে লুকায়িত সুরক্ষিত ডিমের চেয়ে নরম ও সুন্দর চোখ বিশিষ্ট হুরে ইন জান্নাতীদেরকে পুরস্কার সরূপ দেয়া হবে ঃ

﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ، فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ، بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ،لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾

অর্থঃ" তাদের জন্য রয়েছে র্নিধারিত রিযিক ,ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত। (আরো রয়েছে) নে'মতের উদ্যান সমূহ। (তারা) মুখামুখি আসনে আসীন হবে। তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করানো হবে স্বচ্ছ পান পাত্র। সুশুভ্র যা পানকারীদের জন্য সু স্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই। আর তারা তা পান করে মাতাল ও হবে না। তাদের নিকট থাকবে নত , আয়তলোচনা তরুণি গণ। যেন তারা সু রক্ষিত ডিম। (সূরা সাফ্ফাত-৪১-৪৯)

মাসআলা - ২৬ ঃ জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে আদনে এমন বাগানসমূহ থাকবে যার দরজাসমূহ তাদের জন্য সর্বদা খোলা থাকবে ঃ

মাসআলা - ২৭ ঃ জান্নাতীরা সেকেন্ডের মধ্যে যথেষ্ট ফল-মূল , পানীয় পান করবে , আর তা সাথে সাথেই হজম হয়ে যাবে ঃ

মাসআলা - ২৮ ঃ জান্নাতী হুরগণ খুব সুন্দর , লাজুক ও সুন্দর চোখ বিশিষ্ট তারা তাদের স্বামীদের সম বয়স্কা হবে ঃ

মাসআলা - ২৯ ঃ জান্নাতের নে'মত সমূহ কখনো কমবেও না এবং শেষ ও হবে না ঃ

﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ﴾

অর্থঃ" আল্লাহ ভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা। তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত ,তাদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে , সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। তাদের পাশে থাকবে আয়তনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য। এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না"। (সূরা সোয়াদ- ৪৯-৫৪)

মাসআলা - ৩০ ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে তাদের সতী স্ত্রীদেরকে নিয়ে আনন্দময় জীবন যাপন করবে ঃ

মাসআলা - ৩১ঃ জান্নাতে দাম্পতীদের সামনে সোনার থালে বিভিন্ন প্রকার খানা পরিবেশন করা হবে এবং সোনার পান পাত্রে বিভিন্ন প্রকার পানীয় পেশ করা হবে ঃ

মাসআলা - ৩২ ঃ জান্নাতে চক্ষু ও অন্তর জুড়ানোর মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনা থাকবে ঃ

মাসআলা - ৩৩ ঃ জান্নাতী লোকদের সম্মানের ও উৎসাহের জন্য বলা হবে যে , তোমাদের আমলের প্রতিদান সরূপ তোমাদেরকে এ নে'মত ভরপূর জান্নাত দান করা হল ঃ

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ، يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

অর্থঃ" তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ জান্নাতে সানন্দে প্রবেশ কর। তাদের নিকট পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র। আর তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এইযে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ , এটা তোমাদের কর্মের ফল। তথায় তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল-মূল। তা থেকে তোমরা আহার করবে"। (সূরা যুখরুফ -৭০-৭৩)

মাসআলা - ৩৪ ঃ জান্নাতে কোন প্রকার কোন দুঃখ্য বেদনা , মুসিবত , চিন্তা থাকবে না।

মাসআলা - ৩৫ ঃ জান্নাতীদের পোশাক চিকন ও পূরু রেশমের

তৈরী হবে ঃ

মাসআলা - ৩৬ ঃ সুন্দর ও আকর্ষনীয় চোখ সম্পন্ন নারীর সাথে তাদের মিলন হবে ঃ

মাসআলা - ৩৭ ঃ জান্নাতে মৃত্যু আসবে না বরং চিরস্থায়ী জীবন যাপন করবে ঃ

মাসআলা - ৩৮ ঃ সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশকারীরা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে ঃ

মাসআলা - ৩৯ ঃ আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় ঃ

মাসআলা - ৪০ ঃ জান্নাতে প্রবেশ করাই মূল সফলতা ও কামিয়াবী ঃ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ،فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ،كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ،يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ،لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ،فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থঃ" নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে , উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে , তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বস্ত্র। তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে। এরুপই হবে এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা স্ত্রী দিব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মুল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না , প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালন কর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবে। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য" ।(সূরা দোখান -৫১-৫৭)

মাসআলা - ৪১ ঃ জান্নাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি , দুধ , মধু , মদ ইত্যাদির ঝর্ণা থাকবে , যা থেকে জান্নাতীরা পান করবে ঃ

মাসআলা - ৪২ ঃ জান্নাতের ঝর্ণা এবং পানীয়সমূহের রং ও স্বাদ সর্বদা একই রকমের থাকবে ঃ

মাসআলা - ৪৩ ঃ জান্নাতীদেরকে আল্লাহ্ সমস্ত গোনা থেকে মুক্ত করে জান্নাতে দিবেন ঃ

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ﴾

অর্থঃ"আল্লাহ্ ভীরুদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা নিম্নরূপ ঃ তাতে আছে পানির নহর , নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় , পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারী ফল-মূল ও তাদের পালন কর্তার ক্ষমা। (সূরা মুহাম্মদ- ১৫)

মাসআলা - ৪৪ ঃ সু সন্তানদেরকে তাদের আদর্শ বাপ-দাদার সাথে জান্নাতে একত্রিত করা হবে। যদি জান্নাতে তাদের পরস্পরের স্তরের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে তাহলে নিম্নস্তরের লোকদেরকে আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে উভয়কে উচ্চস্তরে মিলিত করবেন। যাতে জান্নাতে তারা সকলে একে অপরকে দেখে আনন্দ উপভোগ করতে পারে ঃ

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

অর্থঃ" যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী , আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দিব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী" । (সূরা তুর-২১)

মাসআলা - ৪৫ ঃ জান্নাতীদেরকে সুস্বাদু ফলের সাথে তাদের রুচীসম্মত গোশ্তও পরিবেশন করা হবে ঃ

মাসআলা - ৪৬ ঃ জান্নাতীরা খানা-পিনার সময় অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করবে ঃ

মাসআলা - ৪৭ ঃ জান্নাতীদের খাদেমরা এত সুন্দর হবে যেন তারা সংরক্ষিত মুক্তা ঃ

﴿وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ.يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾

অর্থঃ"আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে , সেখানে তারা একে অপরকে পান পাত্র দিবে , যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপ কর্মও নেই। সুরক্ষিত মোতি সদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে" ।(সূরা তুর- ২২-২৪)

মাসআলা - ৪৮ ঃ জান্নাতে আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের জন্য দু'টি করে বাগান থাকবে , যা নে'মতের দিক থেকে সাধারণ মুমিনদের বাগানের তুলনায় উত্তম হবে ঃ

মাসআলা - ৪৯ ঃ উভয় বাগানে দু'টি করে ঝর্ণা থাকবে , আরো থাকবে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ফল ও রেশমী আসন সমূহ ঃ

মাসআলা - ৫০ ঃ জান্নাতীদের স্ত্রীগণ যথেষ্ট লাজুক , পবিত্র ,হিরা ও মুক্তার ন্যায় উজ্জল ও সুন্দর হবে তারা শুধু তাদের স্বামীর সেবায় নিমগ্ন থাকবে ঃ

মাসআলা - ৫১ ঃ জান্নাতীদের স্ত্রীগণকে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে নুতন করে সৃষ্টি করা হবে। আর এর পর তাদেরকে আর কোন জ্বিন ও ইনসানের স্পর্শ তাদের শরীরে লাগে নাই (একমাত্র তাদের জান্নাতী স্বামীই তাদেরকে উপভোগ করবে) ঃ

﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ" যে ব্যক্তি তার পালন কর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে , তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। উভয় উদ্যানই ঘন শাখা- পল্লব বিশিষ্ট । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই পস্রবণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। তারা সেখানে রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। সেখানে থাকবে আয়তনয়না রমনীগণ , কোন জ্বিন ও মানব যাদেরকে কখনো ব্যবহার করেনি। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। প্রবাল ও পদ্মরাগ সাদৃস রমনীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে" । (সূরা রহমান-৪৬-৫৯)

মাসআলা - ৫২ঃ সাধারণ মুমিনদেরকেও দু'টি করে বাগান দেয়া হবে তবে তা বিশেষ বান্দদের বাগানের তুলনায় কম মর্যাদা পূর্ণ হবে ঃ

মাসআলা - ৫৩ ঃ তাদের বাগান সমুহের ঝর্ণা ও সুস্বাদু ফল-মূল থাকবে ঃ

মাসআলা - ৫৪ ঃ সতী ,পবিত্র ,সুন্দও ,আকর্ষনীয় চোখ বিশিষ্ট , হুরেরা তাদের স্ত্রী হবে , যাদেরকে ইতিপূর্বে আর কেউ স্পর্শ করে নাই ঃ

﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ،فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،مُدْهَامَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

অর্থ ঃ"এ দু'টি ছড়াও আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে , অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। কালোমত ঘন সবুজ , অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। তথায় আছে উদ্বেলিত দুই পস্রবণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। তথায় আছে ফল-মূল , খর্জুর ও আনার। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমনীগণ। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। তাঁবুতে অবস্থানকারিনী হুরগণ , অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে , কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করে নাই । অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে । কত পুণ্যময় আপনার পালন কর্তার নাম , যিনি মহিমাময় ও মহানুভব" ।(সূরা রহমান- ৬২-৭৮)

মাসআলা - ৫৫ ঃ জীবন ব্যাপী মনের হারাম কামনা থেকে নিজেকে সংরক্ষণ কারী এবং আল্লাহ্র নির্দেশ পালন কারী জান্নাতে যাবে ঃ

মাসআলা - ৫৬ ঃ জান্নাতে না বেশি গরম হবে না বেশি ঠান্ডা বরং নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর আবহাওয়া থাকবে ঃ

মাসআলা - ৫৭ ঃ জান্নাতের খাদেম জান্নাতীগণকে চাঁদী ও স্ফটিক নির্মিত পান পাত্রে পানি পরিবেশন করবে ঃ

মাসআলা - ৫৮ ঃ জান্নাতের ফলসমূহ এত নাগালের মধ্যে থাকবে যে , জান্নাতী চাইলে তা দাড়িয়ে , সুয়ে , বসে , গ্রহণ করতে পারবে ঃ

মাসআলা - ৫৯ ঃ সালসাবীল নামক জান্নাতের ঝর্ণা থেকে এমন মদ প্রবাহিত হবে যাতে আদার স্বাদ মিশ্রিত থাকবে ঃ

মাসআলা - ৬০ঃ প্রত্যেক জান্নাতীর বাগানগুলো এক বিস্তর্ণ সম্রাজ্যের ন্যায় দৃশ্যমান হবে ঃ

মাসআলা - ৬১ ঃ জান্নাতীদেরকে চাঁদীর কংকণ পড়ানো হবে ঃ

﴿وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ،مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا،وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا،قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا،وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا،عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا،وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا،وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا،إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾

অর্থঃ" এবং তাদের সবরের প্রতিদান তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক। তারা সেখানে আসন সমূহে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। তার বৃক্ষছায়া তাদের ওপর ঝুকে থাকবে এবং তার ফলমূলসমূহ তাদের আয়াত্বধীন রাখা হবে। তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পান পাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে - পরিবেশন কারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। তাদেরকে সেখানে পান করনো হবে আদা মিশ্রিত পান পাত্রে। এটা জান্নাত স্থিত সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা। তাদের পাশে ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরগণ । আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি মুক্তা। আপনি যখন সেখানে দেখবেন তখন নে'মত রাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন।

তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম , আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন শরাবান তাহুরা। এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (সূরা দাহার- ১২-২২)

মাসআলা - ৬২ ঃ উজ্জল চেহারা , সর্বপ্রকার অনর্থক কথা বার্তা মুক্ত পরিবেশ , প্রবাহমান ঝর্ণা , সুউচ্চ আসন , সারি সারি গালিচা এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট , এসবই জান্নাতের নে'মত যা থেকে জান্নাতীরা উপকৃত হবে ঃ

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ،لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ،فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ،لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً،فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ،فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ،وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ،وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ،وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾

অর্থঃ" অনেক মুখমন্ডল সেদিন সজীব হবে। তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সু উচ্চ জান্নাতে। সেখানে শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। সেখানে থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা। সেখানে থাকবে উন্নত সু সজ্জিত আসন। ও সংরক্ষিত পান পাত্র , আর সারি সারি গালিচা ও বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (সূরা গাশিয়া ৮-১৬)

মাসআলা - ৬৩ ঃ জান্নাতে কন্টকহীন কুল বৃক্ষ থাকবে। আরো থাকবে কাঁদি কাঁদি কলা ও ঘন এবং দীর্ঘ ছায়া। প্রবাহমান পানির ঝর্ণা , আনন্দ উদ্‌যাপনের স্থান ঃ

মাসআলা - ৬৪ ঃ জান্নাতী লোকদের দুনিয়ার সতী স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ থাকবে। কুমারী , স্বামীর সম বয়স্কা , প্রাণ ভরে স্বামী ভক্তিপূর্ণ ঃ

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ،فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ،وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ،وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ،وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ،وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ،لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ،وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ،إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً،فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا،عُرُبًا أَتْرَابًا،لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾

অর্থঃ" যারা ডান দিকে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান। তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বড়ই বৃক্ষে এবং কাঁদি কাঁদি কলায়। আর দীর্ঘ ছায়ায়। এবং প্রবাহমান ঝর্ণায়। ও প্রচুর ফলমূলের মাঝে। যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়। আরো থাকবে সমুন্নত শয্যায়। আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি। অতপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। কামিনী , সমবয়স্কা। ডান দিকের লোকদের জন্য"। (সূরা ওকেয়া ২৭-৩৮)

মাসআলা - ৬৫ ঃ জান্নাতে কাফুর নামক ঝর্ণা থেকে এমন শরাব প্রবাহিত হবে যে , যাতে কাফুরের স্বাদ থাকবে এবং তা জান্নাতীদেরকে পান করানো হবে ঃ

মাসআলা - ৬৬ ঃ জান্নাতের সমস্ত কাজ জান্নাতীদের ইচ্ছা অনুযায়ী চোখের পলকে সুসম্পন্ন হয়ে যাবে ঃ

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾

অর্থঃ" নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানীয়। এটা একটি ঝর্ণা , যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে , তারা একে প্রবাহিত করবে"। (সূরা দাহার ৫-৬)

মাসআলা - ৬৭ ঃ জান্নাতের নে'মতসমূহ জান্নাতীদের মন ও দৃষ্টিকে শান্ত করবে ঃ

মাসআলা - ৬৮ ঃ পৃথিবীতে জান্নাতের নে'মত সম্পর্কে কল্পনা করা ও সম্ভব নয় ঃ

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থঃ"কেউ জানেনা তার জন্য তার কৃতকর্মের কি কি নয়ন- প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে"। (সূরা সাজদা-১৭)

জান্নাতের মহাত্ম

মাসআলা - ৬৯ ঃ জান্নাতের নে'মত এবং তার বৈশিষ্ট হুবাহু বর্ণনা করা ও পৃথিবীতে তা মানুষকে বুঝানো তো দূরের কথা এমন কি তার কল্পনাও অসম্ভব ঃ

عن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ثم قرأ هذه الأية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، (رواه مسلم)

অর্থঃ"সাহাল বিন সা'দ আস্সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে কোন এক এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম , সেখানে তিনি জান্নাতের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে ছিলেন এবং যথেষ্ট গুণবলীর কথা বর্ণনা করলেন। এর পর শেষে বললেন ঃ তাতে রয়েছে এমন জিনিস যা কোন দিন কোন চক্ষু দেখে নাই , কোন কান কোন দিন এ ব্যাপারে কোন কিছু শোনে নাই। মানুষের অন্তরেও এ ব্যাপারে কোন দিন কোন চিন্তা জাগে নাই। অত পর পাঠ করলেন ঃ "তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। আর তাদের পালন কর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউ জানেনা তার কৃতকর্মের নয়ন প্রিতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত আছে"[৩]। (মুসলিম)[৪]

মাসআলা - ৭০ ঃ জান্নাতে লাঠি পরিমান স্থানও পৃথিবী ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম ঃ

عن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها،(رواه البخاري)

---

৩ - সূরা সাজদা- ১৭

৪ -কিতাব বাদওল খালক, বাব মা যায়া ফি সিফাতিল জান্নাহ।

অর্থঃ" ঃ"সাহাল বিন সা'দ আস্‌সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি লাঠির সমান স্থান দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। (বোখারী)[৫]

মাসআলা - ৭১ ঃ জান্নাতে কামান বরাবর স্থান দুনিয়ার সব কিছু যাতে সূর্য উদিত ও অস্ত মিত হয় তা থেকে উত্তম ঃ

নোটঃ এ সম্পর্কিত হাদীসটি ১৩৫ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা - ৭২ ঃ জান্নাতের নে'মত সমূহ থেকে কোন একটি নে'মত নখ পরিমান যদি এ দুনিয়া প্রকাশিত হয় তা হলে আকাশ ও যমিন আলো কিত হয়ে যাবে ঃ

নোটঃ এসম্পর্কিত হাদীসটি ২২৬ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা - ৭৩ ঃ জান্নাতে যদি মৃত্যু থাকত তাহলে জান্নাতীরা জান্নাতের নে'মত সমূহ দেখে আনন্দে মৃত্যু বরণ করত ঃ

عن ابي سعيد رضي الله عنه يرفعه قال اذا كان يوم القيامة اتى بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو ان احدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو ان احدا مات حزنا لمات أهل النار(رواه الترمذي) صحيح

অর্থঃ" আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মৃত্যু কে সাদা কাল রং বিশিষ্ট বকরীর ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে উপস্থিত করে , তাকে যবাই করা হবে। জান্নাতী ও জাহান্নামীরা এ দৃশ্য আবলোকন করবে। যদি আনন্দে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হত তাহলে জান্নাতীরা আনন্দে মৃত্যু বরণ করত। আর যদি দুঃখে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হত তা হলে জাহান্নামীরা দুঃখে মৃত্যুবরণ করত"। (তিরমিযী)[৬]

মাসআলা - ৭৪ ঃ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবে ঃ

---

৫ -কিতাব বাদওল খালক, বাব মা যায়া ফি সিফাতিল জান্নাহ।

৬ আবওয়াব সিফাতুল জান্নাত। বাব মা যায়া ফী খুলুদি আহলিল জান্না। (২/২০৭৩)

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما. (رواه البخاري)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে (ইসলামী রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজা)হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। অথচ তাঁর সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবে"। (বোখারী)[৭]

মাসআলা - ৭৫ ঃ জান্নাতের সব কিছু দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম এবং উন্নত হবে। শুধু নামের দিক থেকে একরকম হবে ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة شيئ يشبه ما في الدنيا الآ الأسماء (رواه ابو نعيم) صحيح

অর্থঃ"ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতের কোন জিনিস শুধু নাম ব্যতীত , দুনিয়ার কোন জিনিসের অনুরূপ নয়" ।(আবু নুআইম)[৮]

মাসআলা - ৭৬ ঃ জীবন ব্যাপী দুঃখে কষ্টে অতিক্রম কারী ব্যক্তি জান্নাতে এক পলক চোখ পড়া মাত্র দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে যাবে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوتى بانعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط؟ هل مربك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، ويوتى باشد الناس بوسا في الدنيا من أهل الجنة،فيصبغ صبغة فيقال له يا ابن ادم هل رأيت بوسا قط؟ هل مر

৭ -কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব ইসমু মান কাতালা মোয়াহিদান।

৮ -আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা হাদীস নং-২১৮৮।

بك شدة قط؟فيقول لا والله رب ما مر بي من بوس قط ولا رأيت شدة قط.(رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে আনা হবে , যে , দুনিয়াতে অত্যন্ত আরাম আয়েশের সাথে জীবন যাপন করেছে। অতপর তাকে ক্ষণিকের জন্য জাহান্নামে দিয়ে আবার বের করে আনা হবে , এর পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে , হে আদম সন্তান তুমিকি দুনিয়াতে কোন সুখ শান্তি দেখেছ ? তুমি কি কোন নে'মত ভোগ করেছ ? সে বলবে ঃ হে আমার প্রভূ তোমার কসম কখনো না।

অতপর জান্নাতীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি কে আনা হবে যে দুনিয়াতে জীবন ব্যাপী দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে। অতপর তাকে ক্ষণিকের জন্য জান্নাতে দিয়ে আবার বের করে আনা হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে হে ইবনে আদম তুমি কি কখনো কোন দুঃখ কষ্ট দেখেছ ? তোমার জীবনে কি কোন দুঃখ কষ্ট এসেছিল ? সে বলবেঃ হে আমার প্রভূ তোমার কসম কখনো তা আসে নাই । আমি কখনো কোন দুঃখে কষ্টে জীবন যাপন করি নাই"। (মুসলিম) [৯]

মাসআলা - ৭৭ ঃ জান্নাতের নে'মত এবং মর্যাদা দেখার পর জান্নাতীদের আকাঙ্ক্ষা ঃ

عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة على شيئ الا على ساعة مرت بهم لم يذكرو الله عزوجل فيها (رواه الطبراني) صحيح

অর্থ ঃ" মোয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতীরা কোন জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে না , তবে শুধু ঐ সময়ের জন্য যে সময়টি তারা (দুনিয়াতে) আল্লাহ্র স্মরণে ব্যয় করে নাই"। (ত্বাবারানী)

***

---

৯ - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন , বাব ফিল কুফ্ফার।

জান্নাতের প্রশস্ততা

মাসআলা - ৭৮ ঃ জান্নাতের সর্ব নিম্ন আনুমানিক প্রশস্ততার পরিমাণ পৃথিবী এবং সমস্ত আকাশের সম পরিমাণ , আর সর্বোচ্চ প্রশস্ততার কোন পরিমাণ নেই। (তা এক মাত্র আল্লাহই ভাল জানেন) ঃ

﴿وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

অর্থঃ"তোমরা তোমাদের পালন কর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও , যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমিন , যা তৈরী করা হয়েছে মোত্তাকীনদের জন্য"। (সূরা আল ইমরানঃ ১৩৩)

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থঃ"কেউ জানেনা তার জন্য তার কৃত কর্মের কি কি নয়ন - প্রিতীকর প্রতিদান লুকায়িত আছে" ।(সূরা সাজদা -১৭)

মাসআলা - ৭৯ ঃ জান্নাত দেখার পরই সঠিকভাবে বুঝা যাবে যে জান্নাত কত বিশাল এবং তাঁর নে'মত কত অসংখ্য ঃ

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾

অর্থঃ" আপনি যখন সেখানে দেখবেন , তখন নে'মত রাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন"। (সূরা দাহার- ২০)

মাসআলা - ৮০ ঃ জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে এত দূরত্ব রয়েছে যতটা দূরত্ব আছে আকাশ ও যমিনের মাঝে ঃ

নোটঃ এসম্পর্কিত হাদীসটি ৯৯ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা - ৮১ ঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে কোন অশ্বারোহী ঐ ছায়ায় শত বছর চলার পরও তা অতিক্রম করতে পারবে না ঃ

নোটঃ এসম্পর্কিত হাদীসটি ১৩৫ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা - ৮২ ঃ সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ কারীকে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দান করা হবে ঃ

عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعرف اخر اهل النار و خروجا من النار رجل يخرج من النار زحفا فيقال له انطلق فاذا دخل الجنة قال فيذهب فيد خل الجنة فيجد الناس قد اخذوا المنازل فيقال له اتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم! فيقال له تمن فيتمنى فيقال له لك الذي تمنيت و عشرة اضعاف الدنيا قال فيقول اتسخربي وانت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه و في رواية اخرى فيقول انى لأستهزى منك ولكنى على ما اشاء قادر (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিস মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমি চিনি , তার অবস্থা হবে এই যে , সে হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে , তাকে বলা হবে চল , যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দেখবে যে , পূর্ব থেকেই সমস্ত লোক জান্নাতে স্ব স্ব স্থান দখল করে রেখেছে। তখন তাকে বলা হবে তোমার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ আছে , যে সময় তুমি জাহান্নামে ছিলা ? সে বলবে হাঁ । তখন তাকে বলা হবে চাও , সে চাইবে। তখন তাকে বলা হবে তোমার জন্য রয়েছে তুমি যা চেয়েছ তা এবং তার সাথে আরো দেয়া হল দুনিয়ার চেয়ে আরো দশগুণ বেশি । তখন সে বলবে হে আল্লাহ্ ! তুমি বাদশা হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছ ? বর্ণনা কারী বলেন ঃ আমি দেখলাম একথা বলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসেছেন এমনকি তাঁর দাত দেখা গেল। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে , তাকে বলা হবে নিশ্চয়ই আমি তোমার সাথে ঠাট্রা করছিনা। তবে আমি যা করতে চাই তাতে আমি সর্বশক্তিমান" (মুসলিম)[১০]

নোট ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ ব্যক্তির উত্তর শুনে এজন্য হেসেছেন যে , আল্লাহ্র ক্ষমতা সম্পর্কে বান্দাদের ধারনা এত অল্প যে , আল্লাহ্র নির্দেশকে অসম্ভব মনে করে , তা সে ঠাট্রাবলে সম্বোধন করেছে।

---

১০ - কিতাবুল ঈমান , বাব ইসবাতুশ্শাফায়া।

মাসআলা - ৮৩ ঃ জান্নাতে প্রবেশ কারী সর্বশেষ ব্যক্তিকে দুনিয়ার দশগুণ স্থান দেয়ার পরও জান্নাতে অনেক জায়গা বাকী থাকবে। যা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ নুতন সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করবেন ঃ

عن انس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ماشاءالله أن يبقى ثم ينشى الله لها خلقا مما يشاء (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে যতটুকু স্থান আল্লাহ্ চাইবেন ততটুকু স্থান খালী থেকে যাবে। অতপর আল্লাহ্ তার ইচ্ছা অনুযায়ী অন্য এক সৃষ্টি জীব সৃষ্টি করবেন"। (মুসলিম)[১১]

---

১১ - কিতাবুল জান্নাত, সিফাত বাবু জাহান্নাম।

জান্নাতের দরজা

মাসআলা - ৮৪ ঃ জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশ্তা গণ জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দিবেন ঃ

মাসআলা - ৮৫ ঃ দরজা দিয়ে প্রবেশের সময় ফেরেশ্তাগণ জান্নাতবসীদের নিরাপত্তার জন্য দুয়া করবে ঃ

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾

অর্থ ঃ"যারা তাদের পালন কর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছঁবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর"। (সূরা যুমার- ৭৩)

মাসআলা - ৮৬ ঃ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা হবে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت ؟ فاقول محمد! فيقول بك امرت لاافتح لأحد قبلك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি (সর্ব প্রথম) জান্নাতের দরজার সামনে আসব এবং তা খুলতে বলব, দ্বার রক্ষী (ফেরেশ্তা) বলবে কে তুমি ? আমি বলব ঃ মুহাম্মদ, তখন সে বলবে আমাকে এনির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে আপনার পূর্বে আর কারো জন্য দরজা না খুলতে। (মুসলিম) [১২]

আরো বর্ণিত হয়েছে ঃ

---

১২ - কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুশ্শাফায়া

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وانا اول من يقرع باب الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি উম্মত আমার হবে আর আমি সর্ব প্রথম জান্নাতের দরজা নখ করব" । (মুসলিম) [১৩]

মাসআলা - ৮৭ ঃ জান্নাতের আট দরজা ঃ

عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ثمانية ابواب فيها باب يسمى الريان لايدخله الا الصائمون (رواه البخاري)

অর্থঃ" সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে যার মধ্যে একটির নাম রাইয়্যান , যার মধ্য দিয়ে একমাত্র রোযাদারগণই প্রবেশ করবে" । (বোখারী)[১৪]

মাসআলা - ৮৮ ঃ জান্নাতের অন্নান্য দরজা সমূহের নাম হল "বাবুস্সালা" "বাবুল জিহাদ" বাবুস্সাদাকা"

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة : يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان فقال ابو بكر رضي الله عنه : يا نبي الله ما على الذي يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وارجوا ان تكون منهم (رواه النسائي) صحيح

---

১৩ - কিতাবুল ঈমান , বাব ইসবাতুশ্শাফায়া

১৪ - কিতাব বাদউল খালক, বাব মা যায়া ফি সিফাতিল জান্না।

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে এক জোড়া জিনিস ব্যয় করেছে (যেমনঃ দু'টি ঘোড়া ,দু'টি তলওয়ার) তাকে জান্নাতে এ বলে ডাকা হবে যে হে আল্লাহ্র বান্দা তুমি যা ব্যয় করেছ তা উত্তম। আর যে ব্যক্তি নামাযী ছিল তাকে বাবুস্সালা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদী ছিল তাকে বাবুল জিহাদ দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি দান খয়রাত করত তাকে বাবুস্সাদাকা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদার ছিল তাকে বাবুর্ রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। (একথা শুনে) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল ! কোন ব্যক্তিকে জান্নাতের সমস্ত দরজা গুলি দিয়ে আহ্বান করার প্রয়োজন হবে কি ? আর এমন কি কেউ আছে যাকে জান্নাতের সমস্ত দরজা গুলি দিয়ে ডাকা হবে ? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন ঃ হাঁ আছে । আর আমি আশা করছি তুমিই হবে ঐ ব্যক্তি"। (নাসায়ী) [১৫]

মাসআলা - ৮৯ ঃ জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা প্রায় বার তেরশ কিঃমিঃ সমান ঃ

মাসআলা - ৯০ ঃ কোন প্রকার হিসাব নিকাশ ব্যতীত জান্নাতে পবেশ কারীদের দরজার নাম " বাব আইমান"।

(হে আল্লাহ্ তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাদের অর্ন্তভুক্ত কর)

عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة .... فيقول الله تعالى يا محمد ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من باب الأيمن من ابواب الجنة وهو شركاء الناس فيما سوى ذالك من الأبواب والذي نفس محمد بيده ان ما بين المصرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة و بصرى (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , শাফায়াতের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ... আল্লাহ্ তা'লা বলবেন ঃ হে মুহাম্মদ ! তোমার উম্মতের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে আইমান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও যাদের কোন হিসেব নিকাশ নেই। আর তারা অন্য লোকদের সাথেও শরীক আছে যারা জান্নাতের অন্নান্য দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ ঃ তারা যদি অন্য কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় তা হলে তাও তারা করতে পারবে) কসম ঐ সত্বার যার হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রাণ। জান্নাতের দু'টি চৌকাটের মাঝের দূরত্ব হল মক্কা ও হিজর (বাহরাইনের একটি শহরের নাম)এর দূরত্বের সমান। বা তিনি বলেছেন , মক্কা ও বাসরার দূরত্বের সমান"। (মুসলিম)[১৬]

---

১৫ - কিতাবুল জিহাদ, বাবু মান আনফাকা যাওযাইনি ফী সাবীলিল্লাহ।

১৬ - - কিতাবুল ঈমান , বাব ইসবাতুশ্শাফায়া

নোটঃ মক্কা হিজরের মাঝের দূরত্ব হল ১১৬০ কিঃমিঃ। আর মক্কা বাসরার মাঝের দূরত্ব হল ১২৫০ কিঃমিঃ।

মাসআলা - ৯১ ঃ কোন প্রকার হিসেব ব্যতীত সত্তর হাজার লোক এক সাথে আইমান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ কেউ সামনে পিছনে হবে না ঃ

عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من امتي سبعون الفا أو سبع مئة ألف لايدري ابو حازم ايهما قال متماسكين اخذا بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. (رواه مسلم)

অর্থঃ" সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বা সাত লক্ষ লোক বর্ণনা কারী আবু হাজেম সঠিক ভাবে জানে না যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সংখ্যাটির কথা বলেছেন। তারা একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করবে , তাদের সর্বপ্রথম ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না , যতক্ষণ না তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে। (অর্থাৎ ঃ তারা সবাই একেই সাথে একবারে জান্নাতে প্রবেশ করবে) ঐ জান্নাতীদের চেহারা ১৪ তারিখের রাতের চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকবে। (মুসলিম)[১৭]

নোটঃ মুসলিমের বর্ণনায় অন্য এক হাদীসে সত্তর হাজারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(এর সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

মাসআলা - ৯২ ঃ ভাল করে ওজু করার পর কালেমা শাহাদাত পাঠকারী ব্যক্তি জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোন দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ঃ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضاء فيبلغ أو يسبغ الوضؤ ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده و رسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء (رواه مسلم)

---

১৭ - কিতাবুল ঈমান , বাব আদ্দালীল আলা দুখুলি ত্বাওয়ায়েফিল মুসলিমীন আল জান্না বিগাইরি হিসাব।

অর্থঃ" ওমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভাল করে ওজু করে এর পর এ দুয়া পাঠ করে

اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله

অর্থঃ" আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে , আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয় , সে তখন যেটি দিয়ে খুশি সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)[১৮]

মাসআলা - ৯৩ ঃ রীতিমত পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়কারী ,রমযানে রোযা পালন কারিনী ,সতী , স্বীয় স্বামীর আনুগত্যশীল নারী জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي ابواب الجنة ما شئت (رواه ابن حبان)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযতভাবে আদায় করে , রমযানে রোযা রাখে , লজ্জাস্থান সংরক্ষন করে , স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে , কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে , জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশী তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর"। (ইবনে হিব্বান)[১৯]

মাসআলা - ৯৪ঃ তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি জান্নাতের আট দরজার মধ্য থেকে যে কোন এক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ঃ

---

১৮ -কিতাবুত্ তাহারা , বাব যিকরিল মুস্তাহাব আকিবাল ওজু।

১৯ -আলবানীর সম্পাদিত সহীহ আল জামে' আস্সাগীর, খঃ৩,হাদীস নং ৬৭৩।

عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث الا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من ايها شاء دخل.(رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছে , তিনি বলেন ঃ যে মুসলমান ব্যক্তির তিনজন নাবালেগ সন্তান মৃত্যুবরণ করল (আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করল) সে জান্নাতের আট দরজাতেই তাদের সাক্ষাৎ লাভ করবে এবং এর যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়েই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে" । (ইবনে মাযা)[২০]

মাসআলা - ৯৫ ঃ সোম ও বৃহস্পতিবার দিন জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয়ে থাকে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تفتح ابواب الجنة يوم الإثنين و يوم الخميس فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه و بين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয় এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা হরা হয় , যে আল্লাহর সাথে শিরক করে নাই। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার অন্য কোন ভায়ের সাথে হিংসা রাখে। (তাদের উভয়ের সম্পর্কে) ফেরেশ্তা কে বলা হয় যে, তাদের জন্য অপেক্ষা কর যাতে আরা পরস্পরে মিলিত হয়ে যায়" । (মুসলিম) [২১]

মাসআলা - ৯৬ ঃ রমযানে পূর্ণ মাস ব্যাপী জান্নাতের আট দরজা খোলা থাকে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء و غلقت ابواب جهنم وسلست الشياطين (متفق عليه)

---

২০ - কিতাবুল জানায়েয , বাব মাযায়া ফী সাওয়াবি মান অসীবা লিওয়ালেদিহি। (১/১৩০৩)

২১ - কিতাবুল বির ওয়া সিলা, বাব সাহানা।

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যখন রমযান আসে তখন আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় , আর জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে জিঞ্জরাবদ্ধ করা হয়"। (মোত্তাফাকুন আলাইহ)[২২]

২২ - আল লু'লু' ওয়াল মারজান,খঃ১, হাদীস নং ৬৫২।

জান্নাতের স্তর সমূহ

মাসআলা - ৯৭ ঃ জান্নাতের উন্নত স্থান সমূহ জান্নাতীদের স্তর অনুযায়ী উচু নীচু হয় ঃ

﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾

অর্থঃ" কিন্তু যারা তাদের পালন কর্তাকে ভয় করে , তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ ,এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত।আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন , আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি খেলাফ করেন না" । (সূরা যুমার-২০)

মাসআলা-৯৮ ঃ জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্তর"ওসীলা"যার রওনাক বখস হবেন আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على فسلوا الله لي الوسيلة قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال اعلى درجة في الجنة ، لا ينالها الا رجل واحد وارجوا ان اكون انا هو، (رواه أحمد) صحيح،

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যখন তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে তখন আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য "ওসীলার" দূয়া করবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ্র রাসূল ওসীলা কি ? তিনি বললেন ঃ জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান জনক স্তও , যা শুধু একজন লোকই হাসিল করবে , আর আমি আশা করছি সে ব্যক্তি আমিই হব" । (আহমদ)[২৩]

মাসআলা - ৯৯ ঃ জান্নাতে শত স্তর আছে আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে এত দূরত্ব যেমন আকাশ ও যমিনের মাঝে দূরত্ব ঃ

মাসআলা - ১০০ ঃ জান্নাতের সর্বোচ্চস্তরের নাম "ফেরদাউস" । যা থেকে জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত ঃ

মাসআলা - ১০১ ঃ প্রত্যেক মুমেনের উচিত জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফেরদাউস পাওয়ার জন্য দূয়া করা ঃ

---

২৩ - মোসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৫৮৮ ।

মাসআলা - ১০২ ঃ ফেরদাউসের উপরে আল্লাহ্র আরশ ঃ

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: في الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض، و الفردوس اعلها درجة ، و منها تفجر انهار الجنة الأربعة ، و من فوقها يكون العرش ، فاذا سألتم الله فاسئلوه الفردوس ، (رواه الترمذي) صحيح

অর্থঃ" ওবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে শত স্তর আছে , প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হল আকাশ ও যমিনের দূরত্বের সমান। আর ফেরদাউস তার মধ্যে সর্বোচ্চস্তরে আছে। আর সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহ মান। এর উপরে রয়েছে আরশ। তোমরা আল্লাহ্র নিকট জান্নাতের জন্য দোয়া করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দূয়া করবে"। (তিরমিযী)[২৪]

মাসআলা - ১০৩ ঃ জান্নাতের নিচের স্তরে অবস্থানকারীরা উপরের স্তরের জান্নাতীদেরকে দেখে মনে করবে এ যেন দূরবর্তী কোন নক্ষত্র ঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب الدرى الغابر من الأفق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم ، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله و صدقوا المرسلين (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুসাঈদ খুদরী(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতী লোকেরা তাদের উপরস্ত জান্নাতীদেরকে দেখে মনেকরবে যে দূরবর্তী আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তের কোন তারকা চমকাইতেছে। এত দূরত্ব হবে জান্নাতীদের পরস্পরের স্তরের পার্থক্যের কারণে । সাহাবাগণ বলল হে আল্লাহ্র রাসূল ! ঐ উচ্চস্তরে নবীগণ ব্যতীত আর কে পৌছঁতে পারবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

২৪ - আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল জান্নঅ (২/৬০৫৬)

সাল্লাম) বললেন ঃ কেন নয় , ঐ সত্বার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ , তারা ঐ সমস্ত লোক হবে , যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। (মুসলিম)[২৫]

মাসআলা - ১০৪ ঃ জান্নাতে শতস্তর রয়েছে, আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে রয়েছে শতবছরের রাস্তার দূরত্ব ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام (رواه الترمذي)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে শতস্তর রয়েছে। আর প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হল শতবছরের। (তিরমিযী)[২৬]

মাসআলা - ১০৫ ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একে অপরকে মহাব্বত কারীর ঘর (জান্নাতে) পূর্ব প্রান্ত বা পশ্চিম প্রান্তে উদিত উজ্জ্বল তারকার ন্যায় মনে হবে ঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتحابين في الله لترى غرفهم في الجنة كالكواكب الطالع الشرقي او الغربي فيقال من هؤلاء ؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله (رواه احمد)

অর্থঃ"আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে একে অপরকে মহাব্বত কারীর ঘর জান্নাতে তোমরা এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন পূর্ব প্রান্তে বা পশ্চিম প্রান্তে উদিত কোন তারকা। লোকেরা জিজ্ঞেস করবে একে ? তাদেরকে বলা হবে এরা হল ঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে একে অপরকে মহাব্বত কারী" ।(আহমদ)[২৭]

মাসআলা - ১০৬ ঃ "সাবেকীন" দের জন্য স্বর্ণে দু'টি করে বাগান আর আসহাবুল ইয়ামিনদের জন্য রূপার দু'টি করে বাগান ঃ

---

২৫ -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

২৬ - আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত দারাজাতিল জান্নাত (২/২০৫৪)

২৭ -কিতাবু আহলিল জান্না,বাব মানাযিলুল মোতাহাব্বিনা ফীল্লাহি তা'লা।

عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب للسابقين و جنتان من ورق لأصحاب اليمين (رواه البيهقي) صحيح

অর্থঃ" আবুবকর বিন আবু মূসা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতে 'সাবেকীনদের' জন্য দু'টি স্বর্ণের বাগান এবং 'আসহাবুল ইয়ামিনদের' জন্য দু'টি করে রূপার বাগান থাকবে" । (বাইহাকী)[২৮]

নোটঃ সাবেকীন বালা হয় সর্ব প্রথম ঈমান আনয়নকারী গণকে। আর আসহাবুল ইয়ামিন বলা হয় সমস্ত নেককার লোকদেরকে। সাবেকীন গণ আসহাবুল ইয়ামিন থেকে উত্তম।

(এব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞত)

জান্নাতের অট্রালিকাসমূহ

মাসআলা - ১০৭ ঃ জান্নাতের অট্রালিকাসমূহ সর্বপ্রকার ছোট বড় নাপাকী এবং ময়লা আবর্জনা থেকে পাক পবিত্র থাকবে ঃ

﴿وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থঃ" আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের। যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব জান্নাতে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত ঃ এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি । আর এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবা- ৭২)

মাসআলা - ১০৮ জান্নাতের অট্রালিকা সমূহে সমস্ত প্লেটসমূহ হবে সোনা - চাঁদির ঃ

মাসআলা - ১০৯ জান্নাতীদের অট্রালিকা সমূহে সর্বদা চন্দন কাঠ জ্বলতে থাকবে , যার ফলে তাদের অট্রালিকা সমূহ সুঘ্রাণযুক্ত হবে ঃ

মাসআলা - ১১০ জান্নাতীদের ঘাম থেকে মেশক আম্বরের ঘ্রাণ আসবে ঃ

---

28 - আনএনহায়া লি ইবনে কাসীর, খঃ২ হাদীস নং -৩৪৬।

মাসআলা- ১১১ জান্নাতে থুথু , নাকের পানি , পায়খানা পেসাব হবে না ঃ

মাসআলা - ১১২ সমস্ত জান্নাতী শোকর গুজার হবে কেউ কারো প্রতি কোন হিংসা বিদ্বেষ রাখবে না ঃ

মাসআলা - ১১৩ জান্নাতীরা প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাসবীহ্‌ পাঠ করবে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لايبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، انيتهم فيها الذهب ، امشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الاوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يوى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لااختلاف بينهم ولا تبغض، قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة و عشيا (رواه البخار)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী দলটির চেহারা হবে ১৪ তারিখের চাঁদের মত উজ্জল। তাদের থুথু আসবে না আর না আসবে নাকের পানি। তাদের পায়খানা পেসাবও হবেনা। তাদের প্লেট সমূহ থাকবে স্বর্ণের ,চিরুনীও হবে স্বর্ণের তাদের আংটি থেকে চন্দনের সুগন্ধি আসবে। জান্নাতীদের ঘাম থেকে মেশক আম্বরের সুগন্ধি আসবে। প্রত্যেক জান্নাতীর এমন দু'জন স্ত্রী থাকবে যাদের সৌন্দর্যের কারণে তাদের পায়ের গোছার গোশতের ভিতর দিয়ে হাড্ডির মজ্জা দেখা যাবে। জান্নাতীদের পরস্পরের মাঝে কোন মতভেদ থাকবে না। না তাদের মাঝে কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকবে। বরং তারা সমমনা হয়ে সকাল সন্ধা আল্লাহ্ র তাসবিহ্ পাঠ করবে"।

মাসআলা - ১১৪ঃ জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ সোনা চাঁদির ইট দিয়ে নির্মিত হবে ঃ

মাসআলা - ১১৫ ঃ জান্নাতের কন্‌করসমূহ হবে মোতি ও ইয়াকুতের , আর মাটি হবে জা'ফরানের ঃ

মাসআলা - ১১৬ঃ জান্নাতে মৃত্যু হবে না , জান্নাতী চিরকাল জিবীত থাকবে ঃ

মাসআলা - ১১৭ ঃ জান্নাতে বাঁধক্যও আসবে না বরং জান্নাতী চিরকাল যুবক থাকবে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق قال من الماء ، الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر و حصباؤها اللؤلؤ والياقوت و تربتها الزعفران من يدخلها ينعم لاييأس ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم (رواه الترمذي) صحيح

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টিকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ পানি দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ জান্নাত কি দিয়ে নির্মিত ? তিনি বললেন ঃ একটি ইট চাঁদি এবং আরেকটি ইট স্বর্ণের। তার সিমেন্ট সুগন্ধি যুক্ত মেশক আম্বর। তার কনকর মোতি ও ইয়াকুতের। তার মাটি জা'ফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে সে জীবন যাপন করবে , কোন কষ্ট তার দৃষ্টি গোচর হবে না। চিরকাল জিবীত থাকবে মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের কাপড় কখনো পুরানো হবে না। আর তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না। (তিরমিযী)[২৯]

মাসআলা -১১৮ঃ জান্নাতে আদন আল্লাহ্ স্বীয় হাতে নির্মাণ করেছেন ঃ

মাসআলা - ১১৯ঃ জান্নাত আদনের অট্টালিকা সমূহ এক ইট হবে সাদা মোতির আরেক ইট হবে কাল মোতির ,এক ইট হবে লাল ইয়াকুতের আরেক ইট হবে সবুজ পান্নার। তার মাটি হবে মেশকের , তার কন্‌কর হবে মুক্তার ,তার ঘাস হবে জা'ফরানের ঃ

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء و لبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء ملاطها المسك و حصباوهااللؤلؤ وحشيشها الزعفران ثم قال لها انطلق فقال قد افلح المؤمنون فقال الله عزوجل وعزتي وجلالي لايجاورني فيك بخيل ثم قرأ رسول الله ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون (رواه ابن ابي الدنيا)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে আদন আল্লাহ্ স্বীয় হস্তে নির্মাণ করেছেন। যার একটি ইট সাদা মোতি , আরেকটি লাল ইয়াকুতের , আর অপরটি সবুজ পান্নার। তার মাটি মেশকের ,

---

২৯ - আবওয়া সিফাতিল জান্না ,বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না ওয়া নায়ীমিহা। (২/২০৫০)

তার কন্‌কর সমূহ মুক্তার , আর ঘাসসমূহ জা'ফরানের। জান্নাত নির্মাণের পর , আল্লাহ্ জান্নাতকে জিজ্ঞেস করল কিছু বল ঃ জান্নাত বলল ঈমানদার লোকেরা মুক্তি পেয়েছে। অতপর আল্লাহ্ এরশাদ করেন ঃ আমার ইজ্জত ও মর্যাদার কসম ! কোন বখীল তোমার মাঝে প্রবেশ করবে না । অতপর রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ যে ব্যক্তি কাঁপণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর -৯)[৩০]

নোট ঃ উল্লেখিত হাদীসে বখীল অর্থ যারা যাকাত প্রদান করে না।

মাসআলা - ১২০ ঃ জান্নাতের কোন কোন অট্টালিকায় স্বর্ণের বাগান থাকবে , যার প্রত্যেকটি জিনিস স্বর্ণের হবে। আবার কোন কোন অট্টালিকায় চাঁদির বাগান থাকবে যার প্রত্যেকটি জিনিস চাঁদির হবে ঃ

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة انيتهما وما فيهما، و جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وما بين القوم و بين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ দু'টি বাগান হবে চাঁদিও , যার পাত্র এবং সব কিছুই হবে চাঁদির। দু'টি বাগান হবে স্বর্ণের , যার পাত্র এবং সব কিছুই হবে স্বর্ণের। মানুষের জন্য জান্নাতে আদনে আল্লাহ্ কে দেখার ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না তবে একমাত্র তাঁর মহানুভবতার চাদর , যা তাঁর চেহারার উপর থাকবে" । (মুসলিম)[৩১]

মাসআলা - ১২১ ঃ জান্নাতের অট্টালিকা সমূহে সাদা মোতির নির্মিত , বড় বড় সুন্দর গুম্বুজ নির্মান করা হয়েছে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادخلت الجنة فاذا فيها جنابذ اللؤلؤء واذا ترابها المسك (رواه مسلم)

অর্থঃ "আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মে'রাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ অতপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল, যাতে সাদা মোতির নির্মিত গুম্বুজ আছে, আর তার মাটি হল মেশক আম্বরের"। (মুসলিম)[৩২]

---

৩০ - ইবনু আবুদ্দুনিয়া,আননেহায়া লিইবনে কাসীর, খঃ২ (হাদীস নং- ৩৫২)

৩১ - কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রু'ইয়াতুল মুমিনীন ফীল জান্না রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তা'লা।

৩২ - কিতাবুল ঈমান , বাব ইসরা বিরাসূলুল্লা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলাস্‌সমাওয়াত।

জান্নাতের তাবু সমূহ

মাসআলা - ১২২ ঃ প্রত্যেক জান্নাতীর অট্টালিকায় তাবু থাকবে যেখানে হুরেরা অবস্থান করবে ঃ

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ،فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ"তারা তাঁবুতে সু রক্ষিত হুর , অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে। (সূরা রহমান-৭২-৭৩)

মাসআলা - ১২৩ ঃ জান্নাতের প্রতিটি তাবু ৬০ মাইল প্রশস্ত হবে। ভিতরে খুব সুন্দর মোতি খোদাই করে নির্মাণ করা হয়েছে ঃ

মাসআলা - ১২৪ ঃ ঐ তাবু সমূহে জান্নাতীদের স্ত্রীরা থাকবে যারা সর্বদাই তাদের (স্বামীদের) আগমনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকবে ঃ

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منه اهل ما يرون الأخرين يطوف عليهم المؤمن، (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ জান্নাতে মোতি খচিত একটি তাবু থাকবে , যার প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল , ঐ তাবুর প্রত্যেক কর্ণারে অবস্থান করবে মোমেনের স্ত্রীরা। যাদেরকে অন্য অট্টালিকার লোকেরা দূরত্ব এবং প্রশস্ততার কারণে দেখতে পাবে না। মুমিন ব্যক্তি এ স্ত্রীদের মাঝে ঘুরে বেড়াবে। (মুসলিম)[৩৩]

---

৩৩ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

জান্নাতের বাজার

মাসআলা - ১২৫ ঃ জান্নাতে প্রত্যেক জুমার দিন বাজার জমবে ঃ

মাসআলা - ১২৬ ঃ জুমার দিন বাজারে অংশ গ্রহণ কারী জান্নাতীদের সৌন্দর্য পূর্ব থেকে বেশি হবে ঃ

মাসআলা - ১২৭ ঃ মহিলারা শুক্রবারের বাজারে উপস্থিত হয়না কিন্তু ঘরে বসে থাক অবস্থায়ই আল্লাহ্ তাদের সুন্দর্য বৃদ্ধি করে দিবেন ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم و ثيابهم ، فيزداد وان حسنا وجملا ، فترجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا و جملا ، فيقول لهم اهلهم :والله لقد ازددتم بعدنا حسنا و جملا ، فيقولون وانتم والله، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجملا ، (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি বাজার আছে , যেখানে প্রত্যেক শুক্রবারে জান্নাতীরা উপস্থিত হবে। উত্তর দিক থেকে একটি বাতাস এসে যখন জান্নাতীদের শরীর ও পোশাকে লাগবে তখন তা তাদের সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করবে।যখন তারা সেখান থেকে তাদের ঘরে ফিরে আসবে তখন (এসে দেখবে যে) তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্যও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে , স্ত্রীরা স্বামীদেরকে বলবে যে আল্লাহ্র কসম ! আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে , জান্নাতীরা বলবে ঃ আল্লাহ্র কসম আমাদের অনপুস্থিতিতে তোমাদের সুন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে" । (মুসলিম) [৩৪]

---

৩৪ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ

মাসআলা - ১২৮ ঃ জান্নাতে সর্বপ্রকার ফলের গাছ থাকবে , তবে খেজুর , আনার , আঙ্গুরের গাছ বেশি পরিমাণে থাকবে ঃ

(আল্লাহ্ ই এব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞত)

﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ،فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ"সেখানে রয়েছে ফলমূল , খেজুর ও আনার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে" ।

(সূরা রহমান-৬৮,৬৯)

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾

অর্থঃ" এবং নিশ্চয়ই মুত্তাকীনদের জন্যই সফলতা ,(সুশোভিত) উদ্যানসমূহ ও নানাবিধ আঙ্গুর"। (সূরা নাবা-৩১,৩২)

মাসআলা - ১২৯ ঃ জান্নাতের বৃক্ষ কাঁটাবিহীন হবে ঃ

মাসআলা - ১৩০ ঃ কলা ও বড়ই জান্নাতের বৃক্ষ ঃ

মাসআলা - ১৩১ ঃ জান্নাতে বৃক্ষসমূহের ছায়া অনেক লম্বা হবে ঃ

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ،فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ،وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ،وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ،وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ،وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾

অর্থঃ "আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল।

তারা থাকবে (এক উদ্যানে) সেখানে আছে কন্টকাহীন কুল বৃক্ষ। কাঁদি ভরা কলা বৃক্ষ। সম্প্রসারিত ছায়া , সদা প্রবাহমান পানি। ও প্রচুর ফলমূল। (সূরা ওয়াকিআ'হ - ২৭-৩২)

মাসআলা - ১৩২ ঃ জান্নাতের বৃক্ষ সমূহ এত সবুজ হবে যে , তাদের রং সবুজ কাল মিশ্রিত হবে ঃ

মাসআলা - ১৩৩ ঃ জান্নাতের বৃক্ষ সমূহ সর্বদা শস্য-শ্যামল থাকবে ঃ

﴿ مُدْهَامَّتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ"ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি , সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভূর কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে" ।(সূরা রহমান- ৬৪,৬৫)

মাসআলা - ১৩৪ ঃ জান্নাতের বৃক্ষসমূহের শাখা সমূহ শস্য শ্যামল , লম্বা ও ঘন হবে ঃ

﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থ ঃ" উভয়টিই বহুশাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভূর কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে" ।(সূরা রহমান- ৪৮-৪৯)

মাসআলা - ১৩৫ ঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষের ছায়া এত লম্বা হবে যে , উষ্ট্রারোহী একাধারে শতবছর চলার পরও ঐ ছায়া শেষ হবে না ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة واقرأءوا ان شئتم وظل ممدود ، ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس او تغرب (رواه البخاري)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত বছর চলার পরও শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। যদি চাও তাহলে পাঠ কর (সূরা রহমানের আয়াত) "লম্বা ছায়া" জান্নাতে কোন ব্যক্তির ধনুক রাখার সমান জায়গা দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম , যার মাঝে সূর্য উদিত হয় ও অস্তমিত হয়" । (বোখারী)[৩৫]

মাসআলা - ১৩৬ ঃ জান্নাতের সমস্ত বৃক্ষের মূল স্বর্ণের হবে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة الا ساقها من ذهب (رواه الترمذي) صحيح

---

৩৫ - কিতাব বাদউল খালক,বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না।

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের মূল হবে স্বর্ণের" । (তিরমিযী)[৩৬]

মাসআলা - ১৩৭ ঃ কোন কোন খেজুর গাছের মূল সবুজ পান্নার হবে , আর তার শাখার মুলগুলো হবে লাল স্বর্ণের ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نخل الجنة جذوعها زمرد اخضر وكربها ذهب احمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها امثال القلال او الدلاة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل و الين من الزبد ليس له عجم(رواه في شرح السنة)

অর্থঃ"ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ জান্নাতের খেজুর গাছের মূল সবুজ পান্নার হবে , আর তার শাখার মূলগুলো হবে লাল স্বর্ণের। আর তা দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরী করা হবে। ঐ খেজুর মটকা বা বালতির মত হবে যা দুধ থেকেও সাদা , মধু থেকেও মিষ্টি , মাখন থেকেও নরম , মোটেও শক্ত হবে না" । (শরহুস্‌সুন্না)[৩৭]

মাসআলা - ১৩৮ঃ যে তাসবির সওয়াব জান্নাতে চারটি উত্তম বৃক্ষ রোপনঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا ابا هريرة ماالذي تغرس ؟ قلت غراسالى قال الا ادلك على غراس خير لك من هذا ؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি একটি বৃক্ষ রোপন করতেছিলেন , এমন সময় তার পাশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পথ অতিক্রম করছিলেন , তিনি জিজ্ঞেস করলেন হে আবু হুরাইরা তুমি কি রোপন করতেছ ? তিনি বললেন ঃ

৩৬ -আবওয়াব সিফাতিল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফা আসজ্জারিল জান্না।

৩৭ -কিতাবুল ফিতান, বাব সিফাতিল জান্না ওয়া আহলিহা।

আমার জন্য একটি গাছ লাগাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এরচেয়ে উত্তম বৃক্ষ রোপনের কথা বলব না ? সে বলল হাঁ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি বললেন ঃ বল ঃসুবহানাল্লাহ্ ,ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ , ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহুআকবার , *এই প্রত্যেকটি শব্দের বিনিময়ে তোমাদের জন্য জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপন করা হবে"।* (ইবনে মাজা)[৩৮]

মাসআলা - ১৩৯ ঃ যে তাসবির সোয়াব জান্নাতে খেজুর বৃক্ষরোপনের পরিমাণ ঃ

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة (رواه الترمذي) صحيح

অর্থঃ "আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি , তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়"।

মাসআলা - ১৪০ ঃ তুবা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম , যার ছায়া শতবছরের রাস্তার সমান ঃ

মাসআলা - ১৪১ ঃ তুবা বৃক্ষের ফলের শীষ দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরী করা হবে ঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرتها مائة عام ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها (رواه احمد)

অর্থঃ" আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তুবা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম , যার ছায়া হবে শতবছরের চলার পথের সমান। জান্নাতীদের পোশাক তার শীষ দিয়ে তৈরী করা হবে" ।(আহমদ) [৩৯]

মাসআলা - ১৪২ ঃ যাইতুন জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ৪১০নং মাসআলায় দেখুন।

---

৩৮ -কিতাবুল আদব,বাব ফযলিত্তাসবিহ (২/৩০২৯)

৩৯ -আলবানী রচিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা। খঃ৩, (হাদীস নং- ১৯৫৮)

জান্নাতের ফল সমূহ

(মহান আল্লাহ্‌র নিকট এ কামনা করি যেন তিনি স্বীয় দয়ায় ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তা খাওয়ান)

মাসআলা - ১৪৩ ঃ জান্নাতের ফল জান্নাতীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে ঃ

মাসআলা - ১৪৪ ঃ জান্নাতে মৌসুমী প্রত্যেক ফল সর্বদাই থাকবে ঃ

মাসআলা - ১৪৫ ঃ জান্নাতের ফল ভোগকরার জন্য কারো নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে না ঃ

মাসআলা - ১৪৬ ঃ জান্নাতের ফলের মজুদ কখনো শেষে হবে না ঃ

মাসআলা - ১৪৭ ঃ জান্নাতের ফল কখনো নষ্ট হবে না ঃ

মাসআলা - ১৪৮ ঃ কলা ও বড়ই জান্নাতের ফল ঃ

﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ،فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ،وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ،وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ،وَمَاء مَّسْكُوبٍ،وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ﴾

অর্থঃ"আর ডান দিকের দল কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল।তারা থাকবে(এক উদ্যানে)সেখানে আছে কন্টকাহীন কুল বৃক্ষ। কাঁদি ভরা কলা বৃক্ষ। সম্প্রসারিত ছায়া , সদা প্রবাহমান পানি। ও প্রচুর ফলমূল"। (সূরা ওয়াকিআ'হ - ২৭-৩২)

﴿ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ ﴾

অর্থঃ "যারা মোত্তাকী এটা তাদের কর্মফল, আর কাফেরদের কর্মফল অগ্নি।" (সূরা রা'দ-৩৫)

মাসআলা- ১৪৯ঃ জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীর পছন্দ মত সর্বপ্রকার ফল মূল মুজুদ থাকবেঃ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ،وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ،كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

অর্থঃ "মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রশ্রবণবহুল স্থানে। তাদের রুচীসম্মত ফলমূলের প্রাচুর্যের মাঝ। তোমরা তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। অতএব আমি সৎকর্ম পরায়ন দেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।" (সূরা মুরসালাতঃ ৪১-৪৪)

মাসআলা - ১৫০ ঃ জান্নাতের ফল সর্বদা জান্নাতীদের নাগালের মধ্যে থাকবে , দাড়িয়ে ,বসে , চলা ফিরা করা অবস্থায় , যখন খুশি তখনই তা তারা ভক্ষণ করতে পারবে ঃ

﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾

অর্থ ঃ " সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়াত্বাধীন করা হবে" । (সূরা দাহার - ১৪)

মাসআলা - ১৫১ ঃ জান্নাতের খেজুর মটকা বা বালতির মত হবে যা দুধ থেকেও সাদা , মধু থেকেও মিষ্টি , মাখন থেকেও নরম ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ১৩৭ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা - ১৫২ ঃ জান্নাতের ফলের শীষ এত বড় হবে যে , তা যদি পৃথিবীতে অসত তাহলে সাহাবাগণ কিয়ামত পর্যন্ত তা খতম করতে পারত না ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث صلاة الكسوف ، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت فقال اني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে সূর্যগ্রহণের নামায সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে , সাহাবাগণ রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! আমরা আপনাকে (নামাযের সময়) দেখলাম যেন আপনি কোন কিছু নিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আবার থেমে গেলেন। তিনি বললেন ঃ আমি জান্নাত দেখছিলাম আর তার একটি শীষ নিতে চাইলাম , কিন্তু যদি আমি তা নিতাম তা হলে তোমারা যত দিন দুনিয়ায় থাকতে ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে।" (মুসলিম)[৪০]

মাসআলা - ১৫৩ঃ জান্নাতের একটি শীষ যদি পৃথিবীতে আসত তাহলে আকাশ ও যমিনের সমস্ত মাখলুক তা খেয়ে শেষ করতে পারত নাঃ

عن جابر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اني عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنصرة ، فتناولت منها قطفا من العنب لتيكم به فحيل بيني وبينه ولو اتيتكم به لاكل منه ما بين السماء والأرض ينقصونه (رواه احمد)

৪০ - কিতাব সালাতিল খুসুফ।

অর্থঃ" যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ আমার সামনে জান্নাত ও তাতে বিদ্ধমান সমস্ত নে'মত পেশ করা হল , ফল-ফুল , সবুজ সজিব জিনিস সমূহ। আমি তোমাদের জন্য ওখান থেকে আঙ্গুরের একটি থোকা নিতে চাইলাম , কিন্তু আমাকে থামিয়ে দেয়া হল , যদি ঐ থোকাটি তোমাদের জন্য নিয়ে আসতাম তা হলে আকাশ ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টি জীব যদি তা খেত তাহলে তা খেয়ে শেষ করতে পারত না"। (আহমদ)[৪১]

নোটঃ জান্নাতের নে'মত সম্পর্কে বর্ণিত এসমস্ত হাদীস অনন্তত মোসলমানদের জন্য কোন আশ্চার্য বিষয় নয়। যারা গত ছয় হাজার বছর থেকে জমজম কূপকে প্রবাহিত হতে দেখে আসছে , যা থেকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হচ্ছে , রমযান ও হজ্জ এর সময় সমস্ত মানুষ প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব চোখে তা অবলোকন করে , লোকেরা শুধু আত্ম তৃপ্তির সাথে তা পান করে তাই নয় , বরং স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তন কালে বাধাহীন ভাবে যার যত খুশি সে তত পরিমাণে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর পরও পানির মধ্যে কখনো কোন কমতি হচ্ছেনা , বা শেষও হচ্ছে না। আর কিয়ামত পর্যন্ত এ পানি এভাবেই ব্যবহৃত হতে থাকবে। (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি , সুবহানাল্লাহিল আযীম।)

মাসআলা - ১৫৪ ঃ খেজুর , আনার ও আঙ্গুর জান্নাতের ফল ঃ

নোটঃ এসম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি ১২৮ নং মাসআলায় দেখুন।

মাসআলা - ১৫৫ ঃ আন্‌জীর জান্নাতী ফল ঃ

মাসআলা - ১৫৬ ঃ জান্নাতের সমস্ত ফল আটিহীন হবে ঃ

عن ابي الدرداء رضي الله عنه اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال كلوا، واكل منه وقال لو قلت ان فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم، فكلوا منها فانها تقطع البواسير و تنفع من النفوس (ذكره ابن القيم في طب النبوي)

অর্থঃ"আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এক প্লেট আন্‌জীর হাদীয়া দেয়া হল , তিনি বললেন ঃ খাও , তিনি নিজেও তা থেকে খেলেন , আর বললেন ঃ যদি আমি কোন ফল সম্পর্কে বলি যে , এটা জান্নাত থেকে

---

৪১ - আন নেহায়া লিইবনে কাসীর,(২/৩৬৭)

আগত ফল , তাহলে এ সে ফল , কেননা জান্নাতের ফল আটি বিহীন হবে। অতএব খাও , আন্‌জীর অর্শরোগের ঔষধ , আর তা গ্রন্থির ব্যাথা দূর করে। (ইবনে কায়্যিম তাঁর তিব্বুনন্নবুবীতে তা উল্লেখ করেছেন)[৪২]

মাসআলা - ১৫৭ ঃ জান্নাতী যখন কোন বৃক্ষের ফল পাড়বে তখন সাথে সাথে ওখানে আরেকটি নুতন ফল হয়ে যাবে ঃ

عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها اخرى (رواه الطبراني)

অর্থঃ" সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি জান্নাতের কোন ফল পাড়বে তখন তার স্থলে অন্য একটি ফল হয়ে যাবে" ।(ত্ববারানী)[৪৩]

জান্নাতের নদী সমূহ

মাসআলা - ১৫৮ ঃ জান্নাতে সুস্বদু পানি , সুস্বাদু দুধ , সুমিষ্টি শরাব এবং স্বচ্ছ মধুর নদী প্রবাহিত হচ্ছে ঃ

মাসআলা-১৫৯ঃ জান্নাতের নদীসমূহের পানীয়র রং ও স্বাদ সর্বদা একেই রকমের থাকবে ঃ

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾

অর্থঃ" মুত্তকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত , ওতে আছে নির্মল পানির , দুধের নদী , যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য শরাবের নদী , আছে পরিশোধিত মধুর নদী" ।(সূরা মোহাম্মদ- ১৫)

মাসআলা - ১৬০ ঃ সাই হান , জাইহান , ফোরাত , নীল জান্নাতের নদী ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان و جيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنة (رواه مسلم)

৪২ -তিব্বুন নবুবী পৃঃ ৩১৮

৪৩ -মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ (১০/৪১৪)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ সাইহান জাইহান , ফোরাত , ও নীল জান্নাতের নদী। (মুসলিম)[৪৪]

মাসআলা - ১৬১ ঃ কাওসার জান্নাতের নদী যার পানি দুধ থেকেও সাদা এবং মধু থেকেও অধিক মিষ্টি হবে ঃ

মাসআলা - ১৬২ ঃ কাওসার আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেয়া উপহার ঃ

انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال ذاك نهر اعطانيه الله يعنى في الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل فيه طير اعناقها كاعناق الجزر قال عمر رضي الله عنه ان هذه الناعمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلتها انعم منها (رواه الترمذي) حسن

অর্থ ঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেসিত হলেন কাউসার কি ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ এ হল একটি নদী যা আমাকে আমার আল্লাহ্ জান্নাতে দিবেন। যার পানি দুধের চেয়েও সাদা হবে , মধুর চেয়েও মিষ্টি হবে এবং সেখানে এমন পাখি থাকবে যাদের গর্দান হবে উটের ন্যায়। ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)বলেছেন ঃ ঐ পাখীরা খুব আনন্দে আছে , রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন ঃ ঐ পাখীগুলোকে ভক্ষণ কারী আরো আনন্দে আছে।" (তিরমিযী)[৪৫]

নোটঃ বিস্তারিত জানার জন্য হাউজে কাওসার অধ্যায় দেখুন।

মাসআলা - ১৬৩ ঃ জান্নাতীরা নিজেদের ইচ্ছামত জান্নাতের নদীসমূহ্ থেকে ছোট ছোট নদী বের করে তাদের অট্টালিকা সমূহে নিয়ে যেতে পারবে ঃ

عن حكيم بن معاوية عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد (رواه الترمذي) صحيح

---

৪৪ -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা।

৪৫ -আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফী সিফাত তইরিল জান্না।

অর্থ ঃ" হাকীম বিন মোয়াবিয়া তার পিতা থেকে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন , তিনি বলেন ঃ জান্নাতে পানি , মধু , দুধ ও শরাবের নদী থাকবে। অতপর ঐ সমস্ত নদী থেকে আরো ছোট ছোট নদী বের করা হবে। (তিরমিযী)[৪৬]

নোটঃ উল্লেখিত হাদীসের সাথে ১৬৬ নং মাসআলাও দেখুন।

মাসআলা - ১৬৪ ঃ জান্নাতের একটি নদীর নাম হায়াত , যার পানি জাহান্নাম থেকে বের কৃতদের শরীরে দেয়া হবে , ফলে তারা দ্বিতীয়বার চারা গাছের ন্যায় সজিব হবে ঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يدخل الله اهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل اهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فاخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة او الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة الى جانب السيل الم تروها كيف تخرج صفراء ماتوية (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ স্বীয় দয়ায় যাকে খুশী তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (অতপর দীর্ঘদিন পর বলবেন) দেখ যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তখন তারা এমন অবস্থায় বের হবে যে তাদের শরীর কয়লার ন্যায় জ্বলে গেছে , তখন তাদেরকে হায়াত বা হায়া নামক নদীতে নিক্ষেপ করা হবে , তখন তারা এমন ভাবে সজিব হয়ে উঠবে , যেমন বন্যার আর্বজনার মাঝে চারাগাছ সজিব হয়ে উঠে। তোমরা কি কখনো দেখনাই যে কেমন হলুদ রং বিশিষ্ট হয়ে উঠে"। (মুসলিম)[৪৭]

জান্নাতের ঝর্ণা সমূহ

মাসআলা - ১৬৫ ঃ জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম "সালসাবীল" যা থেকে আদা মিশ্রিত স্বাদ আসবে ঃ

---

৪৬ -আবওয়াবুল জান্না, বাব মাবায়া ফী সিফাত আনহারিল জান্না।

৪৭ -কিতাবুল ঈমান ,বাব ইসবাতুসশাফায়া।

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾

অর্থঃ"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে। রুপালী স্ফটিক পাত্রে ,পরিবেশকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।

সেখানে পান করতে দেয়া হবে আদা মিশ্রিত পানীয়। জান্নাতের এমন এক ঝর্ণার যার নাম "সালসাবীল" ।(সূরা দাহার-১৫-১৮)

মাসআলা - ১৬৬ ঃ জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম কাফুর , যা পানে জান্নাতীরা আত্মতৃপ্তী লাভ করবে ঃ

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾

অর্থঃ" সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এমন একটি প্রশ্রবণের যা থেকে আল্লাহ্‌র বান্দারা পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে"। (সূরা দাহার ৫-৬)

মাসআলা - ১৬৭ ঃ জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম "তাসনীম" যার স্বচ্ছ পানি একমাত্র আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে ঃ

মাসআলা - ১৬৮ ঃ সৎকর্মশীল(যাদের স্তর বিশেষ বান্দাদের চেয়ে একটু নীচু হবে) তাদেরকে উত্তম পানীয়ের সাথে তাসনীমের পানি মিশ্রণ করে দেয়া হবে ঃ

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾

অর্থঃ" পুণ্যবানগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে আবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দের দিপ্তী দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর মুক্ত বিশুদ্ধ মদিরা থেকে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর , আর থাকে যদি করো কোন

আকাঙ্খা বা কামনা তবে তারা এরই কামনা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করে" ।(সূরা মোতাফ্ ফিফীন ২২-২৮)

মাসআলা - ১৬৯ ঃ কোন কোন ঝর্ণা থেকে সাদা উজ্জল সুস্বাদু পানীয় প্রবাহিত হবে ঃ

﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ،فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ،فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ،عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ، بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ،لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾

অর্থঃ" তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযিক , ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত। থাকবে নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতে , তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসিন হবে। তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ শরাব পূর্ণ পাত্র। শুভ্র উজ্জল যা হবে পান কারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে খতিকর কিছুই থাকবে না, আর তারা তাতে মাতাল ও হবে না। (সূরা সাফ্ফাত- ৪১,৮৪)

মাসআলা - ১৭০ ঃ কোন কোন ঝর্ণা ফোয়ারার ন্যায় উদ্বেলিত হবে ঃ

﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ" তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ , অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে"। (সূরা রহমান -৬৬,৬৭)

মাসআলা - ১৭১ ঃ জান্নাতীদের আত্মা ও চক্ষু তৃপ্তীর জন্য সর্বাদা পানির ঝর্ণা ও জল প্রপাতও জান্নাতে থাকবে ঃ

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾

অর্থঃ" সেখানে আছে প্রবাহমান ঝর্ণাসমূহ" (সূরা গাসিয়া -১২)

﴿وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ،وَمَاء مَّسْكُوبٍ﴾

অর্থঃ"সম্প্রসারিত ছায়া , সদা প্রবাহমান পানি" ।(সূরা ওয়াকিয়া- ৩০-৩১)

মাসআলা - ১৭২ ঃ উল্লেখিত ঝর্ণাসমূহ ব্যতীত জান্নাতীদের আরামের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের আরো ঝর্ণা থাকবে ঃ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾

অর্থঃ" মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে" ।(সূরা দুখান ৫১,৫২)

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ،وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾

অর্থঃ" মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে। তাদের রুচিসম্মত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে" । (সূরা মোরসালাত ৪১,৪২)

কাওসার নদী

(আল্লাহ্ তারঁ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আমাদেরকে তা থেকে পানি পান করান)

মাসআলা - ১৭৩ ঃ কাওসার জান্নাতের একটি নদী যা আল্লাহ্ শুধু রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তা দিবেন ঃ

মাসআলা - ১৭৪ ঃ কাওসার নদী জান্নাতের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উন্নত নদী ঃ

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا اسير في الجنة اذا انا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف قلت ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طينه او طيبه مسك اذفر (رواه البخاري)

অর্থঃ "আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ (মেরাজের সময়) আমি জান্নাত দেখতে ছিলাম , সেখানে আমি একটি নদী দেখতে পেলাম যার উভয় তীরে মোতি খচিত গুম্বুজ রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জীবরীল এগুলো কি ? সে বলল ঃ এ হল কাওসার যা আপনাকে আপনার প্রভূ দিয়েছেন। আর তার মাটি বা সুগন্ধি মেশক আম্বরের ন্যায়" । (বোখারী)[৪৮]

মাসআলা - ১৭৫ ঃ কাওসার নদীর উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত ,তার কন্‌কর সমূহ মোতি ও ইয়াকুতের। আর মাটি মেশকের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় ঃ

---

৪৮ - কিতাবুর্ রিকাক, বাব ফিলহাওয।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب و مجراه على الدر والياقوت تربته اطيب من المسك وماؤه احلى من العسل وابيض من الثلج (رواه الترمذي)

অর্থ ঃ"আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কাওসার জান্নাতে একটি নদী ,যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত , তার পনি ইয়াকুত ও মোতির উপর প্রবাহমান। তার মাটি মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধি ময় , তার পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং বরফের চেয়ে অধিক সাদা। (তিরমিযী) [৪৯]

মাসআলা - ১৭৬ ঃ কাওসার নদীতে উটের গর্দানের ন্যায় উচু প্রাণী থাকবে , যা ভক্ষণে জান্নাতীরা তৃপ্তীলাভ করবে ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ১৬২ নং মাসআলায় দেখুন।

* উল্লেখ্য যে হাউজে কাওসার এবং কাওসার নদী পৃথক জিনিস , কাওসার নদী জান্নাতের ভিতরে থাকবে , আর হাউজে কাওসার জান্নাতের বাহিরে হাশরের মাঠে থাকবে। যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরে আসন গ্রহণ করে স্বীয় হস্তে ঈমানদারদেরকে পানি পান করিয়ে তাদের পিপাশা মিটাবেন। (আল্লাহ্ ই এব্যাপারে সর্বাধিক অবগত)

*কাওসারের ব্যাপারে হাউজে কাওসার সর্ম্পকিত হাদীস সমূহও আমরা এখানে উল্লেখ করেছি।

হাউজে কাওসার

মাসআলা - ১৭৭ ঃ হাউজে কাওসারে পানি পানকরানোর দায়িত্ব স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)পালন করবেন ঃ

মাসআলা - ১৭৮ঃ ইয়ামেন বাসীদের সম্মানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যদেরকে হাউজে কাওসার থেকে দূর করে দিবেন ঃ

মাসআলা - ১৭৯ঃ হাউজে কাওসারের প্রশস্ততা মদীনা এবং আম্মানের দূরত্বের সমান।(প্রায় এক হাজার কিঃমিঃ) ঃ

মাসআলা-১৮০ঃ হাউজে কাওসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি হবেঃ

---

৪৯ -আবওয়াব তাফসীর বাব তাফসীর সূরাতুল কাওসার।

عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسم قال اني لبعقر حوضي اذود الناس لأهل الإيمن اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضهم فقال من مقامي الى عمان وسئل عن شرابه فقال اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل يغيث فيه ميزابان يمدانه من الجنة احدهما من ذهب والأخر من ورق (رواه مسلم)

অর্থঃ" সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ হাউজে কাওসারের পার্শ্বে আমি ইয়ামান বসীদের সম্মানে অন্য লোকদেরকে স্বীয় লাঠি দিয়ে দূর করে দিব। এমনকি পানি ইয়ামান বাসীর প্রতি প্রবাহিত হতে থাকবে আর তারা তা পানে তৃপ্তিলাভ করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল যে হাউজের প্রশস্ততা কতটুক। তিনি বললেন ঃ মদীনা থেকে ওমানের দূরত্বের সমান। এরপর হাউজের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে , তা কেমন হবে ? তিনি বললেন ঃ দুধের চেয়ে অধিক সাদা , মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি , এরপর তিনি বললেন আমার হাউজে জান্নাত থেকে দু'টি নালা প্রবাহিত হবে , তার একটি হবে র্স্বণের , অপরটি হবে রূপার ।(মুসলিম)[৫০]

নোটঃ আম্মান র্জডানের রাজধানী , যা মদীনা থেকে একহাজার কিঃমিঃ দূরে। অন্নানা হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে , হাউজে কাওসারের চর্তুপার্শ্ব সমান সমান। নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন ঃ "হাউজের প্রশস্ততা তার দৈর্ঘের সমান।" (তিরমিযী)

মাসআলা - ১৮১ঃ হাউজে কাওসারের কিনারে সোনা চাঁদির গ্লাস থাকবে যার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান ঃ

انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيه اباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ হাউজে কাওসারের পারে তোমরা আকাশের তারকার সমান সংখ্যক গ্লাস দেখতে পাবে" । (মুসলিম)[৫১]

৫০ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৫১ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

মাসআলা - ১৮২ঃ কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মিম্বর হাউজে কাওসারের পার্শ্বে রাখা হবে। তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাঁর উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة و منبري على حوضي (رواه البخاري)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝে যে স্থানটি আছে তা জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগান। আর আমার মিম্বর (কিয়ামতের দিন) আমার হাউজের পার্শ্বে রাখা হবে"। (বোখারী)[৫২]

মাসআলা - ১৮৩ ঃ যে ব্যক্তি একবার হাউজে কাওসারের পানি পান করবে তার আর কখনো পানির পিপাসা হবে না ঃ

عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوضا كما بين جربا و اذرح فيه اباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها ابدا.(رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ জান্নাতে তোমাদের সামনে একটি হাউজ থাকবে , যার একটি কন্‌কর যারবা থেকে আজরার (সিরিয়ার দুটি শহরের নাম) মাঝের দূরত্বের সমান হবে। যার পার্শ্বে আকাশের তারকা সংখ্যক গ্লাস রাখা হবে। যে ব্যক্তি ওখান থেকে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না"। (মুসলিম)[৫৩]

মাসআলা - ১৮৪ ঃ হাউজে কাওসারের পানি সর্বপ্রথম পান করবে গরীব মুহাযিরগণ(মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত কারীরা) ঃ

---

৫২ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাওজিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৫৩ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব ইসবাত হাউজিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوسا، الدنس ثيابا الذين لا ينكحونا المتنعمات ولا يفتح لهم السدد، (رواه الترمذي) صحيح

অর্থঃ" সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন ঃ আমার হাউজে সর্বপ্রথম আগমনকারী হবে গরীব মুহাজিরগণ। এলোকেশি, ময়লা কাপড় পরিধান কারী , সুখী সমৃদ্ধশালী মহিলাদেরকে বিবাহ করতে অক্ষম ব্যক্তিবর্গ। যাদের জন্য আমীর ওমারাদের দরজা উন্মুক্ত থাকে না"। (তিরমিযী)[৫৪]

মাসআলা - ১৮৫ ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীকে হাউজ দেয়া হবে যা থেকে তার উম্মতরা পানি পান করবে ঃ

মাসআলা - ১৮৬ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাউজে আগন্তুকদের সংখ্যা অন্যান্য নবীদের উম্মতদের তুলনায় অধিক হবে ঃ

عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حوضا وانهم يتباهون ايهم اكثر واردة واني ارجوا ان اكون اكثرهم واردة ، (رواه الترمذي)

অর্থঃ"সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে হাউজ থাকবে , আর প্রত্যেক নবী পরস্পরে পরস্পরের সাথে গৌরব করবে যে , কার হাউজে পানি পানকারীর সংখ্যা বেশি। আমি আশা করছি যে আমার হাউজে আগন্তুকদের সংখ্যা বেশি হবে"। (তিরমিযী)[৫৫]

মাসআলা - ১৮৭ ঃ হাউজে কাওসারের পাশে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতদের সামনে থাকবেন ঃ

মাসআলা-১৮৮ ঃ বেদআতীরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাউজ থেকে বিতাড়িত হবে ঃ

---

৫৪ - আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাবা মাযায়া ফী সিফাতিল হাউজ,(২/১৯৮৯)

৫৫ - আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল হাউজ (২/১৯৮৮)

عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فاقول يارب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك (رواه البخاري)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন আমি হাউজে কাওসারের পাশে তোমাদের আগে থাকব। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক সেখানে আসবে , অতপর তাদেরকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে , আমি বলব ঃ হে আমার প্রভূ! এরাতো আমার উম্মত । বলা হবে যে আপনি জানেন না যে , আপনার পরে তারা কি কি বিদআ'ত চালু করেছে"। (বোখারী)[৫৬]

মাসআলা - ১৮৯ ঃ কাফেররা হাউজে কাওসারের নিকট এসে পনি পান করতে চাইবে ,কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন ঃ

মাসআলা- ১৯০ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতদেরকে ওজুর কারণে উজ্জল হাত ও কপাল দেখে চিনতে পারবেন ঃ

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انى لا ذود عنه الرجال كما يزود الرجل الأبل الغريبة حوضه ، قيل يا رسول الله اتعرفنا؟ قال نعم تردون على غرا محجلين من اثر الوضو ليست لأحد غيركم (رواه ابن ماجة) صحيح

অর্থঃ" হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ঐ সত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ ! আমি হাউজ থেকে অমুসলিমদেরকে এমন ভাবে দূর করে দিব , যেমন উটের মালিকরা তাদের পাল থেকে অন্য মালিকের উটকে তাড়িয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি আমাদেরকে চিনবেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তোমরা আমার নিকট আসবে এমতাবস্থায় যে অজুর কারণে তোমাদের হাত , পা , কপাল ইত্যাদি চমকাতে থাকবে। এ গুণ তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মতের হবে না"। (ইবনে মাজা)[৫৭]

***

৫৬ - কিতাবুর রিকাক, বাব ফীল হাউজ।

৫৭ - কিতাবুয যুহদ, বাব ফীল হাউজ (২/৩৪৭১)

জান্নাতীদের খানা পিনা

মাসআলা - ১৯১ ঃ জান্নাতীদের প্রথম খানা হবে মাছ, এর পরবর্তী খাবার হবে গরুর গোশ্‌ত ঃ

মাসআলা - ১৯২ ঃ জান্নাতীদের সর্বপ্রথম পানীয় হবে সাল সাবীল নামক কুপের পানি ঃ

عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من احبار اليهود فقال اين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن اول الناس اجازة قال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون قال فما غدائهم على اثرها قال ينحرلهم ثور الجنة الذي كان يأكل من اطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت .... الخ (رواه مسلم)

অর্থঃ"রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গোলাম সাওবান(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলে আমি রাসূলুল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট দাঁড়িয়ে ছিলাম, ইতিমধ্যে ইহুদীদের পাদ্রীদের মধ্য থেকে একজন পাদ্রী আসল এবং জিজ্ঞেস করল যে, যে দিন আকাশ ও যমিন প্রথম পরিবর্তন করা হবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ফুলসেরাতের নিকট বর্তী এক অন্ধকার স্থানে। অতপর ইহুদী আলেম জিজ্ঞেস করল সর্বপ্রথম কে ফুলসিরাত পার হবে? তিনি বললেনঃ গরীব মুহাজিরগণ।(মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত কারীরা) ঐ ইহুদী পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করল , জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে কি খাবার পরিবেশন করা হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ মাছের কলিজা , ইহুদী জিজ্ঞেস করল এর পর কি পরিবেশন করা হবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন এর পর জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে পালিত গরুর গোশত পরিবেশন করা হবে। এর পর ইহুদী জিজ্ঞেস করল খাওয়ার পর পানিয় কি পরিবেশন করা হবে? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সালসাবীল নামক ঝর্ণার পানি। ইহুদী পাদ্রী বললঃ তুমি সত্য বলেছ"। (মুসলিম)[৫৮]

---

৫৮ - কিতাবুল হায়েজ,বায়ান মনিউর রজুলি ওয়াল মারয়া।

মাসআলা -১৯৩ঃ আমাদের বর্তমান এ পৃথিবী জান্নাতীদের রুটি হবেঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفا احدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة (متفق عليه)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন এ পৃথিবী একটি রুটির ন্যায় হবে , আল্লাহ্ স্বীয় হস্তে তা এমন ভাবে উলট পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফররত অবস্থায় তার রুটিকে উলট পালট করে। আর ঐ রুটি দিয়ে জান্নাতীদের মেহমানদারী করা হবে"। (বোখারী ও মুসলিম)[৫৯]

মাসআলা - ১৯৪ ঃ জান্নাতে সবচেয়ে উন্নতমানের পানীয় হবে তাসনীম যা শুধু আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদেরকে পরিবেশন করা হবে ঃ

মাসআলা - ১৯৫ ঃ জান্নাতের স্বচ্ছ ও পরিষ্কার শরাব "রাহিক" পানে সমস্ত জান্নাতীরা আত্মতৃপ্তী লাভ করবে ঃ

মাসআলা - ১৯৬ ঃ জান্নাতীদের সেবায় "রাহিকের" মুখবন্ধ পান পাত্র পেশ করা হবে ঃ

মাসআলা - ১৯৭ ঃ "রাহিক" পান করার পর জান্নাতীরা মুখে মেশকের স্বাদ অনুভব হবে ঃ

নোটঃ ১৬৮ নং মাসআলার আয়াত দ্রঃ ।

মাসআলা - ১৯৯ ঃ জান্নাতে সাদা উজ্জল পানীয়ও জান্নাতীদের সম্মানার্থে মজুদ থাকবে ঃ

মাসআলা - ২০০ ঃ জান্নাতের শরাব পান করার পর কোন প্রকার মাতলামী ভাব দেখা দিবে না ঃ

﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ،بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ،لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾

অর্থঃ" তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পান পাত্র। সু শুভ্র যা পানকারীদের জন্য সু-স্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই। আর তারা তা পান করে মাতাল ও হবে না। (সূরা সাফ্ফাত ৫৪-৫৮)

৫৯ -মেশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ফিতান,বাবুল হাশর,ফসলুল আউয়্যাল।

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا﴾

অর্থঃ"তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্র এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে। রুপালী স্ফটিক পাত্রে , পরিবেশকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে" । (সূরা দাহার-১৫-১৬)

মাসআলা - ২০১ ঃ জান্নাতীদের সেবায় ত্বাহুর শরাব পেশ করা হবে ঃ

নোটঃ ২১৯ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা - ২০২ ঃ জান্নাতীদেরকে এমন শরাব পান করানো হবে যার মধ্যে আদার স্বাদ থাকবে ঃ

নোটঃ ১৬৫ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা - ২০৩ ঃ জান্নাতীরদের সেবায় এমন শরাবও পেশ করা হবে যার মধ্যে কাফুরের স্বাদ থাকবে ঃ

নোটঃ ১৬৬ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা - ২০৪ ঃ জান্নাতীদের পানের জন্য সু স্বাদু পানি , সু মিষ্টি দুধ , সু স্বাদু শরাব , পরিষ্কার স্বচ্ছ মধুর নদীও জান্নাতে বিদ্ধমান থাকবে ঃ

নোটঃ১৫৮ নং মাসআলা দ্রঃ।

মাসআলা - ২০৫ ঃ তীব্র গতিসম্পন্ন ঝর্ণার পানি দ্বারাও জান্নাতীরা আত্মতৃপ্তি লাভ করবে ঃ

﴿فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ﴾

অর্থঃ" তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝর্ণা" (সূরা গাসিয়া -১২)

মাসআলা - ২০৬ ঃ জান্নাতের শরাব পানে জান্নাতীদের মাথায় কোন প্রতিক্রিয়া হবে না ঃ

মাসআলা - ২০৭ ঃ জান্নাতীদের পছন্দনীয় ফল তাদের রুচি অনুযায়ী তাদের সামনে পেশ করা হবে ঃ

মাসআলা - ২০৮ ঃ পছন্দনীয় পাখির গোশতও তাদের জন্য বিদ্ধমান থাকবে ঃ

﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾

অর্থঃ" তাদের নিকট ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা ,পানপাত্র কুঁজা ও খাটি সূরা পূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে , যা পান করলে তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকার গ্রস্তও হবে না আর তাদের পছন্দমত ফল মূল নিয়ে এবং রুচিমত পাখির মাংশ নিয়ে" । (সূরা ওয়াক্বিয়া -১৭-২১)

মাসআলা - ২০৯ঃ জান্নাতীদের মেহমানদারীর জন্য অন্যান্য ফল ব্যতীত খেজুর , আঙ্গুর, আনার, বড়ই, আনজীর ইত্যাদি ফলও থাকবে ঃ

নোটঃ এগ্রন্থের "জান্নাতের ফল" নামক অধ্যায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২১০ঃ হাউজে কাওসারে উড়েবেড়ানো পাখির গোশত ভক্ষণে জান্নাতীরা তৃপ্তীলাভ করবে ঃ

নোটঃ এ বিষয়ের হাদীস ১৬২ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২১১ঃ সকাল সন্ধায় জান্নাতীদের খাবার পরিবেশনের ধারা বাহিকতা চালু থাকবে ঃ

﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾

অর্থঃ" এবং সকাল সন্ধায় তাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা থাকবে" । (সূরা মারইয়াম -৬২)

মাসআলা - ২১২ঃ জান্নাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশ লোকের খাবারের শক্তি দেয়া হবে ঃ

عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل من اهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع حاجة احدهم عرق يفيض من جلده فاذا بطنه قد ضمر (رواه الطبراني)

অর্থঃ"যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ জান্নাতীদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে খানা- পিনা যৌন শক্তি , স্বামী-স্ত্রীর মিলন (ইত্যাদির ব্যাপারে)একশত লোকের সমপরিমাণ শক্তি দেয়া হবে। তাদের পায়খানা প্রস্রাবের অবস্থা হবে এই যে , তাদের শরীর থেকে ঘাম বের হবে ফলে তাদের পেট আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে" । (ত্বাবারানী)[৬০]

মাসআলা - ২১৩ঃ জান্নাতীদের খানা- পিনা ঘাম ও ঢেঁকুরের মাধ্যমে হজম হয়ে যাবে ঃ

নোটঃ এ বিষয়ে হাদীসটি ২৮৮ নং মাসআলায় দ্রঃ।

---

৬০ - আলবানী সংকলিত সহীহ্ আল জামে' আস সগীর, হাদীস নং- ১৬২৩।

মাসআলা - ২১৪ঃ জান্নাতীদের খানা - পিনা সোনা - চাঁদি এবং সাদা চমকদার কাঁচের থালে পরিবেশন করা হবে ঃ

﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

অর্থঃ" তাদের নিকট পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র। আর তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে। এইযে জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ এটা তোমাদের কর্মের ফল। তথায় তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল মূল তা থেকে তোমরা আহার করবে"। (সূরা যুখরুফ -৭১-৭৩)

জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকার

মাসআলা - ২১৫ঃ জান্নাতীরা পাতলা ও মোটা সবুজ রেশমের কাপড় পরিধান করবে ঃ

মাসআলা - ২১৬ঃ জান্নাতীরা হাতে সোনার অলংকার ব্যবহার করবে ঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ،أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

অর্থঃ" যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে , আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে। আর তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে , এমতাবস্থায় যে তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়"। (সূরা ক্বাহাফ- ৩০-৩১)

মাসআলা - ২১৭ঃ খাঁটি রেশমী কাপড়ের পোশাক , খাটি স্বর্ণের অলংকার ,খাঁটি মোতির অলংকার এবং মোতি মিশ্রিত স্বর্ণের অলংকারও জান্নাতীরা ব্যবহার করবে ঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾

অর্থঃ" নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে ,আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যান সমূহে , যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে। আর তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী"। (সূরা হজ্জ -২৩)

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾

অর্থঃ" তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে, তথায় তারা স্বর্ণ নির্মিত মোতি খচিত কংকন দ্বারা অলংকৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের"। (সূরা ফাতের-৩৩)

মাসআলা - ২১৮ ঃ মোটা ও পাতলা রেশম ব্যতীত সুন্দুস এবং ইস্তেবরাক নামক রেশমও জান্নাতীরা ব্যবহার বরবে ঃ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ،فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ،يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ،كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ،يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ،لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ،فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থঃ" নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে , উদ্যানরাজি ও র্নিঝরিণিসমূহে , তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমী বস্ত্র। মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা স্ত্রী দিব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে। তাদেরকে সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যু ব্যতীত। আর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য" । (সূরা দোখান- ৫১-৫৭)

মাসআলা - ২১৯ঃ জান্নাতীরা চাঁদির অলংকারও ব্যবহার করবে ঃ

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا﴾

অর্থঃ " তাদের নিকট ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা , আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মনি মুক্তা , আপনি যখন সেখানে দেখবেন তখন নে'মত রাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম। আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ। আর তাদের পালন কর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শারাবান ত্বাহুরা' "। (সূরা দাহার - ১৯-২১)

মাসআলা - ২২০ঃ জান্নাতীদের পোশাক কখনো পুরাতন হবে না ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ২৮৬ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২২১ঃ জান্নাতী মহিলারা একেই সাথে সত্তর জোড়া পোশাক পরিধান করে সজ্জিত হবে , যা এত উন্নতমানের হবে যে , এর ভিতর দিয়ে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা দৃষ্টি গোচর হবে ঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীসটি ২৫১ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২২২ঃ জান্নাতী মহিলাদের উড়না মান ও দামের দিক থেকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থেকে মূল্যবান হবে ঃ

এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৪৯ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২২৩ঃ খেজুরের ডালের সুক্ষ্ম সূত্র দিয়ে জান্নাতীদের পোশাক তৈরী করা হবে যা হবে লাল স্বর্ণের ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ১৩৭ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২২৪ঃ জান্নাতীরা উন্নতমানের রেশমের রুমাল ব্যবহার করবে ঃ

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه و لينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة افضل من هذا (رواه البخاري)

অর্থঃ" বারা বিন আযেব(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট একটি রেশমী কাপড় আনা হল , লোকেরা এর সৌন্দর্য এবং পাতলা অবলোকনে আশ্চার্য বোধ করল , তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন ঃ জান্নাতে সা'দ বিন মোয়াজের রুমাল এর চেয়েও উন্নত মানের"। (বোখারী)[৬১]

মাসআলা - ২২৫ঃ অজুর পানি যেখানে যেখানে পৌছে ওখান পর্যন্ত জান্নাতীদেরকে অলংকার পরানো হবে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضؤ (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ মোমেনকে ঐ পর্যন্ত অলংকার পরানো হবে যে পর্যন্ত অজুর পানি পৌঁছে"। (মুসলিম)[৬২]

মাসআলা - ২২৬ঃ জান্নাতীদের ব্যবহার করা অলংকারের যে কোন একটির চমকের সামনে সূর্যের আলো আড়াল হয়ে যাবে ঃ

عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدا اساوره لطمس ضوؤ الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم (رواه الترمذي)

অর্থ" সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ জান্নাতের জিনিস সমূহের মধ্য থেকে নখ বরাবর কোন জিনিস যদি পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় , তাহলে আকাশ ও যমিনের মাঝে যা কিছু আছে তাকে আলোকময় করে তুলবে। আর যদি একজন

---

৬১ - কিতাব বাদউল খালক, বাব মাযায়া ফী সিফাতিল জান্না।
৬২ -কিতাবুত্তাহারা বাবু ইস্তেহবাব ইতালাতুল গোররা।

জান্নাতী পুরুষ তার অলংকার সহ পৃথিবীতে উঁকি দেয় , তা হলে সূর্যের আলো এমন ভাবে আড়াল হয়ে যাবে যে ভাবে সূর্যের আলো তারকার আলোকে আড়াল করে দেয়" । (তিরমিযী)[৬৩]

মাসআলা - ২২৭ঃ জান্নাতীদের অলংকারের মধ্যে ব্যবহৃত একটি মোতি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ থেকে মূল্য বান ঃ

عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبرويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه (رواه الترمذي)

অর্থঃ "মেকদাদ বিন মা'দী কারিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ শহিদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ছয়টি ফযিলত রয়েছে , (১) শহিদের সমস্ত গোনা মাফ , আর তার শাহাদাতের সময়ই তাকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয় । (২) কবরের আযাব থেকে তাকে সংরক্ষণ করা হয় । (৩) কিয়ামতের দিন দুশ্চিন্তা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে। (৪) তার মাথায় সম্মানের এমন এক তাজ রাখা হবে যার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তার মাঝে বিদ্ধমান প্রত্যেক জিনিসের চেয়ে মূল্যবান হবে। (৫) জান্নাতে ৭২ জন হুরে ইনের সাথে তার বিয়ে হবে। (৬) আর সে তার সত্তর জন নিকট আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করবে" । (তিরমিযী)[৬৪]

৬৩ - আবওয়াব সিফাতিল জান্না ।বাব মাযায়া ফি সিফাতি আহলিল জান্না ।(২/২০৬১)

৬৪ - সহীহ্ জামে' তিরমিযী , আলবানী,খঃ২ হাদীস নং- ১৩৫৮

জান্নাতীদের বৈঠক ও আসন সমূহ

মাসআলা- ২২৮ঃ জান্নাতীরা দুরলব ও মূল্যবান রেশমী বিছানায় হেলান দিয়ে স্বীয় বাগান ও ঘরে বসবে ঃ

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ "তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভূর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে"। (সূরা রহমান- ৫৪-৫৫)

মাসআলা - ২২৯ঃ জান্নাতীরা সামনা সামনি রাখা খুব সুন্দর খাটে বসবে ঃ

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾

অর্থঃ "তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে , আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিব"। (সূরা তুর- ২০)

মাসআলা - ২৩০ ঃ জান্নাতীরা সামনা সামনি রাখা খাটে বসে চাহিদা মত পানাহারে আত্ম তৃপ্তি লাভ করবে ঃ

﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ،فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ،فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ،عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ،يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ،بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ،لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ،وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ،كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾

অর্থঃ"তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রুযী। ফল মূল এবং তারা হবে সম্মানিত। নেয়ামতের উদ্যান সমূহ। মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন , তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পান পাত্র। সু শুভ্র যা পান কারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যাথার উপাদান নেই। আর তারা তা পান করে মাতালও হবে না। (সূরা সাফ্ফাত-৪১-৪৭)

মাসআলা - ২৩১ঃ সোনা , চাদিঁ ও জাওহারের মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি আসন সমূহে পরস্পরের সামনে বসে জান্নাতীরা সুরা পাত্র পানের আগ্রহ প্রকাশ করবে ঃ

﴿أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ،فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ،ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ،وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ،يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ،بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ﴾

অথঃ"অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল , অবদানের উদ্যান সমূহে , তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে , এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে , স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে , তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। তাদের পাশে ঘুরা ফেরা করবে চির কিশোররা। পান পাত্র কুঁজা ও খাটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে , যা পান করলে তাদের শির পীড়া হবে না এবং বিকার গ্রস্তও হবে না"। (সূরা ওয়াক্বিয়া- ১০-১৯)

মাসআলা - ২৩২ঃ জান্নাতীদের বসার আসন দুর্লব সবুজ রং ও কার্পেট দ্বারা নির্মিত হবে ঃ

﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ" তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে , অত এব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভূর কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে"। (সূরা রহমান- ৫৪-৫৫)

মাসআলা - ২৩৩ঃ কোন কোন আসন উচু স্তরে থাকবে যা মখমল ও নরম কার্পেটের তৈরি খুব সুন্দর বিছানা ও মূল্যবান বালিশ সজ্জিত থাকবে জান্নাতীরা যেখানে খুশি সেখানে তাদের বৈঠক খানা স্থাপন করতে পারবে ঃ

﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ،وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ،وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ،وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ﴾

অর্থঃ" তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন,এবং সংরক্ষিত পান পাত্র। সারি সারি গালিচা আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেট ।(সূরা গাসিয়া ১৩-১৬)

মাসআলা - ২৩৪ ঃ জান্নাতীরা ঘনছায়াময় স্থানে মসনদ স্থাপন করে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে আনন্দময় আলাপচারিতায় মেতে উঠবে ঃ

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ،هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ﴾

অর্থঃ" এ দিন জান্নাতীরা আনন্দে ব্যস্ত থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে"। (সূরা ইয়াসীন- ৫৫-৫৬)

জান্নাতীদের সেবক

মাসআলা - ২৩৫ ঃ জান্নাতীদের সেবকরা সর্বদা শৈশব বয়সী হবে ঃ

মাসআলা - ২৩৬ ঃ জান্নাতীদের সেবক সর্বাদা মোতির ন্যায় সুন্দর ও মনপুত দৃশ্যমান হবে ঃ

মাসআলা - ২৩৭ঃ জান্নাতীদের সেবক এত চৌকশ হবে যে , চলতে ফিরতে এমন মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মোতি ঃ

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴾

অর্থঃ" তাদের নিকট ঘুরাফেরা করবে চির কিশোররা , আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মনি মুক্তা" (সূরা দাহার-১৯)

মাসআলা - ২৩৮ ঃ জান্নাতীদের সেবক ধুলাবালি মুক্ত মোতির ন্যায় পরিচ্ছন্ন থাকবে ঃ

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾

অর্থঃ "সুরক্ষিত মোতি সদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরা ফেরা করবে"। (সূরা তূর- ২৪)

মাসআলা - ২৩৯ ঃ মোশরেকদের নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণকারী কিছু বাচ্চা জান্নাতীদের সেবক হবে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرارى المشركين لم يكن لهم ذنوب يعاقبون بها فيد خلون النار ولم تكن لهم حسنة يجارون بها فيكونون من ملوك الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم خدام اهل الجنة (رواه ابو نعيم و ابو يعلى)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম)মোশরেকদের (নাবালেগ বয়সে মৃত্যুবরণ কারী) বাচ্চাদের সম্পর্কে, যে তাদের কোন পাপ নেই, যে কারণে তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ

করবে, বা এমন কোন সোয়াবও নেই যার ওসীলায় তারা জান্নাতের বাদশা হবে। তাহলে তাদের কি হবে ? তিনি উত্তরে বললেনঃ তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে"। (আবু নুয়াইম ওধাবু ইয়ায়লা)[৬৫]

জান্নাতের রমণী

মাসআলা - ২৪০ ঃ জান্নাতী মহিলারা সর্বপ্রকার প্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি (হায়েয, নেফাস ইত্যাদি) এবং অপ্রকাশ্য দোষ-ত্রুটি (রাগ, হিংসা ইত্যাদি) মুক্ত হবে ঃ

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থঃ" সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীরা এবং তারা ওখানে অনন্তকাল থাকবে"। (সূরা বাক্বারা - ২৫)

মাসআলা - ২৪১ঃ জান্নাতে প্রবেশ কারী মহিলাদেরকে আল্লাহ্ নুতন ভাবে সৃষ্টি করবেন এবং তারা কুমারী অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে ঃ

মাসআলা - ২৪২ ঃ জান্নাতী মহিলা তার স্বামীর সাথে মিলন হওয়ার পরও চিরকাল কুমারী থাকবে ঃ

মাসআলা-২৪৩ঃ জান্নাতী মহিলারা তাদের স্বামীদের সম বয়সী হবে ঃ

মাসআলা - ২৪৪ঃ জান্নাতী মহিলারা তাদের স্বামী প্রেমী হবে ঃ

﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، عُرُبًا أَتْرَابًا، لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾

অথঃ" আমি জান্নাতী রমণীদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি , অতপর তাদেরকে করেছি চির কুমারী , কামিনী সমবয়স্কা , ডান দিকের লোকদের জন্য"। (সূরা ওয়াক্বিয়া- ৩৫-৩৮)

মাসআলা - ২৪৫ ঃ জান্নাতী মহিলারা সৌন্দর্য এবং চারিত্রিক গুণাবলীর দিক থেকে অতুলনীয় হবে ঃ

﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

---

৬৫ - আলবানী সংকলিত সিলসিলা সহীহা, হাদীস নং- ১৪৬৮

অর্থঃ"সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ, অতএব তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নে'মত কে অস্বীকার করবে"। (সূরা রহমান ৭০-৭১)

মাসআলা - ২৪৬ঃ জান্নাতের আনন্দের পূর্ণতা লাভ হবে রমণীদের সাথে মিলনের মাধ্যমে ঃ

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾

অর্থঃ "তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর"। (সূরা যুখরুফ- ৭০)

মাসআলা - ২৪৭ ঃ ঈমান ও আমলের ভিত্তিতে জান্নাতে প্রবেশকারী নারীরা মর্যাদার দিক থেকে হুরদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান হবে ঃ

عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني نساء الدنيا افضل ام الحور العين ؟ قال بل نساء الدنيا افضل من الحور العين كفضل الظهار على البطانة قلت يا رسول الله بماذا؟ قال بصلاتهن وصيام هن، و عبادةهن الله عزوجل (رواه الطبراني)

অর্থঃ" উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলুন যে পৃথিবীর নারীরা উত্তম না জান্নাতের হুরেরা ? তিনি বললেন ঃ বরং পৃথিবীর নারীরা হুরদের চেয়ে উত্তম। যেমন কাপড়ের বাহিরের দিকটি ভিতরের দিকের চেয়ে উত্তম । আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এটা কেন ? তিনি বললেন ঃ তাদের নামায রোযা ও অন্নান্য ইবাদতের কারণে যা তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে"। (ত্বাবারানী)[৬৬]

মাসআলা - ২৪৮ ঃ জান্নাতের নারীরা যদি একবার দুনিয়ার দিকে ঝুকে তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত জায়গা আলোকময় হয়ে যাবে ঃ

মাসআলা - ২৪৯ঃ জান্নাতের নারীর মাথার উড়না পৃথিবীর সমস্ত নে'মত থেকে মূল্যবানঃ

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الى

৬৬ - মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ ,খঃ১০, পৃঃ ৪১৭,৪১৮।

الأرض لأضائت ما بينهما ولملات ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها (رواه البخاري)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ সাকাল- সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পথে বের হওয়া , দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার সব কিছু থেকে উত্তম। যদি জান্নাতী রমণীদের মধ্য থেকে কোন রমণী পৃথিবীতে উঁকি দিত , তাহলে পূর্ব থেকে পশ্চিম এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু আলোক উজ্জল হয়ে যেত। আর সমস্ত জায়গা কে সুগন্ধিতে ভরে দিত , জান্নাতের নারীর মাথার উড়না পৃথিবীর সমস্ত নে'মত থেকে মূল্যবান"। (বোখারী)[৬৭]

মাসআলা - ২৫০ ঃ জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীর বিয়ে আদম সন্তানদের মধ্য থেকে দু'জন মহিলার সাথে হবে ঃ

মাসআলা - ২৫১ ঃ জান্নাতী মহিলারা একেই সাথে সত্তর জোড়া পোশাক পরিধান করে সজ্জিত হবে , যা এত উন্নতমানের হবে যে , এর ভিতর দিয়ে তাদের শরীর দেখা যাবে ঃ

মাসআলা - ২৫২ ঃ মহিলারা এত সুন্দর হবে যে , তাদের শরীরের ভিতরের হাড্ডির মজ্জা বাহির থেকে দেখা যাবে ঃ

عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل احسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من ورائها (رواه الترمذي) صحيح

অর্থঃ" আবু সাঈদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশে আলোকময় কোন তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষদেরকে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। প্রত্যেক স্ত্রী সত্তর জোড়া করে কাপড় পরিধান করে থাকবে। আর ঐ কাপড় এত পাতলা হবে যে এর মধ্য দিয়ে তাদের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাবে"। (তিরমিযী)[৬৮]

---

৬৭ - মেশকাতুল মাসাবিহ, বাব সিফাতিল জান্না ওয়া আহলিহা, আল ফাসলুল আওয়াল।

৬৮ -আবওয়াবুল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিফাতিল জান্না। (২/২০৫৭)

عن محمد رضي الله عنه قال اما تفاخروا واما تذكروا ان الرجال في الجنة اكثر ام النساء ؟ فقال ابو هريرة رضي الله عنه اولم يقل ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والتى تليها على اضوء وراء اللحم، وما في الجنة اعزب (رواه مسلم)

অর্থঃ" মোহাম্মদ(রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ লোকেরা পরস্পরে ফখর করতে ছিল বা বলতে ছিল যে , জান্নাতে পুরুষের সংখ্যা বেশি হবে না মহিলার সংখ্যা। আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি বলেন নাই যে , সর্বপ্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জল হবে। দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশে আলোকময় কোন তারকার ন্যায় হবে। উভয় দলের পুরুষদেরকে দু'জন করে স্ত্রী দেয়া হবে। এদের পায়ের গোছার হাড্ডির মধ্য দিয়ে তাদের পায়ের গুচ্ছের মজ্জা দেখা যাবে" । (মুসলিম)[৬৯]

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فالمراد من هذا ان هاتين من بنات ادم و معهما من الحور العين ما شاء عزوجل ، والله اعلم بالصواب،

অর্থঃ" ইবনে কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য হল এই যে , এ উভয় রমণী আদম সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। আর তাদের উভয়ের সাথে থাকবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী হুরে ইনরা" ।[৭০] (এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক জ্ঞাত)

মাসআলা - ২৫৩ ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী রমণীরা তাদের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী তাদের দুনিয়ার স্বামীদেরকে গ্রহণ করবে। তবে এর জন্য শর্তহল এইযে, ঐ স্বামীকেও জান্নাতী হতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাদেরকে অন্য কোন জান্নাতীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন ঃ

মাসআলা - ২৫৪ ঃ যে মহিলাদের দুনিয়াতে একাধিক স্বামী ছিল ঐ রমণীদেরকে তাদের ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী তাদের দুনিয়ার স্বামীদের মধ্য থেকে কোন একজনকে গ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে ঃ

---

৬৯ -কিতাবুল জান্নাত ওয়া সিফাত নায়ীমিহা।

৭০ -আন নেহায়া লি ইবনে কাসীর, ফিল ফিতানে ওয়াল মালাহেম। ২য় খঃ,পৃঃ৩৭৯।

عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المراة منا تتزوج الزوجين و الثلاثة والأربعة فتموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال يا ام سلمة انها تخير فتختار احسنهم خلقا فتقول يارب ؟ ان هذا كان احسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجنيه يا ام سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والأخرة، (رواه الطبراني)

অর্থঃ"উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্য থেকে কোন কোন মহিলা দুনিয়াতে একাধিক স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় , মৃত্যুর পর যদি ঐ মহিলা জান্নাতে যায় এবং তার সমস্ত স্বামীরাও যদি জান্নাতে যায় তাহলে এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তার স্বামী হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন ঃ হে উম্মে সালামা! ঐ মহিলা তার স্বামীদের মধ্য থেকে যে কোন একজন কে বাছাই করবে। আর সে নিঃসন্দেহে উত্তম চরিত্রের অধিকারী স্বামীকেই বেছে নিবে। মহিলা আল্লাহ্র নিকট আরয করবে যে , হে আমার প্রভূ ! এ ব্যক্তি দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ভাল চরিত্র নিয়ে আমার সাথে চলেছে , অতএব তার সাথেই আমাকে বিয়ে দিন। হে উম্মে সালামা উত্তম চরিত্র দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণের মধ্যে উত্তম"। (ত্বাবারানী)[৭১]

৭১ -আন নেহায়া লি ইবনে কাসীর, ফিল ফিতন ওয়াল মালাহেম। ২য় খন্ড,পৃৎ ৩৮৭।

হুরে ইন

মাসআলা - ২৫৫ ঃ জান্নাতের অন্যান্য নে'মতের ন্যায় হুরে ইনও একটি নে'মত হবে ঃ

মাসআলা - ২৫৬ ঃ কোন কোন হুরে ইন ইয়াকুত ও মুক্তার ন্যায় লাল হবে ঃ

মাসআলা - ২৫৭ ঃ অতুলনীয় সুন্দরের সাথে সাথে হুরে ইনরা সতিত্ব ও লজ্জাসিলাতায়ও তারা নিজেরা নিজেদের তুলনা হবে ঃ

মাসআলা - ২৫৮ ঃ মানব হুরদেরকে ইতি পূর্বে অন্য কোন মানুষ স্পর্শ করে নাই , জ্বিন হুরদেরকেও ইতিপূর্বে অন্য কোন জ্বিন স্পর্শ করে নাই ঃ

﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ" তথায় থাকবে আয়তনয়না রমনীগণ , কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব তোমারা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে ? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। অতএব তোমারা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে" ? (সূরা রহমান ৫৬-৫৯)

নোটঃ উল্লেখ্য মোমেন ও সৎ মানুষের ন্যায় মোমেন ও সৎ জ্বিনেরাও জান্নাতে যাবে। ওখানে যেমন মানব পুরুষের জন্য মানব নারী ও মানব হুর থাকবে তেমনি পুরুষ জ্বিনের জন্যও নারী জ্বিন ও জ্বিন হুর থাকবে। অর্থাৎ মানুষের জন্য তার সমজাতিয় এবং জ্বিনের জন্য ও তার সমজাতিয় জোড়া থাকবে। (এব্যাপারে আল্লাহ্ ই সর্বাধিক জ্ঞাত)

মাসআলা - ২৫৯ ঃ হুরেরা এতটা লজ্জাশীল হবে যে, স্বীয় স্বামী ব্যতীত আর কারো দিকে চোখ তুলে তাকাবে না ঃ

মাসআলা-২৬০ঃ হুরেরা ডিমের ভিতর লুকায়িত পাতলা চামড়ার চেয়েও অধিক নরম হবে ঃ

﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾

অর্থঃ" তাদের নিকট থাকবে নত আয়তলোচনা তরুণীগণ যেন তারা সুরক্ষিত ডিম" । (সূরা সাফ্ফাত-৪৮-৪৯)

মাসআলা - ২৬১ ঃ জান্নাতের হুরেরা সুন্দর লাজুক চক্ষু বিশিষ্ট , মোতির ন্যায় সাদা এবং সচ্ছতা ও রং এত নিখুত হবে যেন সংরক্ষিত স্বর্ণালংকার ঃ

﴿وَحُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থঃতথায় থাকবে আয়তনয়না হুরগণ , আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায় , তারা যা কিছু করত তার পুরস্কার সরূপ" ।(সূরা ওয়াক্বিয়া -২২-২৪)

মাসআলা - ২৬২ ঃ হুরদের সাথে জান্নাতী পুরুষদের নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বিয়ে হবে ঃ

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ﴾

অর্থঃ" তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা করতে তার প্রতিফল সরূপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর। তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিব"। (সূরা তূর- ১৯-২০)

মাসআলা - ২৬৩ ঃ হুরেরা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে ঃ

﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾

অর্থঃ" তাদের নিকট থাকবে আয়ত নয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচার দিবসের জন্য" ।(সূরা সোয়াদ- ৫২-৫৩)

মাসআলা - ২৬৪ ঃ সুন্দর মোতির তাবুতে হুরেরা থাকবে , যেখানে জান্নাতী পুরুষদের সাথে তাদের সাক্ষাত হবে ঃ

﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾

অর্থঃ" সেখানে থাকবে সচ্চিরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ।

অতএব তোমারা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? তাবুতে অবস্থান কারিণী হুরগণ। অতএব তোমারা উভয়ে তোমাদের পালন কর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে"? (সূরা রহমান-৭০-৭১)

মাসআলা - ২৬৫ ঃ জান্নাতে স্বীয় স্বামীদেরকে আনন্দ দানে হুরদের সঙ্গিত ঃ

عن انس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحور العين لتغنين في الجنة يقلن نحن الحور الحسان خبئنا لازواج كرام (رواه الطبراني) صحيح

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জান্নাতে আকর্ষনীয় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা সঙ্গিত পরিবেশন করবে এবলে ঃ

আমরা সুন্দর এবং সতী ও সৎচরিত্রের অধিকারিনী হুর , আমরা আমাদের স্বামীদের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিলাম" । (ত্বারারানী)[৭২]

মাসআলা- ২৬৬ঃ ঈমানদারদের জন্য জান্নাতের হুরদেরকে আল্লাহ্ বাছাই করে রেখেছেন ঃ

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتوذي امراة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا توذيه قاتلك الله فانما هو عندك داخيل او شك ان يفارقك الينا (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" মো'য়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যখন কোন মহিলা তার স্বামীকে কোন কষ্ট দেয় , তখন আয়তনয়না হুরদের মধ্য থেকে মোমেনের স্ত্রী বলবে যে আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুক ,তাকে কষ্ট দিওনা , সে অল্প দিনের জন্য তোমার নিকট আছে অতি শীঘ্রই সে তোমাদেরকে ছেড়ে চলে আসবে" । (ইবনে মাযাহ)[৭৩]

عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن انت ؟ قالت لزيد بن حارثة ، (رواه ابن عساكر)

অর্থঃ"বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলাল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করার সময় এক যুবতী আমাকে অভ্যর্থনা জানাল

৭২ - আলবানী সংকলিত সহীহ জা'মে আস্‌সাগীর,হাদীস নং- ১৫৯৮ ।
৭৩ - ইবনে মাযাহ ,আলবানী,১ম খঃ, হাদীস নং-১৬৩৭ ।

, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম , তুমি কার ? সে বলল যে আমি যায়েদ বিন হারেসার" । (ইবনে আসাকের)[৭৪]

মাসআলা - ২৬৭ ঃ প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম ব্যক্তি যদি প্রতিশোধ না নেয় তাহলে সে তার পছন্দমত হুরকে বিবাহ করবে ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩১৮ নং মাসআলা দ্রঃ

জান্নাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

মাসআলা - ২৬৮ ঃ জান্নাতে জান্নাতীদের আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা হবে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সফলতা ঃ

﴿وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থঃ" আল্লাহ্ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের , যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব জান্নাতে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর এটাই হল মহান কৃতকার্যতা" । (সূরা তাওবা- ৭২)

মাসআলা - ২৬৯ ঃ জান্নাতীদেরকে আল্লাহ্ স্বয়ং তারঁ সন্তুষ্টির কথা তাদেরকে জানাবেন ঃ

মাসআলা - ২৬৬ ঃ জান্নাতে আল্লাহ্ জান্নাতীদের সাথে কথা বলবেন ঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عزوجل يقول لأهل الجنة يا اهل الجنة ! فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك ، فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لانرضى يارب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، فيقول: الا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون : يارب أي شيئ افضل من ذالك ؟ فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا (رواه مسلم)

৭৪ -সহীহ আল জামে' আস্সগীর, আলবানী, হাদীস নং- ৩৩৬১ ।

অর্থঃ"আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ জান্নাতীদেরকে বলবেন হে জান্নাতীরা ! তারা বলবে হে আমাদের প্রভূ আমরা তোমার সামনে উপস্থিত , সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে , আল্লাহ্ বলবে তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ ? তারা বলবে হে আমাদের প্রভূ ! আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না। তুমি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তোমার সৃষ্টির অন্য কাউকে তা দেও নাই। আল্লাহ্ বলবে আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিব না ? জান্নাতীরা বলবে হে আল্লাহ্ এর চেয়ে উত্তম আর কি আছে ? আল্লাহ্ বলবে ঃ আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলাম। এখন থেকে আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না" । (মুসলিম)[৭৫]

জান্নাতে আল্লাহ্র সাক্ষাৎ

মাসআলা- ২৭১ ঃ আল্লাহ্র দীদারের সময় জান্নাতীদের চেহারা খুশিতে উজ্জল থাকবে ঃ

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

অর্থঃ"সে দিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জল হবে , তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে"(সূরা ক্বিয়ামা - ২২-২৩)

মাসআলা - ২৭২ ঃ জান্নাতে জান্নাতীরা এত স্পষ্টভাবে আল্লাহ্কে দেখবে যেমন ১৪ তারিখের রাতে চাঁদকে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! هل نرى ربنا يوم القيامة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذالك(رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন কিছু লোক রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৭৫ -কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাত নায়ীমিহা।

ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের দিন আমারা কি আমাদের রবকে দেখব ? রাসূলাল্লাহ্(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ১৪ তারিখের রাতের চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয় ? তারা বলল ঃ না হে আল্লাহ্‌র রাসূল , স্বচ্ছ আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয় ? তারা বলল ঃ না। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা এভাবেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে" । (মুসলিম)[৭৬]

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى القمر ليلة البدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتضامون في رؤيته (رواه مسلم)

অর্থঃ"জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমরা রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম , তখন তিনি ১৪ তারিখের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ অতি শীঘ্রই কোন বাধা ব্যতীত তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। যেমন এ চাঁদকে বিনা বাধায় দেখতে পাচ্ছ" । (মুসলিম)[৭৭]

عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم تبارك وتعالى(رواه مسلم)

অর্থঃ"সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোমাদের কি আরো কোন দাবী আছে ? তারা বলবে হে আল্লাহ্ ! তুমি কি আমাদের চেহারাকে আলোকিত কর নাই ? তুমি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও নাই ? তুমি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেও নাই ? (এর পর আমরা আর কি দাবী করতে পারি !) এরপর হটাৎ করে আল্লাহ্ ও জান্নাতীদের মাঝের পর্দা উঠে যাবে , আর তখন জান্নাতীরা তাদের রবকে সরাসরি দেখবে আর তাদের এ দেখা জান্নাতের সমস্ত নে'মত থেকে উত্তম হবে" । (মুসলিম)[৭৮]

---

৭৬ - কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমেনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ।

৭৭ -কিতাবুল মাসাজিদ,ওয়া মাওয়াজিয়িস্‌সালা, বাব সালাতস্‌সুবহি ওয়াল আসর ।

৭৮ - কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাত রুইয়াতুল মুমেনীন ফিল আখেরা রাব্বাহুম সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ।

মাসআলা - ২৭৩ ঃ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র দিদার সম্ভব নয় ঃ

عن ابى ذر رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور انى اراه (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমি রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তিনি তো নূর আমি তা কি করে দেখব" ? (মুসলিম)[৭৯]

عن عبد الله رضي الله عنه قال قال ما كذب الفؤاد ما راى قال راى جبريل عليه السلام له ست مائة جناح (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , তাঁর অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে ঐ ব্যাপারে ।(অর্থাৎ) তিনি জিবরীল (আঃ) কে দেখেছেন , তিনি দেখলেন যে , তার ছয় শত পাখা আছে" । (মুসলিম)[৮০]

عن ابى هريرة رضي الله عنه ولقد راه نزلة اخرى قال راى جبريل عليه السلام (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আল্লাহ্‌র বাণী "নিশ্চয় সে (মুহাম্মদ) তাকে (জিবরীলকে) আরেক বার দেখেছিল । বর্ণনা কারী বলেন ঃ তিনি (মুহাম্মদ) জিবরীল (আঃ) কে দেখেছেন" ।(মুসলিম)[৮১]

মাসআলা - ২৭৪ ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দিদার লাভের দুয়া ঃ

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا في الصلاة اللهم بعلمك الغيب و قدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لى و

---

৭৯ - কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা " ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান ওখরা" ।
৮০ - কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা " ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান ওখরা" ।
৮১ - কিতাবুল ঈমান, বাব মা'না কাওলুল্লাহি আয্যা ওয়া জাল্লা " ওয়ালাকাদ রায়াহু নাযলাতান ওখরা" ।

تـوفني اذا علمـت الوفـاة خـيرا لى، واسـئلك خشـيتك في الغيـب والشـهادة وكلمـة الإخلاص في الرضا والغضب ، واسئلك نعيما لاينفد و قرة عين لاتنقطع واسئلك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك والشوك الى لقائك واعوذبك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان وجعلنا هداة مهتدين (رواه النسائى)

অর্থঃ" আম্মার বিন ইয়াসের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)নামাযে এদূয়া করতেন যে , হে আল্লাহ্ ! তোমার অদৃশ্য জ্ঞান ও সৃষ্টির ওপর তোমার ক্ষমতার ওসীলায় তোমার নিকট দূ'য়া করছি যে , তুমি আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত জিবীত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জিবীত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ্ আমি দৃশ্য ও অদৃশ্যে তোমাকে ভয় করার তাওফিক লাভের জন্য দোয়া করছি , রাগ ও সন্তুষ্ট উভয় অবস্থায়ই তোমার জন্য একনিষ্ঠ থাকার তাওফিক কামনা করছি। তোমার নিকট এমন নে'মত কামনা করছি যা কখনো শেষ হবে না। এমন চক্ষু তৃপ্তি কামনা করছি যা সর্বদা বিদ্ধমান থাকবে। তোমার সকল ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক কামনা করছি। মৃত্যুর পর আরাম দায়ক জীবন কামনা করছি। আর তোমার চেহারা দেখার স্বাদ আস্বাদনের তাওফিক কামনা করছি। তোমার দিদার লাভের আকাঙ্খা প্রকাশ করছি। আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন অপারগতা থেকে যা আমার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতি কর। আর তোমার আশ্রয় কামনা করছি এমন ফেতনা থেকে যা পথভ্রষ্ট করবে। হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সৌন্দর্য মন্ডিত কর। আর আমাদেরকে হেদায়েতের পথের পথিকদের অনুসারী কর" ।(নাসায়ী)[৮২]

জান্নাতীদের গুণাবলী

মাসআলা - ২৭৫ ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে যাওয়ার পর আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ঃ

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

৮২ -কিতাবুস্সালা বাব আজ্জিকর বা'দাস্সালা।

অর্থঃ" তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল , আমি তা বের করে দেব। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্র শোকর , যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনো পথ পেতাম না , যদি আল্লাহ্ আমাদরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রাসূল আমাদের নিকট সত্য কথা নিয়ে এসেছিল। জান্নাত থেকে একটি আওয়াজ আসবে , তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে"। (সূরা আ'রাফ- ৪৩)

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

অর্থঃ" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র , যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করব। মেহনত কারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার"। (সূরা যুমার- ৭৪)

মাসআলা - ২৭৬ ঃ জান্নাতে জান্নাতীদের প্রার্থনা হবে "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা" আর তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে সাক্ষাতে" আস্সালামু আলাইকুম" বলবে। আর প্রত্যেক কথার শেষে" আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বলবে ঃ

﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ" সেখানে তাদের প্রার্থনা হল পবিত্র তোমার সত্বা হে আল্লাহ ঃ আর শুভেচ্ছা হল সালাম , আর তাদের *প্রার্থনার সমাপ্তি হয় সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য*" এ বলে। (সূরা ইউনুস- ১০)

মাসআলা - ২৭৭ ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশ্তারা তাদের জন্য বরকত ও নিরাপত্বার জন্য দু'য়া করবে ঃ

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾

অর্থঃ" যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত , তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে , যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌছঁবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে

তোমাদের প্রতি সালাম , তোমরা সুখে থাক , অত পর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর" । (সূরা যুমার- ৭৩)

﴿وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾

অর্থঃ" ফেরেশ্তারা তাদের নিকট আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে , বলবে তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক" । (সূরা রা'দ- ২৩,২৪)

মাসআলা - ২৭৮ ঃ স্বয়ং আল্লাহ্ও জান্নাতীদেরকে সালাম করবে ঃ

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ﴾

অর্থঃ "করুনাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম' " (সূরা ইয়াসীন- ৫৮)

মাসআলা - ২৭৯ ঃ সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ কারীদের চেহারা ১৪ তারিখের চাঁদের ন্যায় উজ্জল হবে ঃ

মাসআলা - ২৮০ ঃ দ্বিতীয় দলটির চেহারা আকাশের উজ্জল তারকার ন্যায় হবে ঃ

মাসআলা - ২৮১ ঃ জান্নাতে কোন ব্যক্তি অবিবাহিত থাকবে না প্রত্যেকের কমপক্ষে দু'জন করে স্ত্রী থাকবে ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ২৫৪ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২৮২ ঃ জান্নাতীদের চেহারা সর্বদা স্বতেজ ও হাসি খুশি থাকবে ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৬২ নং মাসআলায় দ্রঃ।

মাসআলা - ২৮৩ ঃ জান্নাতীরা সর্বদা সুস্থ থাকবে কখনো রোগাক্রান্ত হবে না ঃ

মাসআলা - ২৮৪ ঃ জান্নাতীরা সর্বদা যুবক বয়সী থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না ঃ

মাসআলা-২৮৫ঃ জান্নাতীরা সর্বদা জিবীত থাকবে মৃত্যু তাদেরকে কখনো গ্রাস করবে না ঃ

মাসআলা - ২৮৬ ঃ জান্নাতীরা সর্বদা আনন্দের মাঝে থাকবে কখনো চিন্তিত হবে না ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادى مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، فذالك قوله عزوجل ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে , কখনো অসুস্থ হবে না। সর্বদা জিবীত থাকবে কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। সর্বদা যৌবনকাল নিয়ে থাকবে কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা আনন্দে মেতে থাকবে কখনো চিন্তিত হবে না। আর আল্লাহ্‌র বাণীর ও এ অর্থই "এ সেই জান্নাত যার উত্তরসূরি তোমাদেরকে করা হয়েছে , ঐ আমলের ওসীলায় যা তোমারা করতেছিলে"। (মুসলিম)[৮৩]

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ولا يباس لا تبلى ثيابه ولا يفنى سبابه (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা(রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন , যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সর্বদা আনন্দে মেতে থাকবে , কখনো চিন্তিত হবে না।তাদের পোশাকও পুরাতন হবে না। না যৌবন শেষ হবে"। (মুসলিম)[৮৪]

মাসআলা - ২৮৭ ঃ জান্নাতীদের পায়খানা পেসাবের প্রয়োজন দেখা দিবে না ঃ

মাসআলা - ২৮৮ ঃ জান্নাতীদের খানা পিনা ঘাম ও ঢেঁকুরের মাধ্যমে হজম হয়ে যাবে ঃ

মাসআলা - ২৮৯ ঃ জান্নাতীরা নিঃশ্বাস ত্যাগ করার ন্যায় প্রতি মূহর্তে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে ঃ

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولايتمخطون ولا يبولون ولكن طعامهم

৮৩ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।

৮৪ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।

ذلك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , জান্নাতীরা পানাহার করবে কিন্তু থুথু ফেলবে না , এবং পায়খানা পেসাবও করবে না। না নাকে পানি আসবে। সাহাবাগণ আরয করল তাহলে তাদের খাবার কোথায় যাবে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ঢেঁকুর ও ঘামের মাধ্যমে তা হজম হবে। জান্নাতীরা এমন ভাবে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করবে যেমন তারা শ্বাস গ্রহণ করে"। (মুসলিম)[৮৫]

মাসআলা - ২৯০ ঃ জান্নাতীরা ঘুমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না ঃ

عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم اخو الموت ولا ينام اهل الجنة (رواه ابو نعيم في الحلية)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , ঘুম মৃত্যুর ভাই , তাই জান্নাতীদের মৃত্যু হবে না"। (আবু নুআইম)[৮৬]

মাসআলা - ২৯১ ঃ সমস্ত জান্নাতীদের কাঁধ হবে ষাট হাত ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من يدخل الجنة على صورة ادم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , জান্নাতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তি আদম (আঃ) এর ন্যায়

---

৮৫ - আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা , হাদীস নং- ৩৬৭।
৮৬ - আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা, হাদীস নং- ১০৮৭।

ষাট হাত লম্বা হবে ,(প্রথমে মানুষ ষাট হাত ছিল)পরবর্তীতে তারা খাট হতে লাগল শেষে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে" । (মুসলিম)[৮৭]

মাসআলা - ২৯২ ঃ জান্নাতীদের চেহারায় দাড়ি - গোফ থাকবে না ঃ

মাসআলা - ২৯৩ ঃ জান্নাতীদের চোখ অলৌকিক ভাবে লাজুক হবে ঃ

মাসআলা - ২৯৪ ঃ জান্নাতীদের বয়স ৩০-৩৩ বছরের মাঝা মাঝি হবে ঃ

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء ثلاثين او ثلاث و ثلاثين سنة (رواه الترمذي)

অর্থঃ"মোয়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ,জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের চেহারায় কোন দাড়ি - গোফ থাকবে না। চক্ষুদ্বয় লাজুক হবে। বয়স হবে ৩০-৩৩ এর মাঝামাঝি" । (তিরমিযী)[৮৮]

মাসআলা - ২৯৫ ঃ জান্নাতীরা যা কামনা করবে তা সাথে সাথেই পূর্ণ হবেঃ

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهى (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , মুমেন ব্যক্তি জান্নাতে যদি সন্তান কামনা করে তাহলে মূহর্তের মধ্যেই গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব হয়ে যাবে" । (ইবনে মাযা)[৮৯]

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث و عنده رجل من اهل البادية ان رجلا من اهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له الست فيما شئت ؟ قال بلى ولكنى احب ان ازرع قال فبذر فبادر الطرف نباته

---

৮৭ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।

৮৮ - সিফাত আবওয়াবিল জান্না, বাব মাযায়া ফি সিন্নি আহলিল জান্না (২/২০৬৪)

৮৯ -কিতাবুয্‌যুহদ, বাব সিফাতুল জান্ন (২/৩৫০০)

واستواوه واستحصاده فكان امثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن ادام فانه لايشبعك شيئ فقال الأعرابي والله لاتجده الا قريشا او انصاريا فانهم اصحاب زرع واما نحن فلسنا باصحاب الزرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم (رواه البخاري)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা তাঁর সাহাবীদের সাথে কথা বলতেছিলেন আর তাঁর পাশে এক জন গ্রাম্য লোক বসাছিল , তিনি বললেন ঃ জান্নাতীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার রবের নিকট কৃষি কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি যা চাচ্ছ তা কি তোমার নিকট নেই ? জান্নাতী বলবে , কেন সবই আছে , কিন্তু কৃষি কাজ আমার পছন্দনীয় , তাই আমি তা করতে চাই। তখন ঐ ব্যক্তি জমিনে বিচ বপন করবে , মূহর্তের মধ্যেই তা ফলে আসবে এবং কাটার উপযুক্ত হয়ে যাবে। বরং পাহাড় সমান ফসল হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে আদম সন্তান এখন খুশি হও , তোমার পেট কোন কিছুতেই ভরবে না। গ্রাম্য লোকটি বলল ঃ আল্লাহ্র কসম ! এ লোকটি অবশ্যই কোরাইশ বা আনসারদের মধ্য থেকে হবে , কেননা তারাই কৃষি কাজ করে , আমরা কখনো কৃষি কাজ করিনা। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একথা শুনে মুচকি হাসলেন" ।(বোখারী)[৯০]

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نصل الى نسائنا في الجنة ؟ فقال ان الرجل ليصل في اليوم الى مائة عذراء (رواه ابو نعيم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল যে আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের নিকট যাব? তিনি বললেনঃ এক ব্যক্তি প্রতিদিন একশ কুমারী নারীর নিকট যাবে" ।(আবু নুআইম)[৯১]

---

৯০ -কিতাবুল মাযরায়া।

৯১ - আলবানী সংকলিত সিলসিলা আহাদীস সহীহা ,১ম খঃ হাদীস নং- ১০৮৭।

আদম সন্তানদের মধ্যে জান্নাতী ও জাহান্নামীর হার

মাসআলা - ২৯৭ ঃ হাজারে মাত্র একজন জান্নাতে যাবে আর বাকী ৯৯৯ জন যাবে জাহান্নামে ঃ

عن ابى سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عزوجل يا ادام فيقول : لبيك و سعديك والخير في يديك قال يقول اخرج بعث النار، قال وما بعث النار ؟ قال من كل الف تسع مائة وتسعة وتسعين، قال فذاك حين يشيب الصغير (وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) قال فاشتد ذالك عليهم قالوا يا رسول الله واين ذاك الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا فان من ياجوج وماجوج الفا و منكم رجل (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুসাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ বলবেন হে আদম ! আদম (আঃ) বলবে ঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার আনুগত্যে উপস্থিত , আর সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতেই। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ সৃষ্টির মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর। আদম বলবে ঃ জাহান্নামীদের সংখ্যা কত ? আল্লাহ্ বলবেন ঃ এক হাজারের মধ্যে ৯৯৯ জন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ এটা ঐ সময় যখন বাচ্চা বৃদ্ধ হয়ে যাবে , আর গর্ভধারিনীদের গর্বপাত হয়ে যাবে , আর তুমি লোকদেরকে দেখে বেহুস বলে মনে করবে , অথচ তারা বেহুস নয় , বরং আল্লাহ্র আযাব এত কঠিন হবে যে লোকেরা হুস জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বর্ণনা কারী বলেন ঃ একথা শুনে সাহাবাগণ হয়রান হয়ে গেল , আর বলতে লাগল , হে আল্লাহ্র রাসূল ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাহলে আমাদের মধ্যে এমন সুভাগ্যবান কে হবে যে জান্নাতে যাবে ? তিনি বললেন ঃ আশান্বিত হও। ইয়াজুজ মা'জুজের সংখ্যা এত বেশি হবে যে , ৯৯৯ জন তাদের মধ্য থেকে হবে আর বাকী একজন তোমাদের মধ্য থেকে"। (মুসলিম)[৯২]

৯২ - কিতাবুল ঈমান,বাব বয়ান কাউনু হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।

সংখ্যা গরিষ্ঠ জান্নাতী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মত

মাসআলা - ২৯৮ ঃ জান্নাতীদের দুই তৃতীয়াংশ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উম্মত আর বাকী এক তৃতীয়াংশ হবে সমস্ত নবীদের উম্মত ঃ

عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجنة عشرون و مائة صف ثمانون منها من هذه الأمة واربعون من سائر الأمم (رواه الترمذي)

অর্থঃ" বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ জান্নাতীদের একশ বিশটি কাতার হবে , যার মধ্যে আশি কাতার হবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উম্মত আর বাকী চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মত"(তিরমিযী)[৯৩]

মাসআলা - ২৯৯ঃ জান্নাতীদের অর্ধেক সংখ্যক হবে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উম্মত ঃ

عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة قال فكبرنا ثم قال انى لارجوا ان تكونوا شطر اهل الجنة وساخبركم عن ذلك مالمسلمون في الكفار الا كشعرة بيضاء في ثور اسود او كشعرة سوداء في ثور ابيض (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবদল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন তোমরা কি এতে খুশি নও যে , জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ তোমাদের মধ্য থেকে হবে ? একথা শুনে আমরা আনন্দে আল্লাহু আকবার বললাম। অতপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা কি এতে খুশি নও যে , জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হবে ? আমরা আনন্দে আবারো আল্লাহু আকবার বললাম। আবার

৯৩ -আবওয়াবুল জান্না,বাব মাযায় কাম সফ আহলিল জান্না (২/২০৬৫)

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ আমি আশা করতেছি যে , জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হবে , আর এর কারণ এই যে , কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা এমন যেমন কাল চুল বিশিষ্ট এক শরীরে একটি সাদা চুল , বা সাদা চুল বিশিষ্ট শরীরে একটি কাল চুল। (মুসলিম)[৯৪]

নোটঃ প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ বলে বলেছেন আর পরবর্তী হাদীসে বলেছেন অর্ধেক , মূলত উভয় হাদীসের মাধ্যমে জান্নাতে উম্মতে মুহম্মাদীর সংখ্যাধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য ।

(আল্লাহ্ ই এব্যাপারে ভাল জানেন)

মাসআলা - ৩০০ ঃ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে ঃ

মাসআলা - ৩০১ ঃ প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো একহাজার করে (অর্থাৎ ঃ ৪৯ লক্ষ) লোক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাতে যাবে ঃ

মাসআলা - ৩০২ ঃ এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্র তিন লুফ পূর্ণ (যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ ই ভাল জানেন) মানুষ ও উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকে জান্নাতে যাবে ঃ

عن ابى امامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا لاحساب ولا عذاب ، مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثيات ربي (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে , আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাব ও শাস্তিহীন ভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আর এ প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার লোক জান্নাতে যাবে। এর সাথে আরো আল্লাহ্র তিন লুফপূর্ণ লোক জান্নাতে যাবে" । (তিরমিযী)[৯৫]

৯৪ - কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ান কাওনু হাযিহিল উম্মা নিসফ আহলিল জান্না।

৯৫ - আবওয়াব সিফাতিল কিয়ামা, বাবা মাযয়া ফিশ্শাফায়া। (২/১৯৮৪)

عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من امتي سبعون الفا بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكشة فقال ادع الله يا نبي الله ان تجعلني منهم قال انت منهم (رواه مسلم)

অর্থঃ" ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ঐ সুভাগ্যবানরা কারা ? তিনি বললেন ঃ তারা ঐসমস্ত লোক যারা কোন দিন (অসুস্থতার কারণে) কোন চিকিৎসা বা ঝার ফুঁকের বা ছেঁক দেয়ার ব্যবস্থা করে নাই। বরং তারা শুধু তাদের রবের উপর ভরসা করে থাকে। উক্কাসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী আমার জন্য দূ'য়া করুন আমিও যেন তাদের একজন হতে পারি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি তাদের একজন"। (মুসলিম)[৯৬]

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد اذ رفع لى سواد عظيم فظننت انهم امتى فقيل لى هذا موسى وقومه ولكن انظر الى الأفق الأخر فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتك معه سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب (رواه مسلم)

অর্থঃ"ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ আমার সামনে বিভিন্ন নবীর উম্মতদেরকে পেশ করা হল , কোন কোন নবী এমনছিল যাদের সাথে দশ জন লোকও ছিল না। আবার কোন কোন নবীর সাথে এক বা দুজন লোক ছিল , আবার কোন কোন নবীর সাথে কোন লোকই ছিল না। এতমাবস্থায় আমার সামনে এক বিশাল জনসমুদ্র আসল , আমি ভাবলাম তারা আমার উম্মত , কিন্তু আমাকে বলা হল যে এহল মূসা (আঃ) এবং তাঁর উম্মত। আমাকে বলা হল আপনি আকাশের কর্ণারের দিকে

৯৬ -কিতাবুল ঈমান, বাব দলীল আলা দুখুল ত্বয়েফা মিনাল মুসলিমীন আল জান্না বিগাইরি হিসাব।

তাকান , আমি দেখতে পেলাম সেখানেও এক বিশাল জনসমুদ্র। অতপর আমাকে বলা হল আপনি আকাশের অন্য কর্ণারের দিকে তাকান , আমি দেখলাম সেখানেও এক বিশাল জনসমুদ্র। তখন আমাকে বলা হল এরা হল আপনার উম্মত। যাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে এবং শাস্তিহীন ভাবে জান্নাতে যাবে"। (মুসলিম)[৯৭]

জান্নাতে প্রবেশকারী আমলসমূহ কঠিন

মাসআলা - ৩০৩ ঃ জান্নাত কঠিন এবং মানুষের মন তিক্তকারী আমল দ্বারা ঢাকা রয়েছে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبريل الى الجنة فقال انظر اليها والى ما اعددت لأهلها فيها قال فجاءها فنظر اليها والى ما اعد الله لأهلها فيها قال فرجع اليه قال و عزتك لايسمع بها احد الا دخلها فامر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع اليها فانظر اليها والى ما اعددت لأهلها فيها قال فرجع اليها فاذا هي قد حفت بالمكاره فرجع اليها فقال وعزتك لقد خفت ان لا يدخلها احد قال اذهب الى النار فانظر اليها والى ما اعددت لأهلها فيها فاذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع اليه، فقال وعزتك لايسمع بها احد فيدخلها، فامر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فقال و عزتك لقد خشيت ان لا ينجو منها احد الا دخلها (رواه الترمذي)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন তখন জিবরীল (আঃ)কে জান্নাতের দিকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ যে জান্নাত এবং জান্নাতীদের জন্য যে , নে'মত আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। জিবরীল (আঃ) এসে তা দেখলেন এবং জান্নাত ও জান্নাতীদের জন্য যে, নে'মত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা দেখল , এর পর আল্লাহ্‌র নিকট আসল , এবং বলল তোমার ইয্যতের কসম! যেই এর কথা শুনবে সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে। অতপর আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে জান্নাতকে কষ্টকর

৯৭ - কিতাবুল ঈমান বাব দলীল আলা দুখুল ত্বয়েফা মিনাল মুসলিমীন আল জান্না বিগাইরি হিসাব।

আমলসমূহ দিয়ে ঢেকে দাও। এর পর আল্লাহ্ জিবরীল (আঃ) কে দ্বিতীয় বার নির্দেশ দিলেন তুমি আবার জান্নাতে যাও এবং জান্নাতীদের জন্য আমি যে নে'মত প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস। জিবরীল গেল তখন জান্নাত কষ্টকর আমল সমূহ দ্বারা ঢাকা ছিল , তখন সে আল্লাহ্র নিকট ফিরে এসে বলল ঃ তোমার ইয্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে এতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। অতপর আল্লাহ্ তাকে নির্দেশ দিলেন যে , এখন জাহান্নামের দিকে যাও এবং জাহান্নামীদের জন্য আমি যে শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি তা দেখে আস যে , কি ভাবে তার এক অংশ অপর অংশকে গ্রাস করছে , জিবরীল সব কিছু দেখে ফিরে এসে বলল ঃ তোমার ইয্যতের কসম ! এমন কোন লোক হবে না যে তার সম্পর্কে শোনবে অথচ সেখানে সে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে , জাহান্নামকে মনের কামনা দিয়ে ঢেকে দাও। আল্লাহ জিবরীলকে দ্বিতীয়বার বললেন ঃ তুমি আবার যাও , তখন জিবরীল দ্বিতীয় বার গেল এবং সব কিছু দেখে এসে বলল ঃ তোমার ইয্যতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে , এখন এখান থেকে কোন ব্যক্তিই মুক্তি পাবে না , সবাই সেখানে প্রবেশ করবে" । (তিরমিযী)[৯৮]

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাত কষ্ট কর আমলসমূহ দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে , আর জাহান্নাম মনের কামনা দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়েছে" ।(মুসলিম)[৯৯]

মাসআলা - ৩০৪ ঃ জান্নাত পেতে হলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন রয়েছে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة (رواه الترمذي)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভয় করেছে সে পালিয়েছে , আর যে পালিয়েছে সে

---

৯৮ - আবওয়াব সিফাতুল জান্না, মাযায়া ফি আন্নাল জান্না হুফ্ফাত বিল মাকারিহ (২/২০৭৫)

৯৯ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাত নায়িমিহা।

লক্ষস্থলে পৌঁছেছে। যেনে রেখ আল্লাহ্‌র সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান , যেনে রেখ আল্লাহ্‌র সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান , আর যেনে রেখ আল্লাহ্‌র সম্পদ হল জান্নাত" । (তিরমিযী)[১০০]

মাসআলা - ৩০৫ ঃ নে'মত ভরপুর জান্নাত অন্বেষণ কারী পৃথিবীতে কখনো নিশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারবে না ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رايت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি জাহান্নাম থেকে পালয়নকারী ব্যক্তিকে কখনো ঘুমাতে দেখি নাই। আর জান্নাত অন্বেষণ কারীকেও কখনো ঘুমাতে দেখি নাই" । (তিরমিযী)[১০১]

মাসআলা - ৩০৬ ঃ পরকালে মর্যাদা ও পুরস্কৃত হওয়ার আমল সমূহ পার্থিব দিক থেকে তিক্ত ঃ

عن ابى مالك الاشعري رضي الله عنه قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا ومرة الأخرة و مرة الدنيا حلوة الأخرة (رواه احمد و الحاكم)

অর্থঃ "আবু মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ পৃথিবীর মিষ্টতা পরকালের তিক্ততা। পৃথিবীর তিক্ততা পরকালের মিষ্টতা" । (আহমদ, হাকেম) [১০২]

মাসআলা - ৩০৭ ঃ মুমিনের জন্য দুনিয়া বন্ধি খানার ন্যায় ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر (رواه مسلم)

---

১০০ - আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা (২/১৯৯৩)
১০১ - আবওয়াব সিফাতুন ন্নার, বাব ইন্না লিন্নারি নফসাইন ।(২/২০৯৭)
১০২ - সহীহ্‌ আলজামে' আস্‌সাগীর লি আলবানী,৩য় খঃ হাদীস নং- ৩১৫০ ।

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ পৃথিবী মুমিনের জন্য বন্ধীখানার ন্যায় আর কাফেরের জন্য জান্নাতের ন্যায়" । (মুসলিম)[১০৩]

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি

মাসআলা - ৩০৮ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন ঃ

নোটঃ এ সম্পর্কিত হাদীস ৮৬ নং মাসলায় দ্রঃ ।

মাসআলা - ৩০৯ ঃ আবুবকর ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ঐ সমস্ত জান্নাতীদের সরদার হবেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন ঃ

عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع ابو بكر و عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان سيدا كهول اهل الجنة من الأولين ولأخرين الا النبيين والمرسلين ، يا على لاتخبرهما (رواه الترمذي)

অর্থঃ"আলী বিন আবুতালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম হটাৎ করে আবুবকর ও ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ও চলে আসল , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তারা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ কারী মুসলমানদের সরদার হবে , চাই তারা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের। তবে নবী রাসূলগণ ব্যতীত। হে আলী তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিওনা" ।(তিরমিযী)[১০৪]

মাসআলা - ৩১০ ঃ হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সরদার হবে যারা যৌবন কালে মৃত্যুবরণ করেছে ঃ

---

১০৩ - কিতাবুয্যুহদ ।

১০৪ -আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবুবকর সিদ্দীক (৩/২৮৯৭)

عن ابى سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ হাসান হুসাইন(রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) জান্নাতী যুবকদের সরদার হবে" । (তিরমিযী)[১০৫]

মাসআলা - ৩১১ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন , তাদেরকে আশারা মুবাশ্শারা বলা হয় ঃ

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوبكر في الجنة و عمر في الجنة وعثمان في الجنة و على في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة و عبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن ابى وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহুআনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আবুবকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী , ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুররহমান বিন আওফ জান্নাতী, সা'দ বিন আবু ওক্কাস জান্নাতী, সাঈদ বিন যুবাইর জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্রাহ জান্নাতী" ।(তিরমিযী)[১০৬]

মাসআলা - ৩১২ ঃ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহ্ আনহা) কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে একটি ঘরের সু সংবাদ দিয়েছেন ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة (رواه مسلم)

---

১০৫ - আবওয়াবুল মানাকেব ,বাব মানাকেব আবু মুহাম্মদ আলহাসান ওয়াল হুসাইন ।

১০৬ - আবওয়াবুল মানাকেব ,বাব মানাকেব আবদুররহমান বিন আওফ (৩/২৯৪৬) ।

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদিজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন" । (মুসলিম)[১০৭]

মাসআলা - ৩১৩ ঃ আয়শা(রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সু সংবাদ দিয়েছেন ঃ

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما ترضين ان تكوني زوجتي في الدنيا والأخرة قلت بلى قال فانت زوجتي في الدنيا والأخرة (رواه الحاكم)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন হে আয়শা তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে , তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী হবে ? আয়শা বলল কেন নয় ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী" । (হাকেম)[১০৮]

মাসআলা - ৩১৪ ঃ (তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ

মাসআলা - ৩১৫ ঃ বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে একটি ঘরের সু সংবাদ দিয়েছেন ঃ

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريت الجنة فرايت امراة ابى طلحة ثم سمعت خشخشة امامى فاذا بلال (رواه مسلم)

অর্থঃ"জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমাকে জান্নাত দেখানো হল , আমি আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে সেখানে দেখতে পেলাম , অতপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কোন মানুষের চলার আওয়াজ পেলাম , হটাৎ দেখলাম বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে" । (মুসলিম)[১০৯]

---

১০৭ - কিতাবুল ফাযায়েল,বাব মিন ফাযায়েল খাদীজা।

১০৮ -সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। হাদীস নং- ১১৪২।

১০৯ - কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল উম্মে সুলাইম।

মাসআলা - ৩১৬ ঃ ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে একটি ঘরের সু সংবাদ দিয়েছেন ঃ

নোটঃ ৩নং মাসআলার হাদীস দ্রঃ।

মাসআলা - ৩১৭ ঃ তলহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সু সংবাদ দিয়েছেন ঃ

عن الزبير رضي الله عنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان نهض الى الصخرة فلم يستطع فاقعد تحته طلحة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحة (رواه الترمذي)

অর্থঃ" যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)দুই জোড়া কাপড় পরিধান করেছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর আরোহণ করতে ছিলেন কিন্তু তিনি তাতে চড়তে পারতেছিলেন না। তখন তিনি তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাঁর নীচে বসালেন এবং তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাতে চড়লেন। যুবায়ের বলেন এসময় আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে গেছে"। (তিরমিযী)[১১০]

মাসআলা - ৩১৮ ঃ সা'দ বিন মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)জান্নাতী ঃ

নোটঃ এসংক্রান্ত হাদীস ২২৪ নং মাসআলা দ্র ঃ

মাসআলা - ৩১৯ ঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারী এবং বৃক্ষের নীচে বাইয়াত গ্রহণ কারীরা জান্নাতী ঃ

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية (رواه احمد)

---

১১০ - আবওয়াবুল মানাকেব বাব মানাকেব আবু মুহাম্মদ তালহা বিন ওবাইদুল্লা।(৩/২৯৩৯)

অর্থঃ "জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বদরের যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী কোন লোক জাহান্নামী হবে না" ।(আহমদ)[১১১]

নোট ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি ৬হিঃ যিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় , সাহাবাগণ হুদায়বিয়ার ময়দানে একটি গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে হাত রেখে তাঁর অনুগত্বে জীবন দেয়ার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করে। আর ঐ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাহাবাগণকে আসহাবুস্‌সাজারা বলা হয়।

মাসআলা - ৩২০ ঃ আবদুল্লাহ বিন সালামকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ

عن سعد رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي انه في الجنة الا لعبد الله بن سلام (رواه مسلم)

অর্থঃ" সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোন জীবিত চলমান ব্যক্তির ব্যাপারে একথা বলতে শুনি নাই যে সে জান্নাতী তবে শুধু আবদুল্লাহ্ বিন সালামকে একথা বলেছেন" । (মুসলিম)[১১২]

নোটঃ সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শুধু আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেই এ সুসংবাদ দিতে শুনেছেন তাই তিনি তার ব্যাপারেই বর্ণনা করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অন্য সাহাবীদেরকেও জান্নাতের সু সংবাদ দিতে শুনেছেন তাই তারা অন্যদের কথাও বর্ণনা করেছেন।

মাসআলা - ৩২১ ঃ মারইয়াম বিনতে ইমরান , ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী খাদিজা , ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে ঃ

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء اهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة و خديجة وآسية امراة فرعون (رواه الطبراني)

---

১১১ - সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। হাদীস নং- ২১৬০।

১১২ - আবওয়াব মানাকেব,বাব ফজল মান বাইয়া তাহতাস্‌সাজারা।(৩/৩০৩৩)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা , খাদিজা , ও ফেরাউনের স্ত্রী আসীয়া" । (তাবারানী)[১১৩]

মাসআলা - ৩২১ ঃ যায়েদ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জান্নাতী ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرايت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين (رواه ابن عساكر)

অর্থঃ"আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলের দুটি স্তর দেখতে পেলাম" । (ইবনে আসাকের)[১১৪]

মাসআলা - ৩২৩ ঃ আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জান্নাতী ঃ

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر الا اخبرك ما قال الله عزوجل لابيك قلت بلى قال ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب و كلم اباك كفاحا فقال يا عبدى تمن على اعطيك قال يا رب تحييني فاقتل فيك ثانية قال انه سبق مني انهم اليها لايرجعون قال يا رب فابلغ من ورائى فانزل الله عزوجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" যাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আবদুল্লাহ্ বিন হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহিদ হলেন , তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ হে জাবের ! আমি কি তোমাকে ঐ কথা বলব না , যা আল্লাহ্ তোমার পিতা সম্পর্কে বলেছেন ? আমি বললাম ঃ কেন নয় ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন নাই । কিন্তু তোমার পিতার সাথে কোন পর্দা ব্যতীত কথা বলেছে এবং বলেছেন হে আমার বান্দা তুমি যা চাওয়ার তা চাও , আমি তোমাকে

১১৩ - সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী । হাদীস নং- ১৪৩৪ ।

১১৪ - সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী । হাদীস নং১৪০৬ ।

দিব। তোমার পিতা বলছে হে আমার রব ? আমাকে দ্বিতীয় বার জিবীত কর , যাতে আমি তোমার রাস্তায় শহিদ হতে পারি। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমার পক্ষ থেকে এবিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে , মৃত্যুর পর দুনিয়াতে আর ফেরত আসা যাবে না। তোমার পিতা বলল ঃ হে আমার রব ! তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীকে আমার এ পয়গাম শুনিয়ে দাও যে , (আমি দ্বিতীয়বার শহিদ হয়ে মৃত্যুবরণের আকাঙ্খা করছিলাম)তখন আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন , "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করনা। বরং তারা জিবীত। তারা তাদের পালনকর্তার নিকট রিযিক প্রাপ্ত হয়"। (সূরা আল ইমরান -১৬৯) (ইবনে মাজা)[১১৫]

মাসআলা - ৩২৪ ঃ আম্মার বিন ইয়াসার এবং সালমান ফারেসী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) জান্নাতী ঃ

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم (رواه الحاكم)

অর্থঃ"আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত , আলী , আম্মার , সালমান (রযিয়াল্লাহু আনহুম)" (হাকেম)[১১৬]

মাসআলা - ৩২৫ ঃ জা'ফর বিন আবুতালেব এবং হামজা (রাযিয়াল্লাহ্ আনহুমা) জান্নাতী ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فاذا جعفر يطير مع الملائكة واذا حمزة متكىء على سرير (رواه الطبراني)

অর্থঃ" ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে , জা'ফর ফেরেশ্তাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামজা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে"। (ত্বাবারানী)[১১৭]

মাসআলা - ৩২৬ ঃ যায়েদ বিন হারেসা (রাযিয়াল্লাহ্ আনহু) জান্নাতী ঃ

---

১১৫ - সহীহ সুনানে ইবনে মাজা লি আলবানী,খঃ২য়, হাদীস নং- ২২৫৮।

১১৬ -সহীহ আল জামে আস্সাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং- ১৫৯৪)

১১৭ - সহীহ আল জামে আস্সাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং- ৩৩৫৮)

عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن انت ؟ قالت لزيد بن حارثة (رواه ابن عساكر)

অর্থঃ" বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করতেই আমাকে এক যুবতী স্বাগতম জানাল , আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কার জন্য ? সে বলল ঃ যায়েদ বিন হারেসার জন্য" । (ইবনে আসাকের)[১১৮]

মাসআলা - ৩২৭ ঃ গুমাইসা বিনতে মিলহান (রাযিয়াল্লাহ্ আনহা) জান্নাতী ঃ

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فقلت ما هذه الخشفة فقيل الغميصاء بنت ملحان (رواه احمد)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আমার সামনে কারো চলার আওয়াজ পেলাম আমি (জিবরীলকে)জিজ্ঞেস করলাম এ কিসের আওয়াজ ? আমাকে বলা হল যে এটা গুমাইসা বিনতে মিলহানের চলার আওয়াজ" । (আহমদ)[১১৯]

নোটঃ উল্লেখ্য যে গুমাইসা বিনতে মিলহানের শশুর ও ছেলে ওহুদ যুদ্ধে শহিদ হয়েছিল , আর তার ভাই হারাম বিন মিলহান বি'র মাউনার ঘটনায় শহিদ হয়েছিল । আর সে নিজে কুবরুস দ্বীপে আক্রমণ করে প্রত্যবর্তনকারী সৈন্যদের অর্ন্তভুক্ত ছিল , আর ঐ সফরেই তিনি আল্লাহ্র প্রিয় হয়ে গিয়ে ছিলেন । (ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

মাসআলা-৩২৮ ঃ হারেসা বিন নো'মান (রাযিয়াল্লাহ্ আনহু) জান্নাতী ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن نعمان كذالكم البر كذالكم البر (رواه الحاكم)

---

১১৮ - সহীহ আল জামে আস্সাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং- ৩৩৬১)

১১৯ - সহীহ আল জামে আস্সাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং- ৩৩৬৩)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে ক্বেরাতের আওয়াজ শুনতে পারলাম , আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কে ? ফেরেশ্তা উত্তরে বলল ঃ হারেসা বিন নো'মান । একথা শুনে তিনি বললেন ঃ এটিই নেকীর প্রতিদান এটিই নেকীর প্রতিদান" । (হাকেম)[১২০]

মাসআলা - ৩২৯ ঃ মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত কারীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعلم اول زمرة تدخل الجنة من امتى ؟ قلت الله و رسوله اعلم فقال المهاجرون يأتون يوم القيامة الى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة او قد حوسبتم؟ فيقولون باي شيء نحاسب؟ وانما كانت اسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذالك؟ قال فيفتح لهم فيقيلون فيه اربعين عاما قبل ان يدخلها الناس ، (رواه الحكم)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা কি জান যে , আমার উম্মতের মধ্যে কোন দলটি সর্ব প্রথম জান্নাতে যাবে ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত । তখন তিনি বললেন ঃ মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত কারীরা কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় আসবে আর তাদের জন্য দরজা খুলে যাবে। জান্নাতের দরওয়ান তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে , তোমাদের হিসাব নিকাস হয়ে গেছে ? তখন তারা বলবে কিসের হিসাব ? আমাদের তরবারী আল্লাহ্র পথে আমাদের কাঁধে ছিল আর ঐ অবস্থায়ই আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তখন জান্নাতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেয়া হবে , আর তারা অন্যদের জান্নাতে প্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্বে সেখানে প্রবেশ করে আনন্দ করতে থাকবে" । (হাকেম)[১২১]

মাসআলা - ৩৩০ ঃ ইবনে দাহদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জান্নাতী ঃ

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن دحداح لم اتى بفرس عرى فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه

১২০ - সহীহ আল জামে আস্সাগীর লি আলবানী, (হাদীস নং- ৩৩৬৬)

১২১ - সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী। (হাদীস নং৮৫২)।

نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق او مدلى في الجنة لأبن الدحداح (رواه مسلم)

অর্থঃ" জাবের বিন সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে দাহদার জানাযার নামায পড়ানোর পর তাঁর পাশে উন্মুক্ত পিঠ বিশিষ্ট একটি ঘোড়া আনা হল , এক ব্যক্তি তা ধরল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে আরোহণ করলেন। ঘোড়াটি তখন ভয়ে ভিত হয়ে বলতে লাগল আমরা সবাই আপনার পিছনে পিছনে চলতে ছিলাম , হটাৎ লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল যে , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইবনে দাহদার জন্য জান্নাতে কত ফল ঝুলছে" । (মুসলিম)[১২২]

মাসআলা - ৩৩১ ঃ উম্মুল মুমেনীন হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জান্নাতী ঃ

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل راجع حفصة فانها صوامة قوامة وانها زوجتك في الجنة (رواه الحاكم)

অর্থঃ"আনস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জিবরীল আমাকে বলেছে যে, আপনি হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে প্রত্যাবর্তন করুন, কেননা সে অধিক রোযাদার ও অধিক নফল নামায আদায় কারী এবং সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী" । (হাকেম)[১২৩]

মাসআলা - ৩৩২ ঃ উক্কাসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জান্নাতী ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীসটি ৩০২ নং মাসআলা দ্রঃ।

---

১২২ - কিতাবুল জানায়েয, বাব রকুবুল মুসাল্লি আলা আল জানাযা ইযা ইনসারাফা।

১২৩ - সহীহ আল জামে আস্সাগীর লি আলবানী, খঃ ৪ (হাদীস নং- ৪৭২৭)

জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের গুণাবলী

মাসআলা - ৩৩৩ ঃ নরম দিল , খোস মেজাজ , সর্বদা আল্লাহ ভিতু কারো কোন ক্ষতিকারী নয় ধৈর্যশীল ব্যক্তি জান্নাতী হবে ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহ হবে পাখীর অন্তরের ন্যায়" ।(মুসলিম)[১২৪]

মাসআলা - ৩৩৪ ঃ জান্নাতে গরীব-মিসকীন, ফকীর পরমুখাপেক্ষী দুর্বল লোকদের সংখ্যাধিক্য হবে ঃ

عن هارثة بن وهب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل الجنة ؟ قالوا بلى قال كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابره ثم قال الا اخبركم باهل النار ؟ قالوا بلى قال كل عتل جواظ مستكبر (رواه مسلم)

অর্থঃ"হারেসা বিন ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন তিনি বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের গুণাবলীর কথা বলবনা ? সাহবাগণ বলল ঃ হাঁ বলুন। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক দূর্বল , লোকচোখে হেয় , কিন্তু সে যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র নামে কসম করে তাহলে আল্লাহ্ তার কসম পূর্ণ করবেন। অতপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের কথা বলব না ? তারা বলল ঃ বলুন। তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক ঝগড়াকারী , দুশ্চরিত্র , অহংকারী ব্যক্তি" । (মুসলিম)

মাসআলা - ৩৩৫ঃ নরম দিল , ভদ্র , খোশ মেজাজ , প্রত্যেক ভাল লোক যাকে চিনে ঃ

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل لين سهل قريب من الناس (رواه احمد)

---

১২৪ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।

অর্থঃ" ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নরম দিল ভদ্র এবং মানুষের সাথে মিশুক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম" ।

মাসআলা-৩৩৬ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে ঃ

عن ابی هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد ابى (رواه البخاري)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে তবে ঐ সমস্ত লোক ব্যতীত যারা জান্নাতে যেতে চায়না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহ্র রাসূল কে জান্নাতে যেতে চায়না ? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে যাবে আর যে আমার নাফরমানী করে সে জাহান্নামী" । (বোখারী)[১২৫]

মাসআলা - ৩৩৭ ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে যে ব্যক্তি প্রতি দিন বার রাকাত নামায (ফজরের পূর্বে দু'রাকাত ,জোহারের পূর্বে চার রাকাত , পরে দু'রাকাত , মাগরীবের পরে দু'রাকাত , এশার পরে দু'রাকাত সুন্নত) আদায় করে সে জান্নাতে যাবে ঃ

عن ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلى لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী , উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন , তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরজ ব্যতীত বার রাকাত নফল নামায আদায় করবে , আল্লাহ্ তার জান্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মান করবেন" । (মুসলিম)[১২৬]

১২৫ - কিতাবুল ইতে'সাম বিল কিতাবি ওয়াস্সুন্ন। বাব ইকতেদা বি সুনানি রাসূলিল্লাহ।

১২৬ - কিতাব সালাতুল মুসাফেরীন,বাব ফযলু সুনানিরত্মাতিবা।

মাসআলা - ৩৩৮ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী জান্নাতে যাবে ঃ

عن ابى ايوب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا و تقيم الصلاة وتوتى الزكاة وتصل ذا رحمك فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسك بما امربه دخل الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু আয়্যুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললঃ আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলেন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। নামায কায়েম কর যাকাত আদা কর , আর আত্মীয়তার সর্ম্পক বজিয়ে রাখ , যখন ঐ লোক ফিরে যেতে লগল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তাকে যা করতে বলা হল যদি সে এর ওপর আমল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" ।(মুসলিম)[১২৭]

মাসআলা - ৩৩৯ঃ চরিত্রবান , তাহাজ্জদগুজার , অধিক পরিমাণে নফল রোযা আদায়কারী ও অন্যকে খাদ্য দানকারী জান্নাতে যাবে ঃ

عن علی رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها فقام اليه اعرابي فقال لمن هي يا نبي الله ؟ قال هي لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন কিছু ঘর আছে যার ভিতর থেকে বাহিরের সব কিছু দেখা যাবে , আবার বাহির থেকে ভিতরের সব কিছু দেখা যাবে। এক বেদুইন ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ঘর কার জন্য ? তিনি বললেনঃ ঐ ব্যক্তির জন্য যে ভাল কথা

---

১২৭ - কিতাবুল ঈমান , বাব বয়ানুল ঈমান আল্লাযী ইয়াদখুলুল জান্না।

বলে , অন্যকে আহাড় করায় , অধিক পরিমাণে নফল রোযা রাখে , আর যখন লোকেরা আরামে নিদ্রারত থাকে তখন উঠে নামায আদায় করে" । (তিরমিযী)[১২৮]

মাসআলা - ৩৪০ ঃ ন্যায়পরায়ন বাদশা , অপরের প্রতি অনুগ্রহকারী , নরম অন্তর , কারো নিকট কোন কিছু চায়না এমন ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে ঃ

عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته واهل الجنة ثلاثة ذوسلطان مقسط متصدق وموفق رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال (رواه مسلم)

অর্থঃ" ইয়াজ বিন হিমার মাজাসেয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিন প্রকারের লোক জান্নাতে যাবে। ন্যায় পরায়ন বাদশা , সত্য বাদী , নেক আমল কারী , আর ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়র সাথে এবং প্রত্যেক মুসলমানের সথে দয়া করে। ঐ ব্যক্তি যে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে এবং বিনা প্রয়োজনে কারো নিকট কোন কিছু চায়না" ।(মুসলিম) [১২৯]

মাসআলা - ৩৪১ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনায় আনন্দ অনুভব কারী , ইসলামকে সন্তুষ্ট চিত্বে স্বীয় দ্বীন হিসেবে বিশ্বাস কারী ও জান্নাতে যাবে ঃ

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة (رواه ابوداود)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে যে আল্লাহকে রব হিসেবে , ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব" । (আবুদাউদ)[১৩০]

মাসআলা - ৩৪২ঃ দুই বা দুয়ের অধিক কন্যাকে সু শিক্ষা দানকারী এবং বালেগা হওয়ার পর তাদেরকে সু পাত্রে পাত্রস্থকারী ব্যক্তিও জান্নাতী হবে ঃ

---

১২৮ - আবওয়াবুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিফাত গুরাফিল জান্না (২/২০৫১)

১২৯ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা , বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার।

১৩০ - আবওয়াবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার (১/১৩৫৩)

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة انا وهو و ضمم اصابعه (رواه مسلم)

অর্থঃ"আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন পালন করল , কিয়ামতের দিন আমি ও ঐ ব্যক্তি এক সাথে উপস্থিত হব , একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন (যে এভাবে)। (মুসলিম)[১৩১]

মাসআলা - ৩৪৩ঃ ওজুর পর দুইরাকাত নফল নামায (তাহিয়্যাতুল ওজু) রীতিমত আদায়কারীও জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال صلاة الغداة يا بلال حدثنى بارجى عمل عملته عندك فى الاسلام منفعة فانى سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة قال بلال ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعة من انى لم اتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذالك الطهور ما كتب الله لى ان اصلى (متفق عليه)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ফজরের নামাযের পর বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলেন হে বেলাল ! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার এমনকি আমল আছে যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাখ ? কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চলার শব্দ পেয়েছি। বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলল ঃ আমি এর চেয়ে আধিক কোন আমল তো দেখছিনা যে , দিনে বা রাতে যখনই আমি ওজু করি তখনই যতটুকু আল্লাহ্ তাওফীক দেন ততটুকু নফল নামায আমি আদায় করি" । (বোখারী ও মুসলিম)[১৩২]

মাসআলা - ৩৪৪ঃ যথাযত নামাযী, স্বামীর অনুগত স্ত্রী জান্নাতী হবে ঃ

১৩১ - কিতাবুল বির ওয়াসসিলা,বাব ফযলুল ইহসান ইলালবানাত ।

১৩২ - মোখতাসার সহীহ মুসলিম লি আলবানী,হাদীস নং- ১৬৮২ ।

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلى الجنة من أي ابواب الجنة شئت (رواه ابن حبان)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে মহিলা পাচঁ ওয়াক্ত নামায আদায় করে , রমযান মাসে রোযা রাখে , স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে , স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে যে , জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর"। (ইবনে হিব্বান)[১৩৩]

মাসআলা - ৩৪৫ঃ আত্মীয়া , শহিদ , ঈমানদারদের নবজাতক শিশু মৃত্যুবরণকারী , এবং জীবন্ত প্রথিত সন্তান (জাহিলিয়াতের যুগে যা করা হত) জান্নাতী হবে ঃ

عن حسنا بنت معاوية رضي الله عنها قالت حدثنا عمى قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة (رواه ابوداود)

অর্থঃ" হাসনা বিনতে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমাকে আমার চাচা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন , তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করেছি যে , কোনধরণের লোকেরা জান্নাতী হবে ? তিনি বললেন ঃ শহিদরা জান্নাতী ,(মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু জান্নাতী ,(জাহিলিয়্যাতের যুগে) জীবন্ত প্রথিত শিশু জান্নাতী ।" (আবুদাউদ)[১৩৪]

মাসআলা - ৩৪৬ ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী জান্নাতী হবে ঃ

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فوا ق ناقة وجبت له الجنة (رواه الترمذي)

---

১৩৩ - সহীহ্ আল জা'মে আস্‌সাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আলবানী, খঃ১ম, হাদীস নং- ৬৭৩।

১৩৪ - কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি ফজলিশ্শুহাদা। (২/২২০০)

অর্থঃ" মুয়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করেছে যতক্ষণ কোন উটের দুধ দোহন করতে সময় লাগে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব" । (তিরমিযী)[১৩৫]

মাসআলা - ৩৪৭ঃ মুত্তাকী এবং চরিত্রবান লোক জান্নাতে যাবে ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله و حسن الخلق و سئل عن اكثر يدخل الناس النار قال الفم والفرج (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল কোন আমলের করণে সর্ববাধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে ? তিনি বললেন ঃ তাকওয়া (আল্লাহ্‌ ভীতি) ও উত্তম চরিত্র" । (তিরমিযী)[১৩৬]

মাসআলা - ৩৪৮ঃ ইয়াতীমের লালন পালন কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له او لغيره انا وهو كهاتين في الجنة واشار مالك بالسبابة والوسطى (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ইয়াতীমের লালন পালন কারী , চাই ইয়াতীম তার আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় ও আমি জান্নাতে এ দু' আঙ্গুলের ন্যায় এবলে তিনি তাঁর দু'আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন যে এভাবে এক সাথে থাকব। ইমাম মালেক (রাঃ) শাহাদাত ও মাধ্যাঙ্গুলের প্রতি ইশারা করে দেখিয়েছেন" । (মুসলিম)[১৩৭]

মাসআলা - ৩৪৯ঃ যার হজ্জ কবুল হয়েছে সে জান্নাতী হবে ঃ

---

১৩৫ - আবওয়াব ফজলুল জিহাদ,বাবা মা যায়া ফিল মুজাহিদ ওয়াল মুকাতিব , ওয়ান্নাকেহ, (২/১৩৫৩)

১৩৬ - কিতাবুল বির ওয়াসসিলা , বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক।

১৩৭ - কিতাবুয্‌যুহদ ,বাব ফজলুল ইহসান ইলা আল আরমিলা ওয়াল মিসকীন ওয়াল ইয়াতীম।

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة (متفق عليه)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন , এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মাঝে যে পাপ করা হয় , পরবর্তী ওমরা তার জন্য কাফ্ফারা। আর কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হল জান্নাত"। (বোখারী ও মুসলিম)[১৩৮]

মাসআলা - ৩৫০ ঃ মসজিদ নির্মাণ কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله (رواه مسلم)

অর্থঃ" ওসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানাবে আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘড় জান্নাতে নির্মাণ করবে"। (মুসলিম)[১৩৯]

মাসআলা -৩৫১ ঃ লজ্জাস্থান ও জিহ্বা সংরক্ষণকারী জান্নাতী হবে ঃ

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة (رواه البخاري)

অর্থঃ" সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার দাড়ী ও গোফের মধ্যবর্তীস্থান (মুখ) এবং তার উভয় পায়ের মধ্যবর্তীস্থান (লজ্জা স্থান) সংরক্ষণের জিম্মা গ্রহণ করবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মা গ্রহণ করব"। (বোখারী)[১৪০]

মাসআলা -৩৫২ ঃ প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম আচরণকারী জান্নাতী হবেঃ

---

১৩৮ - কিতাবুল ওমরা, বাব ওজুবুল ওমরা ওয়া ফজলুহা।

১৩৯ - কিতাবুয্যুহদ ,বাব ফজলু বিনায়িল মাসজিদ।

১৪০ -কিতাবুর রিকাক, বাব হিফজুল লিসান।

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة تصوم النهار و تقوم الليل و تؤذي جيرانها قال هى في النار قالو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانة تصلى المكتوبة وتصدق بالاثوار من الاقط ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة (رواه احمد)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমুক মহিলা দিনে রোযা রাখে রাতে তাহাজ্জদ নামায পড়ে , কিন্তু সে তার প্রতিবেশী কে কষ্ট দেয় , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ সে জাহান্নামী , অতপর সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যে , অন্য এক মহিলা শুধু ফরজ নামায আদায় করে ,আর পনিরের একটুকরা করে তা দান করে , কিন্তু সে তার প্রতিবেশী কে কোন কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন ঃ সে জান্নাতী"। (আহমদ) [১৪১]

মাসআলা -৩৫৩ ঃ আল্লাহ্র নিরান্নব্বই নাম মুখস্ত কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا من احصاها دخل الجنة (متفق عليه)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র এক কম একশত অর্থাৎ ঃ নিরান্নব্বইটি নাম আছে , যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে যাবে"। (মোত্তাফাকুন আলাই)[১৪২]

মাসআলা -৩৫৪ ঃ কোরআ'নের সংরক্ষণকারী জান্নাতে যাবে ঃ

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنة اقرا واصعد فيقرء ويصعد بكل آية درجة حتى يقرء آخر شيء معه (رواه ابن ماجة)

---

১৪১ -তামামুল মিন্না বিবায়ানিল খিসাল আল মুওজেবা বিল জান্না, হাদীস নং- ১৩৬।

১৪২ - আললু'লু ওয়াল মারজান।২য় খঃ হাদীস নং ১৭১৪।

অর্থঃ" আবুসাইদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোরআ'ন সংরক্ষণকারী যখন জান্নাতে যাবে তখন তাকে বলা হবে কোরআ'ন পাঠ করতে থাক এবং এক এক স্তর করে আরোহণ করতে থাক। তখন সে প্রত্যেক আয়াত পাঠের মাধ্যমে একেক স্তর করে আরোহণ করবে। এমনকি তার সংরক্ষিত(মুখস্ত কৃত) সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে সে তার নিদৃষ্ট স্থানে আরোহণ করবে এবং সেটাই তার ঠিকানা হবে"। (ইবনে মাযা)[১৪৩]

মাসআলা -৩৫৫ ঃ বেশি বেশি সালাম বিনিময় কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشو السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام (رواه الترمذى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ হে মানব মন্ডলী সালাম বিনিময় কর , মানুষকে আহাড় করাও , যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে তখন নামায পড় , তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (তিরমিযী)[১৪৪]

মাসআলা -৩৫৬ ঃ রুগী দেখাশোনাকারী জান্নাতী হবে ঃ

عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع (رواه مسلم)

অর্থঃ" সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রুগীর দেখাশোনাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানে থাকে"। (মুসলিম)[১৪৫]

মাসআলা -৩৫৭ ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণ কারী জান্নাতী হবে ঃ

---

১৪৩ - কিতাবুল আদব , আবওয়াবুজজিকর, বাব সাওয়াবুল কোরআ'ন (২/৩০৪৭)

১৪৪ - আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা ,অনুচ্ছেদ নং- (১০/২০১৯)

১৪৫ - কিতাবুল বির ওয়াসসিলা,বাব ফযলু ইয়াদাতিল মারিজ।

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلطمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন" । (মুসলিম)[১৪৬]

মাসআলা -৩৫৮ ঃ সঠিক ভাবে ওজু করার পর কালমা শাহাদাত পাঠকারী জান্নাতী হবে ঃ

নোটঃ এ সংক্রান্ত হাদীস ৯২ নং মাসআলা দ্র ঃ।

মাসআলা -৩৫৯ ঃ সকাল - সন্ধা সায়্যেদুল ইস্তেগফার পাঠকারী জান্নাতী হবে ঃ

عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما ستطعت اعوذبك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك على ابوء بذنبي فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسى فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة (رواه البخارى)

অর্থঃ"সাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সায়্যেদুল ইস্তেগফার হল "আল্লাহুম্ম আন্তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা , খালাকতানী , ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা , ওয়া ওয়দিকা মাস্তাতা'তু , আউজুবিকা মিন সার্‌রি মা সানা'তু , আবুওলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা , আবুও বিজানবি , ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুজুনুবা ইল্লা আন্তা।

অর্থঃ"হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভূ , তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ , আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা , আর আমি আমার সাধ্যমত তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি ,আমার প্রতি তোমার নে'মতের স্বীকৃতি প্রদান করছি , আর আমি আমার গোনা খাতা

---

১৪৬ - কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দূ'য়া,বাব ফযলুল ইজতেমা' আলা তেলওয়াতিল কোরআ'ন।

স্বীকার করছি , অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর , নিশ্চয় তুমি ব্যতীত গোনা মাফকারী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি একীন সহ এদূয়া দিনের বেলা পাঠ করে , আর সন্ধার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতী , আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা ইকীন সহ এদূয়া পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সেও জান্নাতী"। (বোখারী)[১৪৭]

মাসআলা - ৩৬০ ঃ যার চোখ অন্ধ হয়ে যায় আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী হবে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى قال اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة (رواه البخارى)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি যখন আমার কোন প্রিয় বান্দকে তার দুটি প্রিয় অঙ্গ (চোখ দ্বরা) আমি পরীক্ষা করি , আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি"। (বোখারী)[১৪৮]

মাসআলা -৩৬১ ঃ পিতা-মাতার সেবা কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم انفه رغم انفه رغم انفه من ادرك ابوايه عند الكبر احدهما او كلايهما فلم يدخل الجنة (رواه البخارى)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলষ্ঠিত হোক , ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলষ্ঠিত হোক , ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলষ্ঠিত হোক , যে তার পিতা-মাতাকে বা তাদের কোন একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারল না"। (মুসলিম)[১৪৯]

মাসআলা -৩৬২ ঃ মোসলমানদের কোন কষ্টদায়ক বস্ত্র দূর কারী জান্নাতী হবে ঃ

---

১৪৭ - মোখতাসার সহী বোখারী লি যুবাইদী, হাদীস নং- ২০৭০।

১৪৮ - কিতাবুল মারাজ, বাব ফজলু মান জাহাবা বাসারুহু।

১৪৯ - কিতাবুল বির ওয়াসসিলা , বাব তাকদীম বিরুল ওয়ালিদাইন আলা তাতাউ' বিস্সালা।

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشجرة كانت تؤذي المسلمين فجاء رجل فقطعها فدخل الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ"আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ একটি গাছ মোসলমানদেরকে কষ্ট দিতে ছিল, তখন এক ব্যক্তি এসে তা কেটে দিল , এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করল" । (মুসলিম)[১৫০]

মাসআলা -৩৬৩ ঃ রোগে ধৈর্যধারণ কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن عطا بن رباح قال لى ابن عباس رضي الله عنهما الا اريك امراة من اهل الجنة ؟ قلت بلى، قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت انى اصرع وانى اتكشف فادع الله لى، قال ان شئت صبرت ولك الجنة ، وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر فقالت انى اتكشف، فادع الله لى ان لا اتكشف، فدعا لها (رواه البخاري)

অর্থঃ" আতা বিন রাবাহ থেক বর্ণিত , তিনি বলেন ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাকে বলেছেন , আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী রমণী দেখাব না ? আমি বললাম কেন নয় , তিনি এক মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন ঃ গত কাল যে মহিলাটি , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল ঃ যে , আমি মিরগী রুগী , আর এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায় , তাই আপনি কি আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দূয়া করবেন যেন আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করেন ? তিনি বললেন ঃ যদি তুমি চাও তাহলে ধৈর্য ধর আর এর বিনিময়ে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য দুয়া করি , তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিবেন। তখন ঐ মহিলা বলল ঃ আমি ধৈর্য ধারন করব , কিন্তু সাথে এ আবেদন ও করছি যে এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায় , আপনি আমার জন্য দুয়া করুন যাতে আমার সতর না খুলে , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য এ দুয়া করলেন" । (বোখারী)[১৫১]

---

১৫০ - কিতাবুল বির ওয়াসসিলা,বাব ফজলু ইযালাতিল আযা মিনাত্তারীক।

১৫১ - কিতাবুল মারজা,বাব ফজলু মান ইয়ুসরাউ মিনাররিহ।

মাসআলা -৩৬৪ ঃ নবী , শহিদ , সিদ্দীক , মৃত্যুবরণ কারী নবজাতক শিশু , আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভায়ের সাথে সাক্ষাতকারী জান্নাতী হবে ঃ

মাসআলা -৩৬৫ ঃ স্বীয় স্বামীর ভক্ত , অধিক সন্তান জন্মদানে কষ্ট সহ্যকারী এবং স্বামীর নির্যাতনে ধৈর্যধারন কারিনী জান্নাতী হবে ঃ

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الا اخبركم برجالكم من اهل الجنة المولود في الجنة والرجل يزور اخاه في ناحية المصر في الله في الجنة الا اخبركم بنسائكم من اهل الجنة ؟ الودود الولود ، العوود التى اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك ، لا اذوق غمضا حتى ترضى (رواه الطبراني)

অর্থঃ" কা'ব বিন ওজরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি কি জান্নাতী পুরুষদের কথা তোমাদেরকে বলব না ? নবী , শহিদ , সিদ্দীক , মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু , দূর থেকে স্বীয় মুসলিম ভাইকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেখতে আসে এমন ব্যক্তি জান্নাতী , (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মহিলাদের ব্যাপারে অবগত করাব না ? স্বীয় স্বামী ভক্ত , অধিক সন্তান প্রসবে ধৈর্য ধারণকারী , ঐ সতী নারী যে তার স্বামীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে বলে যে , আমার হাত তোমার হাতে , আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ করব না যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও" । (ত্বাবারানী)[১৫২]

মাসআলা - ৩৬৬ ঃ শরিয়তে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল এবং হারামকৃত বিষয় সমূহকে হারাম বলে জানা এবং সে অনুযায়ী আমলকারীও জান্নাতী হবে ঃ

عن جابر رضى الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارأيت اذا صليت الصلوات المكتوبات و صمت رمضان واحلالت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذالك شيئا ادخل الجنة قال نعم (رواه مسلم)

অর্থঃ" জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! যদি আমি ফরজ নামায আদায় করি , রমযানে রোযা রাখি শরিয়তে হালালকৃত বিষয়সমূহকে হালাল বলে জানি এবং

১৫২ - আল জামে'আস্‌সাগীর লি আলবানী, হাদীস নং- ২৬০১ ।

শরিয়তে হারামকৃত বিষয়সমূহকে হারাম বলে জানি , আর এর চেয়ে অধিক আর কোন কিছু না করি , তাহলে কি আমি জান্নাত পাব ? তিনি বললেন ঃ হাঁ" ।(মুসলিম)[১৫৩]

মাসআলা - ৩৬৭ঃ দু'জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الانصار لايموت لاحداكن ثلاثة من الولد فتحسبه الا دخلت الجنة فقالت امراة منهن او اثنان يا رسول الله؟ قال او اثنان (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আনসারী মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে আর সে তাতে সোয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্য ধারণ করে সে জান্নাতী হবে , তাদের মধ্যে এক মহিলা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ যদি দু'জন মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন ঃ দু'জন মৃত্যুবরণ করলেও ।(মুসলিম)[১৫৪]

মাসআলা - ৩৬৮ ঃ প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراء اية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت (رواه النسائى وابن حبان والطبرانى)

অর্থঃ" আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে আর কোন বাধা নেই" । (নাসাইয়ী, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী)[১৫৫]

মাসআলা - ৩৬৯ ঃ "লা - হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লা " বেশি বেশি করে পাঠ কারী জান্নাতী হবে ঃ

---

১৫৩ - কিতাবুল ঈমান,বাব বায়ান আল্লাজি ইয়দখুলুল জান্না ।

১৫৪ -কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলা, বাব ফজলু মান ইয়ামুতু লাহু ওলাদ ফায়াহসাবুহু ।

১৫৫ -সিলসিলা আহাদীস সহীহা লি আলবানী,খঃ২,হাদীস নং- ৯৭২ ।

عن ابى ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحول ولا قوة الا بالله (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ"আবুযার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের খনি সম্পর্কে অবগত করাব না। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ ! অবশ্যই আবগত করাবেন , তিনি বললেন ঃ লা- হাওলা ওলা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লা"(বলা)। (ইবনে মাজা)[১৫৬]

মাসআলা-৩৭০ ঃ "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" বেশি বেশি পাঠ কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة (رواه الترمذى)

অর্থঃ" জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি "সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি" (বড়ত্বের অধিকারী আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি) এদূয়া পাঠ করে , তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়"। (তিরমিযী)[১৫৭]

মাসআলা - ৩৭১ ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে সে জান্নাতী হবে ঃ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة (رواه النسائى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হল সে জান্নাতী"। (নাসায়ী)[১৫৮]

---

১৫৬ - সুনান ইবনে মাজা,লি আল বানী, খঃ২য়, হাদীস নং- ৩০৮৩।

১৫৭ - সহীহ্ জামে আত তিরমিযী,লি আলবানী,৩য়ঃখঃ হাদীস নং- ২৭৫৭।

১৫৮ - কিতাব তাহরিমিদ্দাম, বাব মান কাতালা দুনা মালিহি(৩/৩৮০৮)

মাসআলা - ৩৭২ ঃ যে নারী অনিচ্ছাকৃত গর্বপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী ঃ

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ! ان السقط ليجر امه بسرره الى الجنة اذا احتسبته (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" মুয়াজ বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন , ঐ সত্বার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ , অনিচ্ছাকৃত গর্বপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চা , তার মায়ের আঙ্গুল ধরে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তবে এ শর্তে যে ঐ মহিলা সওয়াবের আশায় তাতে ধৈর্য্য ধারণ করেছিল"।(ইবনে মাজাহ)[১৫৯]

মাসআলা - ৩৭৩ ঃ ন্যায় বিচার কারী বিচারক জান্নাতী হবে ঃ

عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار و قاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فجار متعمدا او قضى بغير علم فهما في النار (رواه الحاكم)

অর্থঃ" বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ দু'প্রকারের বিচারক জাহান্নামী হবে , আর এক প্রকার জান্নাতী হবে , ঐ বিচারক যে সত্যকে বুঝেছে এবং ঐ অনুযায়ী বিচার করেছে সে জান্নাতী হবে , আর যে বিচারক সত্যকে বুঝেছে এবং জেনে বুঝে অন্যায় ভাবে বিচার করেছে এবং ঐ বিচারক যে , কোন যাচাই বাছাই ব্যতীত বিচার করেছে সেও জাহান্নামী হবে" । (হাকেম) [১৬০]

মাসআলা - ৩৭৪ যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের অনপুস্থিতিতে তার ইয্যত রক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করল সে জান্নাতী হবে ঃ

عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار (رواه احمد)

---

১৫৯ -কিতাবুল জানায়েজ,বাব মাযায়া ফি মান উসীবা বি সাকত (১/১৩০৫)

১৬০ -সহীহ্ আল জামে; আসসাগীর লি আলবানী,খঃ৩য়, হাদীস নং- ৪১৭৪ ।

অর্থঃ" আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অনুপুস্থিতিতে তার অপমান থেকে তাকে রক্ষা করল তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দায়িত্ব হল যে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা" । (আহমদ)[১৬১]

মাসআলা - ৩৭৫ঃ কারো নিকট কখনো হাত পাতে না এমন ব্যক্তিও জান্নাতে যাবে ঃ

عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لى ان لا يسئل الناس شيئا اتكفل له بالجنة (رواه ابوداود)

অর্থঃ" সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়ে জিম্মাদারী দিবে যে , সে কারো নিকট কখনো হাত পাতবে না আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব" । (আবুদাউদ)[১৬২]

মাসআলা - ৩৭৬ঃ রাগ দমন কারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتغضب ولك الجنة (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" আবুদারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তুমি রাগ কর না তোমার জন্য জান্নাত" । (ত্বাবরানী)[১৬৩]

মাসআলা - ৩৭৭ঃ আসর ও ফজরের নামায নিয়মিত জামাতের সাথে আদায়কারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে ঃ

عن ابى بكر بن ابى موسى الاشعرى رضي الله عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুবকর বিন আবু মূসা আল আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যকিত দু'টি ঠান্ডার সময় নামায আদায় করে সে জান্নাতী হবে" । (মুসলিম)[১৬৪]

---

১৬১ - সহীহ আল জামে' আসসাগীর লি আলবানী,খঃ৫ম, হাদীস নং- ৬১১৬ ।

১৬২ - কিতাবুয্‌যাকাত, বাব কারাহিয়্যাতুল মাসআলা(১/১৪৪৬)

১৬৩ -সহীহ আল জামে' আসসাগীর লি আলবানী,খঃ৬ষ্ট, হাদীস নং- ৭২৫১ ।

মাসআলা ঃ ৩৭৮ যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত নিয়মিত আদায় করে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে ঃ

عن ام حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا حرمه الله على النار (رواه الترمذي)

অর্থঃ "উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামায (নিয়মিত)আদায় করে তার ওপর আল্লাহ্ জাহান্নাম হারাম করেছেন" । (তিরমিযী)[১৬৫]

মাসআলা - ৩৭৯ ঃ একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় কারী জান্নাতী হবে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাকবীরে উলার সাথে জামাতের সাথে আদায় করে তার জন্য দু'টি মুক্তি লিখা হয় , একটি জাহান্নাম থেকে আর অপরটি মুনাফেকী থেকে" । (তিরমিযী)[১৬৬]

মাসআলা - ৩৮০ ঃ নিম্নোক্ত সাত ব্যক্তি জান্নাতী হবে ঃ (১)ন্যায় বিচারক , (২) যৌবন কালে ইবাদত কারী , (৩) মসজিদের সাথে অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন কারী , (৪) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কারী , (৫) আল্লাহ্র ভয়ে একান্তে ক্রন্দনকারী , (৬) আল্লাহ্র ভয়ে সুন্দরী রমণীর খারাপ প্রলোভনকে ত্যাগকারী , (৭) গোপনে আল্লাহ্র পথে দান কারী ঃ

---

১৬৪ - কিতাবুস্সালা ,বাব ফজল সালাতিস্সুবহি ওয়াল আসর ।

১৬৫ - কিতাবুস্সালা বাব (১/৩১৫)

১৬৬ - আবওয়াবুস্সালা, বাব ফি ফজলি তাকবীরাতুল উলা । (১/২০০)

عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الا ظله امام عادل و شاب نشا بعبادة الله ، و رجل كان قلبه معلقا بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذالك وتفرقا ، و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال انى اخاف الله عزوجل ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আবুসাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়ার নীচে ছায়া দিবেন , ন্যায় বিচারক বাদশা , আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন যুবক , ঐ ব্যক্তি যার অন্তর এক বার মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য উদগ্রিব থাকে, যে দু'জন ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই একে অপরকে ভালবাসে এবং এ উদ্দেশ্যে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ ব্যক্তি যে একা একা আল্লাহ্র স্মরণে অশ্রুপ্রবাহিত করে , ঐ ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশের মহিলা ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করল আর সে তার উত্তরে বলল ঃ আমি আল্লাহ্ কে ভয় করি। ঐ ব্যক্তি যে এমনভাবে দান করে যে তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কি দান করেছে"। (তিরমিযী)[১৬৭]

মাসআলা -৩৮১ঃ অপরকে ক্ষমাকারী জান্নাতী হবে ঃ

عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذن دعاه الله على رووس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ، يزوجه منها ماشاء (رواه احمد)

অর্থঃ" মুয়াজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম ছিল কিন্তু সে প্রতিশোধ না নিয়ে রাগকে দমন করল , কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টি জীবের সামনে

১৬৭ -কিতাবুয্যুহদ,বাব মাযায়া ফি হুব্বিল্লাহ্ (২/১৯৪৯)

উপস্থিত করে , তাকে হুরেইন বাছাই করার স্বাধীনতা দিবেন , তাদের মধ্যে যাকে খুশি তাকে সে বিয়ে করবে" । (আহমদ)[১৬৮]

মাসআলা - ৩৮২ ঃ অহংকার , খিয়ানত , ঋণ থেকে মুক্ত ব্যক্তি জান্নাতী হবে ঃ

عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو برىء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة (رواه الترمذي)

অর্থঃ"সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অহংকার , খিয়ানত ,ঋণ থেকে মুক্ত থাকে সে জান্নাতী হবে" । (তিরমিযী)[১৬৯]

মাসআলা - ৩৮৩ ঃ আযানের উত্তর দাতা জান্নাতী হবেঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة (رواه النسائى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম , তখন বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাড়িয়ে আযান দিলেন , যখন সে আযান শেষ করল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেন ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস সহ মুয়াজ্জিনের ন্যায় বলবে সে জান্নাতী হবে" । (নাসায়ী)[১৭০]

---

১৬৮ - সহীহ আল জামে; আসসাগীর লি আলবানী,খঃ৫ম, হাদীস নং- ৬৩৯৪ ।

১৬৯ - আবওয়াবুস্সাইর , বাব আল গালুল (২/১২৭৮)

১৭০ - কিতাবুল আযান, বাব সাওয়াবু জালিকা ।(১/৬৫০)

প্রাথমিকভাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিত লোকেরা

মাসআলা - ৩৮৩ ঃ মিথ্যা কসম করে অন্যের হক নষ্টকারী জান্নাতে যাবে না ঃ

عن ابى امامة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرى مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال وان قضيبا من اراك (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন ব্যক্তির হক নষ্ট করল , আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করেছেন এবং জান্নাত হারাম করেছেন , এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদিও সাধারণ কোন বিষয় হয়? তিনি বললেনঃ যদিও কোন ডালের একটি শাখাই হোক না কেন" ।(মুসলিম)[১৭১]

মাসআলা - ৩৮৪ ঃ হারাম ভাবে সম্পদ উর্পাজন ও ভক্ষণকারী জান্নাতে যাবে না ঃ

عن ابى بكر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الل عليه وسلم قال لايدخل الجنة جسد غذى بالحرام (رواه البيهقى)

অর্থঃ "আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে লালিত হয়েছে তা জান্নাতে যাবে না" । (বাইহাকী)[১৭২]

মাসআলা - ৩৮৫ ঃ পিতা- মাতার অবাধ্য , দাইউস , পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্ভনকারী মহিলা জান্নাতে যাবে না ঃ

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لايدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث و رجلة النساء (رواه الحاكم)

---

১৭১ -কিতাবুল ঈমান,বাব ওয়ায়ীদ মান ইকতাতায়া হাক্কামুসলিম বিয়ামীনিহি ।

১৭২ - মিশকাতুল মাসাবীহ, লি আলবানী, কিতাবুল বুয়ু, বাব কাসব ওয়া তালাবুল হালাল (২/২৭৮৭)

অর্থঃ" ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না , পিতা- মাতার অবাধ্য , দাইউস ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা" । (হাকেম)[১৭৩]

মাসআলা - ৩৮৬ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না ঃ

عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع (رواه الترمذي)

অর্থঃ "মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতয়েম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না" । (তিরমিযী)[১৭৪]

মাসআলা - ৩৮৭ ঃ স্বীয় অধিনস্তদেরকে প্রতারণা কারী বিচারক জান্নাতে যাবে না ঃ

عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعيته من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا حرم الله عليه الجنة (رواه البخاري)

অর্থঃ" মি'কাল বিন ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ মুসলমানদের ওপর প্রতিনিধিত্বকারী শাসক , যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে , যে সে তার অধিনস্তদেরকে ধোঁকা দিয়েছে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন" । (বোখারী)[১৭৫]

মাসআলা - ৩৮৮ ঃ উপকার করে খোঁটা দেয় , পিতা-মাতার অবাধ্য , সর্বদা মদ পানকারী জান্নাতে যাবে না ঃ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر (رواه النسائى)

---

১৭৩ - কিতাবুল জা'মে আস্সাগীর লি আলবানী, খঃ৩,(হাদীস নং-৩০৫৮)

১৭৪ - আবওয়াবুল বির্ ও ওয়াস সিলা, বাব সিলাতুর রেহেম (২/১৫৫৯)

১৭৫ - কিতাবুল আহকাম বাব মান ইস্তারা রায়িয়্যা ফালাম ইয়ানকা।

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ উপকার করে খোঁটা দেয় , পিতা-মাতার অবাধ্য , সর্বদা মদ পান করে এমন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না" । (নাসায়ী)[১৭৬]

মাসআলা - ৩৮৯ঃ প্রতিবেশীকে কষ্ট দাতা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবেঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقه (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না" । (মুসলিম)[১৭৭]

মাসআলা - ৩৯০ঃ অশ্লীল ভাষী ও বদ মেজাজী লোক জান্নাতে যাবে না ঃ

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى (رواه ابوداود)

অর্থঃ" হারেসা বিন ওহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ অশ্লীল ভাষী ও বদ মেজাজী লোক জান্নাতে যাবে না" । (আবুদাউদ)[১৭৮]

মাসআলা - ৩৯১ ঃ অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ঃ

عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر (رواه مسلم)

---

১৭৬ - কিতাবুল আসতুর বিহি,বাব আর রুইয়া ফিল মুদমেনীনা ফিল খামর (৩/৫২৪১)

১৭৭ - কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান তাহরীম ইযা আল জার।

১৭৮ - কিতাবুল আদব,বাব ফি হুসনিল খুলক।(৩/৪০১৭)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না" । (মুসলিম)[১৭৯]

মাসআলা - ৩৯২ ঃ চোগল খোর জান্নাতে যাবে না ঃ

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة قتات (رواه ابوداود)

অর্থঃ"হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না" ।(আবদাউদ)[১৮০]

নোটঃ কোন কোন হাদীসে নাম্মাম শব্দ এসেছে। উভয় শব্দের অর্থ একেই।

মাসআলা - ৩৯৩ঃ জেনে বুঝে নিজেকে অন্য পিতার প্রতি সম্পর্ক কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ঃ

عن سعد بن ابى وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام (رواه البخاري)

অর্থঃ" সা'দ বিন আবু ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে বুঝে নিজেকে অন্য পিতার প্রতি সম্পর্ক করে তার জন্য জান্নাত হারাম" । (বোখারী)[১৮১]

মাসআলা - ৩৯৪ ঃ বিনা কারণে তালাক দাবীকারী মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে না ঃ

عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة (رواه الترمذي و ابن ماجة)

অর্থঃ" সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে মহিলা তার স্বামীর নিকট বিনা কারণে তালাক দাবী করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না" । (তিরমিযী , ইবনে মাজা)[১৮২]

---

১৭৯ - কিতাবুল ঈমান বাব তাহরীমুল কিবর।

১৮০ - কিতাবুল আদাব, বাব ফিল কাত্তাত(৩/৪০৭৬)

১৮১ - কিতাবুল ফারায়েজ,বাব মান ইদ্দায়া গাইরা আবিহি।

মাসআলা - ৩৯৫ ঃ কাল রংয়ের কলপ ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة (رواه ابوداؤد)

অর্থঃ "আবদুল্লা বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ শেষ যামানায় কিছু লোক কবুতরের পায়খানার ন্যায় কাল কলপ ব্যবহার করবে , তারা জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না" । (আবদাউদ)[১৮৩]

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা যাবে না যে সে জান্নাতী

মাসআলা - ৩৯৬ ঃ নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তিকে বলা যে , সে জান্নাতী এটা নাজায়েয ঃ

মাসআলা - ৩৯৭ ঃ কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তার সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লহ্‌র ই আছে ঃ

عن ام العلا امراة من الانصار رضي الله عنها وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت انه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه فانزلناه في ابياتنا فوجع وجعة الذي توفي فيه فلما توفى وغسل وكفن فى اثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك ابا السائب فشهادتى عليك لقد اكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه قلت بابي انت يا رسول فمن يكرمه الله فقال اما هو فقد جاءه اليقين والله انى لارجوله الخير والله ما ادرى وانا رسول الله ما يفعل بى قالت فوالله لاازكى احد بعده ابدا (رواه البخارى)

---

১৮২ - সহীহ সুনানে তিরমিযী,আবওয়াবুত্তালাক, বাব ফি মুখতালিয়াত,(২/৩৫৪৮)

১৮৩ -কিতাবুল লিবাস,বাব মাযায়া ফি খিজাবিস্‌সওদা ।৯২/৩৫৪৮)

অর্থঃ " উম্মুল আলা আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট যারা বাইয়াত করেছিল তাদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন , তিনি বলেছেন ঃ লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে আনসারদের মাঝে বন্টন করা হয়েছিল , আমাদের ভাগে ওসমান বিন মাজওন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)পড়ে ছিল , আমরা তাকে আমাদের ঘরে উঠালাম , তখন সে অসুস্থ হয়ে ঐ রোগে মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুর পর তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হল , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন , আমি বললাম হে আবুসায়েব , (ওসমান বিন মাজওন (রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কুনিয়াত) তোমার প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , আল্লাহ্ তোমাকে ইয্যত দিক , তিনি বললেন ঃ উম্মুল আলা তুমি কি করে জানলে যে , আল্লাহ্ তাকে ইয্যত দিয়েছেন , আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক ! আল্লাহ্ কাকে ইয্যত দিবেন ? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দহে ওসমান ইন্তেকাল করেছে , আল্লাহ্র কসম! আমিও আল্লাহ্র নিকট তার জন্য কল্যাণ কামনা করছি , কিন্তু আল্লাহ্র কসম ! আমি নিজেও জানিনা যে কিয়ামতের দিন আমার কি অবস্থা হবে ? অথচ আমি আল্লাহ্র রাসূল। উম্মুল আলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! এর পর আমি আর কারো ব্যাপারে বলি নাই যে সে পাপ মুক্ত" । (বোখারী)[১৮৪]

নোটঃ (১)নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত সাহাবাগণের নাম নিয়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে জান্নাতী বলা জায়েয আছে।

(২) নিজের ব্যাপারে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কথা বলেছেন , তা হল আল্লাহ্র বড়ত্ব , গৌরব , অ-মুখাপেক্ষিতা ও ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলেছেন , যার বাহ্যিকতা অন্য হাদীসে এভাবে এসেছে যে , কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনিও কি নন ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ আমিও। তবে হ্যাঁ আমার প্রভূ স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে রাখবেন। (মুসলিম)

(৩) উল্লেখ্য উসমান বিন মাজউন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দুই বার হাবশায় হিযরতের সুযোগ লাভ করেছিলেন। এর পর তৃতীয় বার মদীনায় হিযরতের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন বার তার কপালে চুমু দিয়ে বলছিলেন , যে তুমি পৃথিবী থেকে এমন ভাবে বিদায় নিয়েছ যে তোমর আচল পৃথিবীর সাথে বিন্দু পরিমাণেও একা কার হয়ে যায় নাই। এর পরও তার ব্যাপারে এক মহিলা তাকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করলে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)তাকে বাধা দিলেন।

---

১৮৪ - কিতাবুল জানাযেয, বাবুদ্দুখুল আলাল মায়্যিত বা'দাল মাউত ইযা আদরাজা ফি আকফানিহি।

মাসআলা - ৩৯৮ ঃ যুদ্ধের ময়দানে এক ব্যক্তি নিহত হলে সাহাবাগণ তাকে জান্নাতী মনে করতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ কখনো নয় সে জাহান্নামী ঃ

عن عمر بن الخطاب رضي الله قال قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم انا فلانا قد استشهد قال كلا قد رايته فى النار بعباءة قد غلها (رواه الترمذي)

অর্থঃ" ওমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওমুক ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেছে তিনি বললেন ঃ কখনো নয় গণীমতের মাল থেকে একটি চাদর চুরী করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি" । (তিরমিযী)[১৮৫]

মাসআলা - ৩৯৯ ঃ কোন জিবীত বা মৃত ব্যক্তি চাই সে বড় মোত্তকী, আলেম, ওলী, পীর, ফকীর, দরবেশই হোক না কেন তাকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা না জায়েয ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل اهل النار وان الرجل ليعمل الزمن الطويل عمل اهل النار ثم يختم عمله بعمل اهل الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে থাকে , শেষে পর্যায়ে সে আবার জাহান্নামে যাওয়ার আমল শুরু করে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে । আবার কোন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে থাকে এর পর শেষ পর্যায়ে জান্নাতে যাওয়ার আমল শুরু করে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করে" । (মুসলিম)[১৮৬]

---

১৮৫ - আবওয়াবুসসিয়ার ,বাব আল গুলু (৭/১২৭৯)

১৮৬ - কিতাবুল কদর ।

عن سهل بن سعد الساعدى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة (رواه مسلم)

অর্থঃ" সাহাল বিন সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মানুষের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাওয়ার আমল করতে পারে , অথচ সে জাহান্নামী হবে , আবার মানুষের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার আমল করতে পারে অথচ সে জান্নাতী হবে" । (মুসলিম)[১৮৭]

নোটঃ এমনিতেই তো কবর ও মাজার সমূহে নযর নেয়াজ দেয়া বিভিন্ন জিনিষ লটকানো বড় শিরক , এ হাদীসের আলোকে এটি একটি অর্থহীন কাজও বটে। আর তা এজন্য যে , যে কোন মৃত্যু ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানেনা যে সে সেখানে আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে না শাস্তি ভোগ করতেছে।

জান্নাতে বিগত দিনের স্মরণ

মাসআলা - ৪০০ ঃ পুরাতন সাথীর স্মরণ ও তার সাথে সাক্ষাতের শিক্ষামূলক দৃশ্যঃ

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ،قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ،يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ،أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ،قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ،فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ،قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ،وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ،أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ،إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ،إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ﴾

অর্থঃ "তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে আমার ছিল এক সাথী , সে বলত তুমি কি বিশ্বাসীদের অর্ন্তভুক্ত ? যে , আমরা যখন মরে যাব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনো কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে ? সে বলবে তোমরা কি (তাকে) উকিঁ দিয়ে দেখতে চাও ? অতপর সে ঝুকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে ঃ আল্লাহ্র কসম ! তুমি তো আমাকে প্রায়

১৮৭ - কিতাবুল কদর।

ধ্বংসই করেছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সামিল হতাম। আমাদেরতো আর মৃত্যু হবে না। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না। এটা নিশ্চয়ই মহা সাফল্য। এরূপ সাফল্যের জন্য কর্মটদের উচিত কর্ম করা"। (সূরা সাফ্‌ফাত- ৫০-৬১)

মাসআলা - ৪০১ ঃ জান্নাতীরা তাদের বৈঠকসমূহে পৃথিবীর জীবনের কথা স্মরণ করবে ঃ

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ ،قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾

অর্থঃ" তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে সংকিত ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে। আমরা পূর্বেও আল্লাহ্ কে আহ্বান করতাম , তিনি তো কৃপাময় পরম দয়ালু। (সূরা তূর- ২৫-২৮)

আ'রাফের অধিবাসীগণ

মাসআলা - ৪০২ ঃ জান্নাত জাহান্নামের মাঝে একটি উচু স্থানে কিছু লোক জীবন যাপন করবে তা দেরকে আ'রাফের অধিবাসী বলা হয়ঃ

মাসআলা - ৪০৩ ঃ আ'রাফের অধিবাসীদের পাপ ও সোয়াব বরাবর হবে তাই তারা জান্নাতেও যেতে পারবেনা না জাহন্নামে কিন্তু আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে যাওয়ার আশাবাদী তারা হবে ঃ

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾

অর্থঃ" এ উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্য কারী একটি পর্দা রয়েছে , আর আ'রাফে কিছু লোক থাকবে তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। আর জান্নাত বাসীদেরকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক , তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে কিন্তু তারা তার আকাঙ্খা করে" ।(সূরা আ'রাফ-৪৬)

মাসআলা -৪০৪ঃ আ'রাফের অধিবাসীরা জাহান্নামীদেরকে দেখে নিম্নোক্ত দূয়া পাঠ করবে ঃ

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থঃ "পরন্ত যখন জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সাথী করবে না"। (সূরা আ'রাফ- ৪৭)

মাসআলা - ৪০৫ ঃ আ'রাফবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের পরিচিত কিছু জাহান্নামীদেরকে শিক্ষনীয় সম্বোধন ঃ

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ﴾

অর্থঃ" আ'রাফবাসীরা কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে , তোমাদের বাহিনী ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে আসল না"। (সূরা আ'রাফ - ৪৮,৪৯)

দু'টি বিরোধপূর্ণ বিশ্বাস ও তার দু'টি বিরোধ পূর্ণ প্রতিফল

মাসআলা - ৪০৬ ঃ পৃথিবীতে সুখ শান্তি ও নে'মতে পেয়ে আনন্দে বসবাসকারী কাফের পৃথিবীতে ঈমানদারদের সাধারণ জীবন যাপন দেখে হাসত এবং বিদ্রোপ করত , পরকালে ঈমানদাররা জান্নাতের নে'মত ও আনন্দে জীবন যাপন করবে এবং কাফেরদের দুরবস্থা দেখে হাসবে এবং তাদেরকে বিদ্রোপ করবে ঃ

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

অর্থঃ"যারা অপরাধী তারা মুমিনদেরকে উপহাস করত এবং তারা যখন মুমিনদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত , তারা যখন তাদের পরিবার পরিজনদের নিকট ফিরত তখন ও হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা ঈমানদারদেরকে দেখত তখন বলত নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা ঈমানদারদের তত্ত্বাবদায়ক রূপে প্রেরিত হয়নি। আজ যারা ঈমানদার তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে , সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে , কাফেররা যা করত , তার প্রতিফলন তারা পেয়েছে তো" ? (সূরা মুতাফ্ ফিফীন- ২৬-৩৬)

পৃথিবীতে জান্নাতের কিছু নে'মত

মাসআলা - ৪০৭ ঃ হাজরে আসওয়াদ (কাল পাথর) জান্নাতের পাথর সমূহের মধ্যে একটি পাথর ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم (رواه الترمذي)

অর্থঃ"আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ হাজরে আসওয়াদ জান্নাত থেকে আনিত পাথর , যা দুধ থেকেও সাদা ছিল , কিন্ত মানুষের পাপ তাকে কাল করে দিয়েছে"। (তিরমিযী)[১৮৮]

মাসআলা -৪০৮ঃ আজওয়া খেজুর (এক প্রকার উন্নত মানের খেজুরের নাম) জান্নাতী ফল ঃ

মাসআলা - ৪০৯ ঃ মাকামে ইবরাহিম জান্নাতের পাথর ঃ

মাসআলা - ৪১০ ঃ যাইতুন জান্নাতের একটি গাছ ঃ

عن رافع بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة والصخرة والشجرة من الجنة (رواه الحاكم)

---

১৮৮ - আবওয়াবুল জান্না , বাব ফযল হাজরিল আসওয়াদ(১/৬৯৫)

অর্থঃ" রাফে' বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আজওয়া খেজুর , পাথর (মাকামে ইবরাহিম) এবং (বৃক্ষ) যাইতুন গাছ জান্নাত থেকে আনিত" । (হাকেম)[১৮৯]

মাসআলা - ৪১১ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের একটি অংশ ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مابين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على حوضى (رواه البخاري)

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ আমার হুজরা ও মিম্বরের মধ্যবর্তীস্থান জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান , আর আমার মিম্বর আমার হাউজের ওপর" । (বোখারী)[১৯০]

মাসআলা -৪১২ ঃ মেহেন্দী জান্নাতের সুগন্ধিসমূহের মধ্যে একটি সুগন্ধি ঃ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ريحان اهل الجنة الحناء (رواه الطبرانى)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ জান্নাতীদের জন্য সুঘ্রাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ট সুঘ্রাণ হবে মেহেন্দীর সুঘ্রাণ" । (ত্বারারানী)[১৯১]

মাসআলা - ৪১৩ ঃ বকরী জান্নাতের প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাণী ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها (رواه البيهقي)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বকরী জান্নাতের প্রাণীসমূহের মধ্যে একটি প্রাণী , তার থাকার স্থান থেকে তার লেদা ও চোনা পরিষ্কার কর এবং সেখানে নামায আদায় কর" । (বাইহাকী)[১৯২]

---

১৮৯ - তাহকীক মোস্তফা আবদুল কাদের , দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা , বাইরুত । (৪/২২৬)

১৯০ - কিতাবুস্সালা ফি মাসজিদি মাক্কা ওয়া মাদীন ।

১৯১ - সিলসিলা আহাদীস আস্সাহীহা লি আলবানী খঃ৩ , হাদীস নং- ১৪২০ ।

১৯২ - সিলসিলা আহাদীস আস্সাহীহা লি আলবানী খঃ৩ , হাদীস নং- ১১২৮ ।

মাসআলা - ৪১৩ ঃ বুতহান উপত্যকা জান্নাতের উপত্যকা সমূহের মধ্যে একটি উপত্যকা ঃ

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحان على بركة من بُرك الجنة (رواه البزار)

অর্থঃ" আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ বুতহান জান্নাতের উপত্যকা সমূহের মধ্যে একটি উপত্যকা"। (বায্যার)[১৯৩]

নোটঃ বুতহান মদীনার নিকটবর্তী স্থান কুবার পার্শ্বস্থ একটি উপত্যকা।

জান্নাত লাভের দূয়া সমূহ

মাসআলা- ৪১৫ ঃ আল্লাহ্র নিকট জান্নাত চাওয়ার কতিপয় দু'য়া নিম্নরূপ ঃ

(১)

اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم ، اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك و اعوذبك من شر ما اعاذبه عبدك ونبيك اللهم انى اسالك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل و اعوذبك من النار وما قرب اليها من قول او عمل واسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا

অর্থঃ"হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট সর্ব প্রকার ভাল কামনা করছি , তা তাড়াতারি হোক বা দেরী করে হোক , যা আমি জানি বা জানি না , আর তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে , তা তাড়াতারি হোক বা দেরী করে হোক , যা আমি জানি অথবা জানি না , হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট প্রত্যেক ঐ ভাল কামনা করছি যা তোমার নিকট তোমার বান্দা এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কামনা করেছে। আর প্রত্যেক ঐ অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যা থেকে তোমার বান্দা এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্রয় কামনা করেছে। হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং এমন কথা ও কাজের সুযোগ কামনা করছি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে , হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট

১৯৩ - সিলসিলা আহাদীস আস্সাহীহা লি আলবানী খঃ ৩ , হাদীস নং- ৭৬৯।

আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নাম থেকে এবং এমন কথা ও কাজ থেকে যা তার নিকটবর্তী করে। হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট আবেদন করছি তুমি আমাকে যে ফায়সালা করেছ তা যেন আমার জন্য কল্যাণ কর হয়"।[১৯৪]

(২)

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا و بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا و ابصارنا و قواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

অর্থঃ" হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে এতটা ভয় দান কর যা আমাদের ও আমাদের পাপের মাঝে আড় সৃষ্টি করবে। আর আমাদেরকে এতটুক অনুগত্য করার তাওফীক দান কর যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে , আর এতটা একীন দান কর যা পৃথিবীর মুসিবত সমূহ সহ্য করা আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে যতদিন জিবীত রাখবে ততদিন তুমি আমাদের কান , চোখ , ও অন্যান্য শক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান কর। আর যে ব্যক্তি আমাদের ওপর যুলুম করে তার নিকট থেকে তুমি প্রতিশোধ নাও। আর দুশমনের বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর। দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের ওপর মুসিবত চাপিয়ে দিওনা। দুনিয়াকে আমাদের জীবনের বড় উদ্দেশ্য কর না। আর না দুনিয়াকে আমাদের জ্ঞানের লক্ষ উদ্দেশ্যে পরিণত করিও। আর এমন ব্যক্তিকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না যে আমাদের ওপর অনুগ্রহ্ করবে না "।[১৯৫]

(৩)

اللهم انا نسئلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار

অর্থঃ " হে আল্লাহ্ ! আমরা তোমার নিকট তোমার রহমতের মাধ্যম সমূহ এবং তোমার ক্ষমার উপাদান সমূহ কামনা করছি , আরো কামনা করছি প্রত্যেক নেকীর অংশ। হে আল্লাহ !

---

১৯৪ - সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজা লি আল বানী, খঃ২. হাদীস নং- ৩১০২।

১৯৫ - সহীহ জা'মে আত তিরমিযী,লি আর বানী, খঃ ৩, হাদীস নং- ২৭৩০।

আমরা তোমার নিকট জান্নাত লাভের মাধ্যমে সফলতা কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি"। [১৯৬]

(৪)

اللـهم انی اسئلك ان ترفـع ذكـری و تضـع وزري و تصلح امـری وتظهـر قلبی وتحصن فرجی وتنور قلبی وتغفرلی ذنبی واسئلك الدرجات العلی من الجنة ،

অর্থঃ" হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট দূয়া করছি যে তুমি আমার স্মরণ কে উচ্চ কর। এবং আমার বোঝা হালকা কর। আমার আমল সমূহকে সংশোধন কর। আমার আত্মাকে পবিত্র কর। আমার লজ্জাস্থান কে সংরক্ষণ কর। আমার অন্তরকে আলোকিত কর। আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর। আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি"। [১৯৭]

(৫)

اللهم انی اسالك الجنة واستجيرك من النار

অর্থঃ" হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট জান্নাত কামনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাচ্ছি"।[১৯৮](একথাটি তিনবার বলতে হবে)

অন্যান্য মাসায়েল

মাসআলা- ৪১৬ ঃ শুধু আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব ঃ

عن ابي هريـرة رضـي الله عنـه ان الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال مـا مـن احـد يدخله عمله الجنة فقيل ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال لا انـا الا ان يتغمدنی ربی برحمته (رواه مسلم)

---

১৯৬ - -মোস্তাদরাক হাকেম (১/৫২৫)

১৯৭ -মোস্তাদরাক হাকেম(১/৫২০)

১৯৮ - আদ্দূয়া মিনাল কিতাবি ওয়াস্সুন্না পৃঃ ৮৮।

অর্থঃ"আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি ? তিনি বললেনঃ হাঁ আমিও। তবে আমার প্রভূ আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা ঢেকে নিবেন"। (মুসলিম)[১৯৯]

মাসআলা- ৪১৭ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট তিন বার জান্নাত লাভের জন্য দূয়া করে তার জন্য জান্নাত সুপারিশ করে ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار الهم اجره من النار (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিন বার আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের জন্য দূয়া করে তখন জান্নাত তার জন্য বলে হে আল্লাহ্ তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ্র নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে তার ব্যাপারে জাহান্নাম বলবে হে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও"। (তিরমিযী) [২০০]

মাসআলা- ৪১৮ ঃ আল্লাহ্র পথে হিযরত কারী ফকীর মিসকীনরা ধনীদের চাইতে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে ঃ

عن ابى سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم بخمس مائة عام (رواه الترمذي)

অর্থঃ" আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ গরীব মুহাজিররা (হিযরতকারী) ধনীদের চেয়ে পাচঁশত বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে" (তিরমিযী)[২০১]

---

১৯৯ - কিতাব সিফাতুল মুনাফেকীন, বাব লান য়ুদখিলাল জান্না আহাদুন বি আমালিহি।

২০০ - আবওয়াবুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিফাত আনহারিল জান্না(২/২০৭৯)

২০১ - আবওয়াবুয্যুহদ, বাব মাযায়া আন্না ফুকারাইল মুহাজেরিন ইয়াদখুলুনাল জান্না কাবলা আগনিয়া ইহিম। (১৯১৬)

মাসআলা- ৪১৯ ঃ প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাত ও জান্নামে জায়গা থাকে কিন্তু যখন একজন লোক জাহান্নামে চলে যায় তখন জান্নাতে তার স্থান টুকু জান্নাতীদেরকে দিয়ে দেয়া হয় ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا له منزلان منزل في الجنة و منزل في النار فاذا مات فدخل النار وورث اهل الجنة منزله فذالك قوله تعالى اولئك هم الوارثون (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার জন্য দু'টি স্থান নেই। একটি জান্নাতে অপরটি জাহান্নামে , কিন্তু মৃত্যুর পর যখন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে চলে যায় তখন জান্নাতীরা জান্নাতে তার স্থানটির অধিকারী হয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾

অর্থঃ" তারাই হবে উত্তরাধিকারী" (সূরা মুমেনীন- ১০) (ইবনে মাজা)[২০২]

মাসআলা- ৪২০ ঃ নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীদেরকে জান্নাতীরা 'জাহান্নামী ' বলে ডাকবে ঃ

عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين (رواه ابوداود)

অর্থঃ"ইমরান বিন হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ কিছু লোক মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুপারিশ ক্রমে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে , লোকেরা (তখনো) তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে ডাকবে"। (আবুদাউদ)[২০৩]

---

২০২ - কিতাবুয্‌যুহদ , বাব সিফাতুল জান্না।(২/৩৫০৩)

২০৩ - কিতাবুস্‌সুন্না , বাব ফিশ্‌শাফায়া (৩/৩৯৬৬)

নোটঃ তাদেরকে আঘাত করার জন্য 'জাহান্নামী' বলা হবে না , বরং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করানোর জন্য তাদেরকে এভাবে ডাকা হবে যাতে করে তারা বেশি বেশি করে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

মাসআলা- ৪২১ ঃ জান্নাতী ব্যক্তির রুহ্ কিয়ামতের পূর্বে জান্নাতে পৌছেঁ যায় ঃ

عن عبد الرحمن بن كعب الانصارى رضي الله عنه انه اخبره ان اباه كان يحدث ان رسول الله قال انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجع الى جسده يوم يبعث (رواه ابن ماجة)

অর্থঃ" আবদুর রহমান বিন কা'ব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ তার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন ঃ মুমেন ব্যক্তির রূহ মৃত্যুর পর জান্নাতের বৃক্ষসমূহে উড়ে বেড়ায়। ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন মানুষের পুনরুত্থান হবে সেদিন তা তাদের শরীরে ফেরত পাঠানো হবে" । (ইবনে মাজাহ)[২০৪]

মাসআলা- ৪২২ ঃ মুমেনের সর্বদা আল্লাহ্‌র রহমতের আশাবাদী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে ভিতু থাকতে হবে ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يامن من النار (رواه البخارى)

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যদি কাফের জানত যে আল্লাহ্‌র দয়া কত বড় তাহলে সে জান্নাত থেকে নিরাশ হত না। আর যদি মুমেন জানত যে আল্লাহ্‌র শাস্তি কত কঠিন তাহলে সে জাহান্নাম থেকে নির্ভয় হত না" । (বোখারী)[২০৫]

عن انس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك ؟ قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انى ارجو الله

---

২০৪ - কিতাবুয্‌যুহদ,বাব জিকরুল কবর। (২/৩৪৪৬)

২০৫ - কিতাবুর রিকাক ,বাব আর্ রাযা মায়াল খাওফ।

واني اخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو و آمنه مما يخاف (رواه الترمذي وابن ماجة)

অর্থঃ" আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু সয্যায় শায়িত এক অসুস্থ যুবকের নিকট গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কেমন লাগছে ? সে বলল হে আল্লাহ্র রাসূল ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র কসম ! আমার ভয় ও হচ্ছে আবার আল্লাহ্র রহমতেরও আশা করছি। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ এ মূহর্তে যদি কোন অন্তরে ভয় ও আশার সংমিশ্রণ ঘটে তাহলে আল্লাহ্ তার কামনা অনুযায়ী বান্দার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন। আর তার ভয় অনুযায়ী তাকে হেফাজত ও নিরাপত্তা দেন" । (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)[২০৬]

মাসআলা- ৪২৩ ঃ মৃত্যুবরণকারী মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন ঃ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اذا خلقهم اعلم بما كانوا عاملين (رواه البخاري)

অর্থঃ" আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মৃত্যু বরণ কারী মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ভাল করে জানেন (যে তারা বড় হয়ে কি আমল করত)" (বোখারী)[২০৭]

মাসআলা- ৪২৪ ঃ মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকে জান্নাতে ইবরাহিম ও সারা (আঃ) লালন-পালন করবেন ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم ابراهيم و سارة حتى يدفعونهم الى ابائهم يوم القيامة (رواه ابن عساكر)

---

২০৬ - সহীহ জা'মে আত তিরমিযী, লি আলবানী , খঃ ১ম। হাদীস নং- ৭৮৫।

২০৭ - মোখতাসার সহীহ আল বোখারী,লি যুবাইদী,হাদীস নং- ৬৯৬।

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদেরকে জান্নাতের একটি পাহাড়ে ইবরাহিম ও সারা (আঃ) লালন -পালন করতে থাকবেন এর পর কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের পিতা-মতার নিকট হস্তান্তর করবে" । (ইবনে আসাকের)[২০৮] ।

মাসআলা- ৪২৫ ঃ জান্নাত ও তার নে'মত সমূহ আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন ঃ

মাসআলা- ৪২৬ ঃ জাহান্নাম ও তার কষ্ট আল্লাহ্র শাস্তির নিদর্শন ঃ

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاب النار والجنة فقالت النار اورثت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لى لايدخلني الا ضعفاء الناس و سقطهم وعجزهم فقال الله عزوجل للجنة انت رحمتى ارحم بك من اشاء من عبادي وقال للنار انت عذابي اعذب بك من اشاء من عبادى ولكل واحدة منكما ملوها فاما النار فلا تمتلى فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهنا لك تمتلى ويووای بعضها الى بعض (رواه مسلم)

অর্থঃ "আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে আলোচনা করল যে , জাহান্নাম বলল ঃ আমার মাঝে অহংকারী ও অত্যাচারীরা প্রবেশ করবে , জান্নাত বলল ঃ আমার মাঝে শুধু দূর্বল ও অক্ষম লোকেরাই আসবে। তখন আল্লাহ্ জান্নাতকে বললেন ঃ তুমি আমার রহমত , আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাকে তোমার মাধ্যমে দয়া করব। আর জাহান্নামকে বললেন ঃ তুমি আমার শাস্তি আমি আমার বান্দাদের মাঝে যাকে খুশি তাকে তোমার মাধ্যমে শাস্তি দিব। এবং তুমি ভরপূর হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ জাহান্নাম তো মানুষের দ্বারা ভরপূর হবে না। তবে আল্লাহ্ তার মধ্যে স্বীয় পা প্রবেশ করাবেন , তখন সে বলবে যথেষ্ট হয়েছে , যথেষ্ট হয়েছে , তখন তা ভর পূর হয়ে যাবে। তার এক অংশ আরেক অংশের সাথে একাকার হয়ে যাবে। (মুসলিম)[২০৯]

মাসআলা- ৪২৭ ঃ প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে তার ঠিকানা পৃথিবীতে তার বাসস্থানের চেয়ে বেশি চিনবে ঃ

---

২০৮ - সিলসিলাতুল আহাদিস আস্ সহীহা লি আলবানী, খঃ১ম , হাদীস নং- ১৪৬৭।

২০৯ - কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা।

মাসআলা- ৪২৮ ঃ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেককে একে অপরের অধিকার আদা করতে হবে ঃ

عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم قي الدنيا حتى اذا نقوا وهذبوا اذن لهم بدخول الجنة فو الذي نفس محمد بيده لاحدهم بمسكنه في الجنة ادل بمنزله كان في الدنيا (رواه البخاري)

অর্থঃ" আবুসাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন ঈমানদাররা জাহান্নামের ওপর রাখা ফুল সিরাত অতিক্রম করে যাবে তখন জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝে এক পুলের ওপর তাদেরকে আটকিয়ে দেয়া হবে, পৃথিবীতে একে অপরের ওপর যে যুলুম করেছে তখন তার বদলা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে নিবে। (এভাবে) যখন সমস্ত ঈমানদাররা পাক পবিত্র হয়ে যাবে , তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ঐ সত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ ! প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে তার ঠিকানাকে পৃথিবীতে তার ঠিকানার চেয়ে বেশি চিনবে"। (বোখারী)[২১০]

মাসআলা- ৪২৯ ঃ মৃত্যুকে যবাই করার দৃশ্য ঃ

عن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ادخل الله تعالى اهل الجنة الجنة واهل النار النار اتى بالموت ملبيا فيوقف على السور الذي بين اهل الجنة واهل النار ثم يقال يا اهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا اهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لاهل الجنة ولاهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء و هؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور ثم يقال يا اهل الجنة خلود لا موت ويا اهل النار خلود لاموت (رواه الترمذي)

২১০ -কিতাবুল মাজালেম, বাব কিসাসুল মাজালেম।

অর্থঃ" আবুহুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন মৃত্যুকে টেনে আনা হবে এবং একটি দেয়ালের ওপর রাখা হবে , যা জান্নাত ও জাহান্নামীদের মাঝে থাকবে। অতপর বলা হবে হে জান্নাতবাসী তারা ভয়ে ভিত হয়ে তাকাবে , অতপর বলা হবে হে জাহান্নাম বাসীরা , তারা আনন্দিত হয়ে তাকাবে। তারা সুপারিশের আশা করবে , এর পর জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে সম্ভোধন করে বলা হবে , তোমারা কি একে চিন ? জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা বলবে হাঁ আমরা চিনি। এ হল মৃত্যু যা পৃথিবীতে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল , তখন তাকে দেয়ালে রেখে জবাই করে দেয়া হবে , এর পর বলা হবে হে জান্নাতবসীরা আজকের পর আর মৃত্যু নেই , চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে থাক। আর হে জাহান্নামবাসীরা আজকের পর আর মৃত্যু নেই চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাক"। (তিরমিযী)

মাসআলা- ৪৩০ ঃ যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণে ঈমান থাকবে পরিশেষে আল্লাহ্ স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لااله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة (رواه مسلم)

অর্থঃ" আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে , আর তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। (এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে)আবার যে ব্যক্তি লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে আর তার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে সেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে"। (মুসলিম)[২১১]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والف صلاة وسلام على افضل البرية وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ،

সমাপ্ত

২১১ - কিতাবুল ঈমান, বাব ইসবাতুস্‌সাফায়া ওয়া ইখরাজুল মুয়াহহেদীন মিনান্নার।